উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৭,৩৭৮.৯১ (-২৪১.৩০)
নিফটি : ২৩,৪৩১ (-৯৫.০০)

রাজ্য প্রাথমিকে স্কুলছুট শূন্য
পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও স্কুলছুট নেই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্টে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। » ৭

শান্তনু, আরাবুলকে সাসপেন্ড
আরজি কর কাণ্ডের জেরে রাজ্যসভায় প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন এবং ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৭° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন	২৬° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন

৯০০ চালক, কনডাক্টর নিয়োগ
৪৫০ জন করে চালক ও কনডাক্টর নিয়োগে ছাড়পত্র দিল অর্থ দপ্তর। আপাতত এইসব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হবে। » ৭

২৬ পৌষ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 11 January 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 233

জট কাটছে মাল পুরসভার

দায়িত্ব পেতে পারেন মহিলা কাউন্সিলার

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১০ জানুয়ারি : দু-তিনদিনের মধ্যে মাল পুরসভার অচলাবস্থা কাটতে চলেছে। শুক্রবার নিজের বাড়িতে পুরসভার কাউন্সিলারদের বৈঠকে ডেকেছিলেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। তবে সেই বৈঠকে মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা এবং তাঁর অনুগত কাউন্সিলারদের কেউই আসেননি। তাতে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করেন মহুয়া।

এদিন দুপুরে মহুয়ার বাসভবনে বৈঠকে এসেছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, কাউন্সিলার অজয় লোহার, পুলিন গোলদার, দোলা সিনহা ও মণিকা সাহা। তৃণমূল সূত্রে খবর, সাসপেন্ডেড চেয়ারম্যান স্বপনকে দলে ফেরানোর আবেদন জানাতে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে গিয়েছিলেন তাঁর অনুগত কাউন্সিলাররা। যে কারণে মহুয়ার ডাকা বৈঠকে ছিলেন না অমিতাভ ঘোষ, নারায়ণ দাস, সরিতা গিরি, সুরজিৎ দেবনাথ, পুষ্পা লিলি টোপ্পো, মিলন ছেত্রী, মঞ্জুদেবী মোর। বৈঠকে হাজির কাউন্সিলারদের বক্তব্য, মাল পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে এই বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈঠকে না এসে দলের জেলা সভাপতির অপমান করলেন দলের কয়েকজন কাউন্সিলার।

ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল বলেন, 'জেলা সভানেত্রী বৈঠক ডাকায় আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। তবে অন্য কাউন্সিলাররা অনুপস্থিত থাকায় বৈঠক হয়নি। কিছু কথা হয়েছে।' তবে তৃণমূলের একটি সূত্র জানিয়েছে, মহুয়া বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মাল পুরসভা নিয়ে কলকাতা থেকে রাজ্য নেতৃত্ব নির্দেশ পাঠাবে। দু-একদিনের মধ্যেই পুরসভার অচলাবস্থা কেটে যাবে। আরও একটি সূত্র জানাচ্ছে, মাল পুরসভার দায়িত্ব সম্ভবত কোনও মহিলা কাউন্সিলারের হাতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহিলা চেয়ারপার্সন পাবে মাল পুরসভা।

স্বপন সাহার অত্যন্ত অনুগত দলের টাউন সভাপতি অমিত দে অবশ্য দাবি করেছেন তিনি শহরেই আছেন, কলকাতায় যাননি। তিনি এদিন বলেন, 'স্বপন সাহার সঙ্গে যে কাউন্সিলাররা গিয়েছেন তাঁরা এদিন শহরে থাকলে অবশ্যই বৈঠকে যেতেন। কলকাতার এই সফর পূর্বনির্ধারিত থাকায় জেলা সভানেত্রীর বৈঠকে তাঁরা যেতে পারেননি।' স্বপনের সঙ্গে কলকাতায় যাওয়া কাউন্সিলারদের কেউই মুখ খুলতে নারাজ। ভাইস চেয়ারম্যানের অনুগত কাউন্সিলারদেরও মুখে কুলুপ।

এদিন কাউন্সিলারদের সঙ্গে কথা বলার পর মহুয়া জানিয়েছেন, মাল পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে দল সদর্থক পদক্ষেপ করেছে। ইতিমধ্যেই দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ এসেছে জেলায়। আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবারের মধ্যেই পুরসভার অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরবর্তীতে পুরসভার দায়িত্ব পাকাপাকিভাবে কার হাতে দেওয়া হবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। দলের অনেকেই উৎপল ভাদুড়িকে পুর চেয়ারম্যান পদে এগিয়ে রাখছেন। তবে, তৃণমূলের একাংশ জানিয়েছে, কোনও মহিলা কাউন্সিলারের হাতেই যেতে পারে সেই দায়িত্ব। এখনও পর্যন্ত স্বপন চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেননি। তবে দল এবং নেত্রীর নির্দেশমতো কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

মাল পুরসভার পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীরা কড়া সমালোচনা করছে। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'তৃণমূলের এখন সবাই নেতা, তাই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটা খুব সহজ।' বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী বলেন, 'আমাদের দলের সভাপতির নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তবে তৃণমূলে স্বপন সাহা হয়তো দলের ঊর্ধ্বে। তাই দলের কাউন্সিলররা তাঁর হয়ে দরবার করছেন।' আইনজীবী সুমন শিকদার মনে করেন, স্বপনকে দলে ফেরালে মালবাজার শহরে তৃণমূলের নাম মুছে যাবে। শহরবাসী দুর্নীতিগ্রস্ত চেয়ারম্যান চান না, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির চেয়ারম্যান চান।

দগ্ধ নগরী। দাবানলে ভস্মীভূত হওয়ার পর লস অ্যাঞ্জেলেস সংলগ্ন এলাকা। শুক্রবার। - এএফপি

ভাঙা পড়তে পারে রাধিকা লাইব্রেরি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি শহরের রাস্তা সম্প্রসারণের প্রকল্প কেন্দ্রের অনুমোদন পেলে শহরের ৫৫০ থেকে ৬০০ দোকানপাট ও গ্যারাজ ভাঙা পড়বে বলে আশঙ্কা। ভাঙা পড়তে পারে কয়েকটি সরকারি, বেসরকারি কমপ্লেক্স এবং ১১৫ বছরের পুরোনো শহরের রাধিকা লাইব্রেরি। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরসভার বৈঠকের পর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের নতুন নকশার কথা শুনে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পুরসভার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আলোচনাসাপেক্ষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'আমরাই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বারবার এই দাবি জানিয়েছি। তেমন কোনও সমস্যা হবার কথা নয়। ডুয়ার্সের মানুষ উপকৃত হবেন। ট্রাফিক মোড়েই কিছুটা সমস্যা হবে। আমরা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের হয়ে পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা বলব।'

মালবাজার থেকে ময়নাগুড়ি শহর হয়ে ধূপগুড়ির দিকে গিয়েছে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। শহরের দাড়িভেজা মোড় থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত আনুমানিক চার কিলোমিটার রাস্তা সাত মিটার থেকে বাড়িয়ে দুটি সার্ভিস রোড সহ ২১ মিটার চওড়া করার পরিকল্পনা রয়েছে। ময়নাগুড়ি শহরে দাড়িভেজা মোড় থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা সাত মিটার থেকে বাড়িয়ে দশ মিটার, এরপর দুই পাশে পাকা রেলিং দিয়ে দু'দিকে আরও সাড়ে পাঁচ মিটার চওড়া দুটি সার্ভিস রোড নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

করলা সেতুতে অ্যাপ্রোচ রোড

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়ায় করলা নদীর ওপর অর্ধসমাপ্ত সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করবে পুরসভা। সেতুর দু'পাশে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করতে কত টাকা খরচ হতে পারে তার একটা রিপোর্ট তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে পুরসভা। শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে সেতু সংযোগকারী রাস্তা তৈরির জন্য। শুক্রবার শহরের পেড পার্কিং জোনের জন্য জায়গা চিহ্নিতকরণ করতে গিয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় অর্ধসমাপ্ত সেতুটিও পরিদর্শন করেন। সেইসঙ্গে দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেন সেতু সংযোগকারী রাস্তা তৈরি করতে কত টাকা খরচ হবে তার রিপোর্ট জমা দিতে। সৈকত বলেন, 'অনেক বছর ধরে সেতুটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দুই পাশের সেতু সংযোগকারী রাস্তা পুরসভা তৈরি করবে। আর কারও জন্য আমরা অপেক্ষা করব না। শীঘ্রই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে।' পুরসভার বাস্তুকার যশোপ্রকাশ দেবদাস বলেন, 'সেতু সংযোগকারী রাস্তা তৈরির কাজ পুরসভা খুব সহজেই করতে পারবে। এই কাজ করতে আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা লাগতে পারে। এই কাজ করতে সঠিক কত টাকা লাগবে তার হিসেব কষার কাজ আমরা শুরু করেছি।'

আজ থেকে প্রায় ১৭ বছর আগে বাম জমানায় শহরের যানজট রুখতে করলা নদীর ওপর ওই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল এসজেডিএ। সেই সময় সেতু তৈরি হলেও জমিজটে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেতুটির একদিকে রয়েছে পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজপাড়া। অন্য প্রান্তে পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতালপাড়া ডিপো। রাজ্যে পালাবদলে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও সেতুর কাজ শেষ করা নিয়ে এসজেডিএ'র তরফে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিবারই রাস্তা তৈরির জন্য জমিজট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তা তৈরির জন্য জমিজট মূল বাধা

১৭ বছর পর
- অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করতে কত টাকা খরচ হতে পারে তার একটা রিপোর্ট তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে পুরসভা
- শীঘ্রই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে বলে পুরসভা জানিয়েছে
- ফলে বছরের পর বছর ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেতুটি
- প্রতিবারই রাস্তা তৈরির জন্য জমিজট বাধা হয়ে দাঁড়ায়

হয় হাসপাতালপাড়ার দিকেই। যে রাস্তা সেতুর সঙ্গে যুক্ত হবে তা যথেষ্টই সংকীর্ণ। এসজেডিএ চাইছিল ওই রাস্তাটিকে চওড়া করতে। সেক্ষেত্রে জমিজট কাটাতে পুরসভা এবং জেলা প্রশাসন উভয়েই হস্তক্ষেপ করে। রাস্তা চওড়ার জন্য হাসপাতালপাড়ার ডিপোর কিছু বাড়ির সামনের অংশ ভাঙা পড়বে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সেইমতো এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসে এসজেডিএ এবং জেলা প্রশাসন।

এরপর দশের পাতায়

'আমি মানুষ, ভগবান নই'

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : মাত্র আট মাসের ব্যবধানে সুর বদল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতবছর অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের সময় বারাণসীতে নির্বাচনি প্রচারের ফাঁকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু আট মাস পর সেই অবস্থান পালটে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি তো সামান্য মানুষ মাত্র। কোনও ভগবান নই।' শুক্রবার একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে প্রথমবার অতিথি হিসেবে যোগদান করেন মোদি। জেরোধার সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পিপল বাই ডব্লিউটিএফ পডকাস্ট সিরিজে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভুলত্রুটি হয়। আমারও হয়েছে। আমিও তো মানুষ। দেবতা তো নই। মানুষ বলেই ভুল হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনও ভুল করিনি।' এদিন নিজেকে সামান্য মানুষ বলে আখ্যা দেওয়ার পর মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনার পারদ আরও চড়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মাত্র আট মাস আগে নিজেকে নন-বায়োলজিক্যাল তকমা দিয়েছিলেন এই মানুষটি। এটা আক্ষরিক অর্থে ড্যামেজ কন্ট্রোল।'

» বিস্তারিত নয়ের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

নতুন মুখের খোঁজে নিষ্ফল মাথা কোটে রাম, বাম

গৌতম সরকার

তরুণ মুখ চাই। লাও তো বটে, তারুণ্য কি আর কেনা হয়!

আরও সদস্য চাই। চাইলেই সদস্য পাওয়া যায় নাকি!

দেখে-শুনে রবীন্দ্রনাথের গানটা মনে পড়ে... তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই!

'মনোহরণ চপলচরণ' তারুণ্যে ভরা সোনার হরিণের বড় অভাব!

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।' নেতৃত্বে তারুণ্য খুঁজছে সিপিএম। বিজেপি হন্যে এক কোটি সদস্যের খোঁজে।

জাঁকিয়ে শীত বাংলায়। ঠান্ডায় স্নান করছে গঙ্গাসাগর। দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা শূন্য। শীত মানে পিঠের গন্ধ। দুয়ারে পৌষ সংক্রান্তি। শীত মানে ইংরেজি নববর্ষ। শীত মানে বসন্তের পদধ্বনি। শীত মানে আগামীর শপথ। সেই শপথ নিতে সিপিএমে এখন সম্মেলন পরব। ব্রাঞ্চ থেকে শুরু। এরিয়া, জেলা, রাজ্য হয়ে পার্টি কংগ্রেসে শেষ হবে। দীর্ঘ সম্মেলন যাত্রা। নতুন কমিটি। নতুন নেতৃত্ব। আর বার্ধক্যের স্থবিরতা নয়। প্রাণচঞ্চলতা চাই। নতুন রক্ত চাই। তাজা প্রাণ।

সিপিএমে থাকতে রেজ্জাক মোল্লা দলে কালো চুল বাড়ানোর সওয়াল করেছিলেন। তিনি সিপিএমে নেই। সিপিএম এখন কালো চুলের জন্য মরিয়া। কমিটিতে ৩১ বছরের ঊর্ধ্বে কত সদস্য রাখতে হবে, তার আইন হয়েছে। শুধু আইন দিয়ে কি হয়! হয় না। সিপিএমের সদ্য কলকাতা জেলা সম্মেলনের রিপোর্ট তার অকাট্য প্রমাণ। ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১৫-তে দলে ৩১ বছরের নীচে সদস্য ছিল ৪.৬ শতাংশ। ২০২৪-এ হয়েছে ৪.৩ শতাংশ।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আবার চুল ছেঁড়ার অবস্থা। দলটা সবেতেই বিশ্বগুরু হতে চায়। দেশকে বিশ্বগুরু বানাতে চায়। প্রধানমন্ত্রী নিজে বিশ্বগুরু হতে চান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দলের তকমাটা ধরে রাখতে চায়। তাহলে বাংলায় এমন ছন্নছাড়া দশা থাকলে কী চলে! সদস্য সংগ্রহের মেয়াদ

এরপর দশের পাতায়

ছুটি নেই। স্কুল শেষ হওয়ার পর বাড়ি যাওয়ার আগে হোমওয়ার্ক করে রাখতে হবে। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে।

সীমান্তে বেড়া গ্রামবাসীর

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সীমান্তের উত্তেজনার মাঝে এ এক অন্য চিত্র দেখল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি থানার ১৩৫ খরখরিয়া এলাকা। খোলা সীমান্ত হওয়ায় অনুপ্রবেশ থেকে গোরু পাচারের রমরমা এখানে। শুধু তাই নয়, খোলা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে এপারে এসে ভারতীয়দের ফসল কেটে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। কখনও জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ খরখরিয়া এলাকার বাসিন্দারা। এই সমস্যার সমাধানে কৃষকরা এর আগে বিএসএফের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। বিএসএফ সেখানে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু বিজিবি'র বাধায় বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এবার কৃষকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। শুক্রবার নিজেরাই অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়ার সামগ্রী কিনে এনে একেবারে জিরো পয়েন্টে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করলে বিজিবি ফের বাধা দেয়। কিন্তু গ্রামবাসী সেই বাধা উপেক্ষা করেই বেড়া দেওয়ার কাজ করেন। সীমান্তে প্রায় দেড় থেকে দুই কিলোমিটার অস্থায়ী বেড়া দেন গ্রামবাসী। বেড়া দেওয়ায় বিএসএফ সরাসরি যুক্ত না থাকলেও কৃষকদের নিরাপত্তায় জওয়ানরা পাহারায় ছিলেন। গ্রামবাসীদের দাবি, ওই সীমান্তে আরও ২-৩ কিমি খোলা সীমান্ত রয়েছে। সেখানেও অস্থায়ী বেড়া দেওয়া হবে। বিএসএফের

উদ্যোগী বাসিন্দারা
- কুচলিবাড়ি থানার ১৩৫ খরখরিয়া এলাকায় খোলা সীমান্তের সুযোগে ভারতীয়দের ফসল কেটে নিয়ে যায় বাংলাদেশিরা
- বিজিবি'র বাধায় বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি
- অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়ার সামগ্রী কিনে এনে একেবারে জিরো পয়েন্টে বেড়া দেন সীমান্তের বাসিন্দারা

উত্তরবঙ্গের আইজি সূর্যকান্ত শর্মার বক্তব্য, 'সীমান্তে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষার জন্য আমরা বিজিবি'র সঙ্গে বৈঠক করেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ধূপঝোরায় হাতির সঙ্গে 'এলফি'

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : মাত্র ২০ টাকায় হাতিদের সঙ্গে সেলফি তোলার সুযোগ করে দিচ্ছে জলপাইগুড়ির গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পের পিলখানায় কুনকি হাতিদের সঙ্গে পর্যটকদের সেলফি তোলার এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে 'এলফি'। বন্যপ্রাণ বিভাগের জেনি, হিলারি, মাধুরী, ডায়নার মতো কুনকি হাতিদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা কাটানোর ফাঁকে নিজের মুঠোফোনে নিজস্বী তোলার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। চলতি শীতের মরশুমেই ধূপঝোরার এই এলফি জোনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।

ধূপঝোরায় বন্যপ্রাণ বিভাগের এলিফ্যান্ট ক্যাম্প রয়েছে। ডিসেম্বর থেকে বন্ধ থাকা কটেজগুলিও খুলে দেওয়া হয়েছে। ধূপঝোরায় এলিফ্যান্ট ক্যাম্পেই রয়েছে কুনকি হাতিদের পিলখানা। এখানেই বন দপ্তরের মাহুত ও পাতাওয়ালাদের তত্ত্বাবধানে থাকে মাধুরী, হিলারিরা। প্রতিদিন জঙ্গলে টহল দিয়ে কলা গাছ সংগ্রহ করার পর নদীতে স্নান করিয়ে তাদের পিলখানায় নিয়ে আসা হয়। অনেক সময় পিলখানাতেই কুনকিদের স্নান করিয়ে দেন মাহুতরা।

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে কুনকিদের নদীতে স্নান করানোর সময় পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি ছিল। একসময় হাতিকে স্নান করাতেও পারতেন পর্যটকরা। কিন্তু সেসব এখন বন্ধ। পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল হাতিকে স্নান করানো। তা বন্ধ থাকায় পর্যটকদের কথা ভেবে এবার এলফি জোনের ব্যবস্থা করেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বন দপ্তরের এই উদ্যোগ খুবই আকর্ষণীয় হবে। যে কোনও পর্যটক ধূপঝোরায় গিয়ে মাত্র ২০ টাকায় এন্ট্রি নিয়ে হাতিদের সঙ্গে পিলখানার সামনে থেকে সেলফি তুলতে পারবেন।'

এই পিলখানাতেই হাতিদের সঙ্গে সেলফি জোন হবে।

পিলখানার কাছে হাতিদের থেকে কিছুটা দূরত্বে দেওয়া হয়েছে ব্যারিকেড, যাতে কুনকির সামনে কোনও পর্যটক যেতে না পারেন। এই ব্যারিকেডের মুখেই বেশ কয়েকটি সেলফি জোন। এলিফ্যান্ট ও সেলফি শব্দ দুটিকে মিলিয়ে এই জায়গার নামকরণ করা হয়েছে 'এলফি জোন'।

আপাতত পিলখানার সামনে ব্যারিকেড ও এলফি জোন তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেছে বন্যপ্রাণ বিভাগ। সকালের একটা নির্দিষ্ট সময় নাকি দুপুরের দিকে এলফি জোনে যাওয়ার অনুমতি মিলবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। একসঙ্গে কতজন পর্যটক এলফি জোনে যেতে পারবেন, তাও খুব শীঘ্রই জানিয়ে দেবে বন দপ্তর।

আপাতত নিষিদ্ধ বক্সায় রাত্রিবাস

রিমি শীল ও অসীম দত্ত

কলকাতা ও আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : ভরা পর্যটন মরশুম। কিন্তু আরও অন্তত ১৮ দিন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনে রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। খোলা যাবে না হোমস্টে, রিসর্ট কিংবা বাংলোর দরজা। হাইকোর্টের মন্তব্যে ওই বনে রাত্রিবাসে নিষেধের মেয়াদ বৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে মনে হচ্ছে। হোমস্টে, রিসর্ট খুলতে সক্রিয়তার জন্য রাজ্য সরকারকে কার্যত ভর্ৎসনা করেছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বাঘ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট জঙ্গলে কীভাবে পর্যটন ভিলেজ তৈরি করা হল? সেখানে পাথর ভাঙা হচ্ছে। এসব কি রাজ্যের ভেবে দেখার প্রয়োজন নেই?' তীব্র ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, 'ওই এলাকা ফেলে রেখেছেন কেন? ওখানে নির্মাণ ব্যবসা শুরু করে দিন।' তারপরই আদালত নির্দেশ দেয়, 'সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারকে। ওই এলাকায় কাজ করা বন্ধ করুন। কোনও নির্মাণ থাকলে সরিয়ে দিন।'

১৮ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত বক্সা বনে রিসর্ট, হোমস্টে, বাংলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় শুক্রবার। মূল নিষেধাজ্ঞাটি ছিল জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনালের। তা সত্ত্বেও অবাধে পর্যটকদের রাত্রিবাস চলছিল একটি স্থগিতাদেশের সুযোগ নিয়ে। হাইকোর্ট সেই আদেশ তুলে নেওয়ায় বড়দিনের ছুটির আগে ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবার হোমস্টে, রিসর্ট বন্ধের নোটিশ দেয় বন দপ্তর। সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা করেছিল হোমস্টে, রিসর্ট মালিকদের সংগঠন, শুক্রবার তারই শুনানি ছিল।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সীর বক্তব্য, 'শুনানি আমাদের পক্ষেই গিয়েছে। কিন্তু আরও ১৮ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এটা পর্যটনের মারাত্মক ক্ষতি।' হোমস্টে মালিকরা রাখঢাক না রেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

হোমস্টে, রিসর্টের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই

রাজাভাতখাওয়ার হোমস্টে মালিক ফ্রান্সিস টোপ্পো বলেন, 'গোটা পর্যটনের মরশুমে আমাদের ক্ষতি হয়েছে। আরও ১৮ দিন অপেক্ষার পরেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলে পথে বসে পড়ব।'

জয়ন্তীর একটি হোমস্টে মালিক জগদীশ ওরাওঁয়ের কথায়, 'ভরা মরশুম শুখা কাটাতে হল। আমার হোমস্টের ৭ জন কর্মীকে বেতন দিতে পারছি না।' মূল মামলাটি হয় পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের আবেদনের ভিত্তিতে।

এরপর দশের পাতায়

রসিকবিল চিড়িয়াখানা নিয়ে আশার আলো

রামসার সাইটে জুড়তে পারে নাম

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১০ জানুয়ারি : কোচবিহারে শুক্রবার রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিদল এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শনের পর রসিকবিলকে রামসার সাইটে অন্তর্ভুক্ত করার আশা দেখছে বন দপ্তর। রামসার সাইটে রসিকবিলের নাম অন্তর্ভুক্ত হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে সেটি। পাশাপাশি এলাকাবাসীর জীবনযাত্রারও উন্নতি ঘটবে।

স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান অপূর্ব সরকার বললেন, 'রসিকবিল পর্যটনকেন্দ্র দেখে আমরা খুশি। বেশ কিছু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার। বন দপ্তরের তরফে কয়েকটি দাবি জানানো হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'এর আগে রসিকবিলকে রামসারে অন্তর্ভুক্তের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। সেইমতো আমরা আবার মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব। এছাড়া, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে রসিকবিলের উন্নয়নে বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ করা হবে।'

তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং জেলা বন দপ্তরের সহযোগিতায় রসিকবিল মিনি জু-কে নতুন রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সময়ে কচুরিপানা পরিষ্কার হওয়ায় এবছর অনেক পরিযায়ী পাখি এসেছে।

বিভিন্ন দেশের জলজ পরিবেশের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে রামসার সাইটের স্বীকৃতি মেলে। রসিকবিলে বিলুপ্তপ্রায় গাছ এবং জলজ প্রাণী রয়েছে। তাই সেগুলিকে সংরক্ষণের জন্য রামসার সাইটে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এর জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সুপারিশ করলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই অনুমোদন মিলতে পারে বলে ধারণা বন দপ্তরের।

তখন ইউনেসকো রসিকবিলের জলজ প্রাণী ও জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করবে। এদিন মূলত পাবলিক আন্ডারটেকিংস পরিকল্পনা নিয়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকে রসিকবিল মিনি জু পরিদর্শনে যান বিধানসভার চার বিধায়কের একটি প্রতিনিধিদল। বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজি আবদুল রহিম, দক্ষিণ কাঁথির অরূপকুমার দাস, শিলিগুড়ি-ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির শিখা চট্টোপাধ্যায় এবং কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার। শাসক এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধিরাও কমিটিতে রয়েছেন।

দলের সদস্যরা রসিকবিলের জলাশয়, জঙ্গল, ঘড়িয়াল উদ্ধারকেন্দ্র, হরিণ ও চিতাবাঘের এনক্লোজার এমনকি পাখিরালয় ঘুরে দেখেন। বনকর্মী এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন রসিকবিলে বিধায়কদের সংবর্ধনা জানান কোচবিহার জেলা বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এডিএফও বিজনকুমার নাথ সহ রেঞ্জ অফিসার রানা রহমান।

চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখছে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিদল।

> রসিকবিলকে রামসারে অন্তর্ভুক্তের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এটি দেখে আমরা খুশি। এর পরিকাঠামো উন্নয়নে বিধানসভায় রিপোর্ট পেশ করা হবে।
>
> **- অপূর্ব সরকার,** *চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডিং কমিটি*

হাজিরা এড়ালেন নিখিলরঞ্জন

কোচবিহার, ১০ জানুয়ারি : কলকাতায় এমএলএ হস্টেল সংক্রান্ত ঘটনায় ফের হাজিরা এড়ালেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। গত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেক্সপিয়র সরণি থানাতে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি হাজিরা এড়ান। তদন্তকারী অফিসারকে তিনি জানান ৭ জানুয়ারির পর তিনি হাজিরা দিতে পারবেন। শুক্রবার তিনি ফের জানিয়ে দেন, 'আমি এখন ব্যস্ত রয়েছি। ২০ জানুয়ারির পরে হাজিরা দিতে পারব।'

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited vide eNIT No.-24(e)/BDO/K-I of 2024-2025, Date-08.01.2025 by the BDO, Kaliachak-I Dev. Block, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. Of West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in** for details. Last date of submission 23.01.2025 upto 15:00 hours.
Block Development Officer
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB/BLOCK/BDO/17/MATIALI/2024-25
Last date of online bid submission: 10-01-2025 at 12:00 hrs.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in .
Sd/-
Block Development Officer
Matiali, Jalpaiguri

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide e-NIT No. e-NIT No: **BANARHAT/BDO/NIT-004/2024-25.** Last date of online bid submission **24/01/2025 Hrs 06:00 P.M.** respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO, Banarhat Block

e-TENDER NOTICE
Tender Reference No.
CGEC/NIT-16(a)/2024-25,
CGEC/NIT-16(b)/2024-25,
CGEC/NIT-16(c)/2024-25,
CGEC/NIT-16(d)/2024-25,
CGEC/NIT-16(e)/2024-25
Conduction of 5 (Five) No.s of Nirman Sahayak Programmes. For details visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- (Dr. Prabal Deb)
Principal
Cooch Behar Government Engineering College

মালিগাঁওএ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেবার প্রদান
ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০২ তারিখঃ ০৬-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিসম্পন্ন ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। টেন্ডার নং. সিইসিওএন/বি-এইচপিএম/২০২৪/১৪। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) বালুরঘাট-হিলি নতুন ব্রডগেজ রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বালুরঘাট-কামারপাড়া খণ্ডের (দৈর্ঘ্যঃ ১৩.৭৮৭ কিলোমিটার) নতুন সিঙ্গল ব্রডগেজ লাইনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, বৈদ্যুতিকরণ কাজ এবং সিগন্যালিং কাজের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেবার প্রদান। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৬৪,৫৮,২৩৯.২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩২,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০২-২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ শাখা)
"গ্রাহকদের প্রাথমিক পরিষেবায়"

নিউ বঙাইগাঁওয়ে বড় সংস্কারের কাজ
টেন্ডার নং.: আইএনএমএ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউ-৫৫৭, তারিখঃ ০৮-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম: সিএসডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙাইগাঁওয়ে ১৪০০ এইচপি সিডিএল এবং বিএইচইএল -এর তৈরি ট্র্যাকশন মোটরের বড় আকারের সংস্কারের কাজ, পরিমাণ-৭৮টি। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৪,৫৫,৩৬,১৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৭৭,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিডব্লিউএম, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেন্ডার নং. এন_১১_এইচকিউ_আইডিএস_২০২৪-২৫ এর জন্যে সংশোধনী নং. ১
টেন্ডার নোটিস নং. এন.১১.এইচকিউ.২০২৪-২৫। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া মণ্ডলে সুরক্ষা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে ট্র্যাকিং এবং লেভেল ক্রসিং এলার্টের সঙ্গে হাতীর চলাচল সনাক্তকরণের অর্থে হস্তী অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। সংশোধনীর বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।
মহাপ্রবন্ধক (এসএণ্ডটি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের প্রাথমিক পরিষেবায়"

TENDER NOTICE
Sealed and superscribed tenders are invited for sale of 35 litchi trees for one year from bonafide merchants. For details visit **ctri.icar.gov.in**
Sd/-
Head, ICAR-CTRI
Research Station Dinhata, Cooch Behar

Distribution of Shop
Applications are invited from interested person/entities/institutions/companies within Rajganj Block area for distribution of shop (General & IMDP) in front of Rajganj Panchayat Samiti. Last date of issue of application form to the eligible applicant is on 16.01.2025 upto 05.00 pm. Details will be available on all working days from 11:00 am to 05:00 pm at the office of the undersigned.
Sd/- Prasanta Barman, W.B.C.S. (Exe.), Executive Officer
Rajganj Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৮৩-১৮৭-এমএলডিডি-২৪-২৫, তারিখ ০৭.০১.২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রমিক নং ১. টেন্ডার নং ১৮৩-এমএলডিডি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-২ শাখায় ... টেন্ডার মূল্যমান : ১,৪১,২১,০০৭.১৮ টাকা। ক্রমিক নং ২. টেন্ডার নং ১৮৪-এমএলডিডি-২৪-২৫। ... টেন্ডার মূল্যমান : ১,১২,৮৮,৬৬৮.৪৪ টাকা। ক্রমিক নং ৩. টেন্ডার নং ১৮৫-এমএলডিডি-২৪-২৫। ... টেন্ডার মূল্যমান : ২,৮৮,৪৩,১৫৬.৫৮ টাকা। ক্রমিক নং ৪. টেন্ডার নং ১৮৬-এমএলডিডি-২৪-২৫। ... টেন্ডার মূল্যমান : ১,৮২,৮২,০৭০.৫১ টাকা। ক্রমিক নং ৫. টেন্ডার নং ১৮৭-এমএলডিডি-২৪-২৫। ... টেন্ডার মূল্যমান : ১,৮৩,৫৮,২০৬.৪২ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৯.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিডি। (MLD-187/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৬৩, ১৮২-এমএলডিডি-২৪-২৫, তারিখ ০২.০১.২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রমিক নং ১. টেন্ডার নং ১৬৩-এমএলডিডি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/জামালপুর-২-এর জামালপুর-কিউল শাখায় সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ পিকিউআরএস ও ম্যানুয়াল দ্বারা আপ/এল-তে ৩৮৪.৯০০-৩৮৮.৪০০ = ৩.৫ কিমি সিটিআর(পি), সিটিআর(এস) ৯ টিকেএম, টিআরআরএস ৪.৪৮১ টিকেএম কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,৫০,২৬,৫৫১.২৫ টাকা। ক্রমিক নং ২. টেন্ডার নং ১৮২-এমএলডিডি-২৪-২৫। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি প্রণালী দ্বারা রেল জয়েন্টের ওয়েল্ডিং ও পরিদর্শনের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১৬,৯১,৬৪৫.৮০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৮.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/ এমএলডিডি। (MLD-188/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Tender Notice
E-tenders are invited for : Installation of leaded Doors and taking out Ventilations from X-Ray Unit, Kalimpong District Hospital. Rambi Rural Hospital & Pedong Rural Hospital, Kalimpong, GTA. (Tender ID : 2025_HFW_798826_1; 2025_HFW_798826_2; 2025_HFW_798826_3) (Last Date : 18.01.2025) within 05:00 PM.
For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong
Email : cmohkalimpong@gmail.com
Sd/-
CMOH & member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের এনএটি, ডিজিএলই, এসপিএলই, এসবিও ও এনআইএলই রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : পার্কিং-২০২৫-০২। ক্র.নং., লট নং, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো : (১) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, এনএটি। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-৬৪-২৪-১, ডিজিএলই। (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-৬৫-২৪-১, ডিজিএলই। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১, এসপিএলই। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিও-এমএক্স-৩৫-২৩-১, এসবিও। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, এনআইএলই। অকশন শুরু : ২৫.০১.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-189/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর রেলওয়েতে নতুন যমুনা ব্রিজ নির্মাণের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ
উত্তর রেলওয়েতে দিল্লি ডিভিশনের দিল্লি ও দিল্লি শাহদরা স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং ২৪৯-এর পরিবর্তে নতুন যমুনা ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের জন্য, ২১.০১.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) ০০.১৫ ঘঃ থেকে ১০.১৫ ঘঃ পর্যন্ত ১০ ঘণ্টার পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক প্রয়োজন, যা ১৫৬৫৭ ডাউন দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল এবং ০৪৩০৪ আপ দিল্লি-বারেলি প্যাসেঞ্জার পাস করার পর শুরু হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে : • পথ পরিবর্তন : (১) ১২৩১২ কালকা-হাওড়া নেতাজী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে আদর্শ নগর দিল্লি-নিউ দিল্লি-তিলক ব্রিজ-সাহিবাবাদ হয়ে চলবে, (২) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে সাহিবাবাদ-তিলক ব্রিজ-নিউ দিল্লি-দিল্লি হয়ে চলবে এবং (৩) ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-বঠিণ্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে সাহিবাবাদ-তিলক ব্রিজ-নিউ দিল্লি-শকুর বস্তী হয়ে চলবে। • নিয়ন্ত্রণ : ১২৩৭১ হাওড়া-বীকানের এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০১.২০২৫) মোরাদাবাদ ডিভিশনে ০১ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NOTICE
E-tender for the supply of Dietary, Bedding- Clothing and others for Subhayan Home for Boys, Balurghat, Dakshin Dinajpur has been published Vide NIT No 10/SUBHAYAN/2025 to 17/SUBHAYAN/2020, Dated 08/01/2025 For further details visit **www.wbtenders.gov.in and www.ddinajpur.nic.in.**
Sd/-
Superintendent
Subhayan Home for Boys
Balurghat, Dakshin Dinajpur

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tenders are invited from eligible contractors / agency for Construction of 100MT. Storage Godown at Naya Basti S.K.U.S LTD., Dist. Darjeeling. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
General Manager (Admin)

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No-. 18 (2024-25) Memo No-19/PS, Dated-09.01.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 17.01.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
E.O
Blg. P.S

Spoken English
ক্লাসে/বাড়িতে খুব সহজে ইংরেজি বলা শিখুন। স্টুডেন্ট/চাকরিজীবী/গৃহবধূদের জন্য দুর্দান্ত কোর্স। 86375-28788. (C/114317)

কর্মখালি
আবাসিক বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য প্রিন্সিপাল,হস্টেল সুপার, সায়েন্স, B Tech, BCA, এরাবিক টিচার প্রয়োজন। বুনিয়াদপুর, দঃ দিনাজপুর, Ph. 9775929069. (C/114330)

অ্যাফিডেভিট
আমার নাম আধার কার্ডে (398647058051) ভুলবশত সঞ্চিতা রায় লেখা হয়েছে। ২৯-১০-২৪ আলিপুরদুয়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অ্যাফিডেভিট বলে জানাচ্ছি আমার প্রকৃত নাম সংগীতা রায় পিতা সুকাতু রায়, ঠিকানা পশ্চিম খয়েরবাড়ি, রাঙালিবাজনা, মাদারিহাট, জেলা আলিপুরদুয়ার। সঞ্চিতা রায় এবং সংগীতা রায়, পিতা সুকাতু রায় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (B/S)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং AS 14 20020020945 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27-12-24, সদর, কোচবিহার। E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dwipendranath Tekarshali এবং Dwipendra NT Teko, S/o. Dwijendra Nath Tekarshali @ Rashlin Teko এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পূর্ব গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/113158)

নোটারি (সদর) কোচবিহার, পঃবঃ তাং 10-01-25 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Suparna Das Mandal এবং Suparna Das, Spouse of Service No. 6386476X, Rank Ex-NK, Late Bhabatosh Das, Suparna Das Mandal এবং Suparna Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্মের তারিখ 08-03-1973-এর পরিবর্তে 01-01-1978, শৌলমারী, পোঃ নাজীরহাট,থানা-সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার, পিন- 736134. (C/113161)

আমার পুত্র Sayan Sarma, Madhyamik Registration Certificate No. 2231-026710, Admit Card, Pass Certificate, Marks Sheet এ আমার Middle Name ভুল থাকায় গত ইং 02.01.25 আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে Affidavit বলে আমি Dilip Kumar Sarma এবং Dilip Sarma এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Vill+P.O.-Dakshin Nararthali,P.S- Kumargram, Dist. Alipurduar, 736202. (P/S)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০১৮/২৪-২৫, তারিখ : ০৭-০১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : এনজে২৪৫১২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ২৮-০১-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: ইএমডি পার্ট নং. ২২১০৯৩৫৯ অনুযায়ী ফুয়েল পাম্প মোটর সমাবেশের জন্য গ্রিন টেক পার্ট নং. ৮৯২৪৫৬৭ অনুসারে গ্রিন টেক দ্বারা তৈরি ইনস্টলেশনের জন্য মজুরি কিট সরবরাহ এবং স্থাপন।
প্রাপক: এসএসই/ডি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর। পরিমাণ:- ১০০টি।
দ্রষ্টব্য : টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডারের নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটটি (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। উপরোক্ত টেন্ডারে আগ্রহত করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

র‍্যাপটরস বিকেল ৫.৩৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ কি করে তোকে বলবো, সন্ধে ৭.২৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ১০.০৫ হিরো

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সুইৎজারল্যান্ড, দুপুর ২.৩০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.০০ বাবা কেন চাকর, রাত ৯.৩০ দাদার কীর্তি, ১২.০০ বাঞ্ছারামের বাগান

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ নায়ক-দ্য রিয়াল হিরো, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.৩০ অন্নদাতা, রাত ১০.৩০ দুজনে, ১.০০ চার অধ্যায়

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঘিনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহাগুরু

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ স্টুডেন্ট নম্বর ওয়ান

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.১৫ আজব গজব লভ, দুপুর ২.০০ আজহার, বিকেল ৪.৩০ বাদশাহ পহেলওয়ান, সন্ধে ৬.৪৫ বাদভ রাসকাল, রাত ৯.০০ বিবি নম্বর ওয়ান, ১১.৪৫ চার্মস বন্ড

মুভিজ নাও : দুপুর ১২.৩৫ রকি-থ্রি, ২.১৪ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, বিকেল ৪.১৪ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, ৫.৪১ সল্ট, সন্ধে ৭.১৯ লেক প্লাসিড ভার্সাস অ্যানাকোন্ডা, রাত ৮.৪৫ ইনটু দ্য ব্লু

বেপরোয়া দুর্গা কি জানতে পারবে ওর আসল পরিচয়?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০
জি বাংলা

বাদশা- দ্য ডন
রাত ৯.৩০ **কালার্স বাংলা**

দাদার কীর্তি
রাত ৯.৩০ **জি বাংলা সিনেমা**

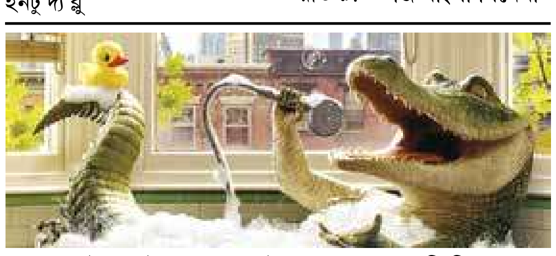
লাইল লাইল ক্রোকোডাইল রাত ৯.০০ **সোনি পিক্স**

এনজেপিতে অপরাধে জড়াচ্ছে কাঙালিদের একাংশ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ট্রেনে সফর অনেক সময়ই হয়ে ওঠে চিন্তার। যেমনটা হল কোচবিহারের মানিক শিকদারের সঙ্গে। তাঁর ব্যাগ খোয়া যায়। অভিযোগ, সেই চুরির পিছনে রয়েছে এক নাবালক 'কাঙালি'। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি কিংবা মালদার ট্রেন রুটে এক ছবি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্দেহের তির ওই কাঙালিদের দিকে। একাধিক চুরি, মাদক পাচারে জড়িয়ে পড়ছে কাঙালিদের একাংশ।

কামরা সাফাই করে একদল নাবালককে টাকা চাইতে দেখা যায়। স্থানীয়দের কাছেই ওরাই 'কাঙালি' নামে পরিচিত। কীভাবে ওই খুদেদের একাংশ অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ছে তা ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে মাদক পাচারে এই কাঙালিদের ব্যবহার করছে দুষ্কৃতীরা। সম্প্রতি বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে আসার কাজে জড়িয়েছে এনজেপির কাঙালিদের একটি দল। জিআরপির এক আধিকারিকের কথায়, 'বহুদিন থেকেই এই সমস্ত শিশু ও নাবালকের দেখভালের ব্যবস্থা করছে জিআরপি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বাইরের জগতে ওদের মন বসে যাওয়ায় সুশৃঙ্খল বন্দি জীবনে ফিরতে চাইছে না।'

মানিক জানালেন, দিনকয়েক আগেই ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেসে চেপে মালদা যাওয়ার সময় তাঁর ব্যাগ খোয়া যায়। তাঁর দাবি, ওই ব্যাগ চুরির পিছনে এনজেপি স্টেশনের এক কাঙালি রয়েছে। ওই ঘটনার কয়েকদিন পরে ট্রেনের জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মোবাইল নিয়ে দৌড়ে পালায় আরেক নাবালক। ফোনের মালিক এনজেপি জিআরপি-আরপিএফে অভিযোগ জানালে এক নাবালককে চিহ্নিত করা হয়। ওই নাবালকটি একটি দোকানে ফোনটি বিক্রি করেছে বলে জানায়। অপরাধে যুক্ত এই কাঙালিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনকে আরও তৎপরতা দেখাতে হবে বলে রেলযাত্রীদের মত।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলেও মায়ের হস্তক্ষেপে মিটে যাবে। বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে। **বৃষ :** আজ দুপুরের মধ্যে আশাতীত সুসংবাদ পাবেন। মশলাদার খাবার থেকে দূরে থাকুন। **মিথুন :** ভোগ বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **কর্কট :** রাগ সংবরণ করুন। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এখনই মিটবে না। সন্ধের পর ভালো খবর পাবেন। **সিংহ :** কর্মক্ষেত্রে আজ নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। ডায়াবিটিসের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা এখন বাদ দিন। একাধিক উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। **তুলা :** অলসতার কারণে আজ ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির যোগ। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তার কাছ থেকে প্রশংসা মিলবে। ব্যবসায় আজ লগ্নি করবেন না। **ধনু :** প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে গিয়ে ঝামেলা হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **মকর :** পারিবারিক কোনও সমস্যার কথা ভুলেও বন্ধুকে বলবেন না। লোহা, কয়লার ব্যবসায়ীরা আজ নতুন বরাত পেতে পারেন। **কুম্ভ :** উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। সংসারে বাড়তি খরচ মেটাতে নতুন কোনও আয়ের রাস্তা পেতে পারেন। **মীন :** আজ স্বজনদের মধ্যস্থতায় পারিবারিক বিরোধ মিটবে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ থাকবে। বিদ্যার্থীদের শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ২১ পৌষ, ১১ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৬ পুহ, সংবৎ ১২/১৩ পৌষ সুদি, ১০ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬। শনিবার, দ্বাদশী দিবা ৭।৪৪ পরে ত্রয়োদশী শেষরাত্রি ৬।৬। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১২।২৪। শুক্রযোগ দিবা ১২।৮। বালবকরণ দিবা ৭।৪৪ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৬।৫৫ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৬।৬ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।২৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১১।৫৭ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।২৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১১।৫৭ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৭।৪৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৭।৪৪ গতে দক্ষিণে, শেষরাত্রি ৬।৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪৫ মধ্যে ও ১।৬ মধ্যে ২।২৬ মধ্যে ও ৩।৪৬ গতে ৫।৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৪৬ মধ্যে ও ৪।৪৫ গতে ৬।২৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫১ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও ৩।৪০ গতে ৫।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৬ গতে ২।৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫৪ গতে ৩।৪৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাটিগাড়ায় নতুন বসতিতে উদ্বেগ

খোকন সাহা

মাটিগাড়ার একাধিক জায়গায় এমন বসতি নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

বাগডোগরা, ১০ জানুয়ারি : উদ্বেগ বাড়ছে মাটিগাড়ায়। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে নিত্যনতুন মুখের আনাগোনা। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির পর অনেকেই এই এলাকায় এসে নদীর চরের জমি কিনছেন। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের একাংশই মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের জমি পাইয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে এসেছে গোয়েন্দাদেরও। সূত্রের খবর, মাটিগাড়ার একাধিক এলাকায় রোহিঙ্গারা ঘাঁটি গাড়ছে বলেও অভিযোগ এসেছে গোয়েন্দাদের কাছে।

এক গোয়েন্দাকর্তা বলছেন, 'রোহিঙ্গাদের প্রবেশ সংক্রান্ত খবর আমরাও পেয়েছি। বিষয়টিতে নজর রাখা হচ্ছে। আমরা রিপোর্ট তৈরি করছি।' যদিও পুলিশের কেউ এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি (ওয়েস্ট) দেবাশিস বসুকে ফোনে ধরা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এমন কোনও খবর এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই।'

যত কাণ্ড মাটিগাড়াতেই। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি জমি দখল এবং বালি-পাথরের কারবার বন্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে নির্দেশ দিলেও অবাধে চলছে কারবার। সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে নদীর চর বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব চললেও কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিডিও বিশ্বজিৎ দাস অবশ্য বলছেন, 'ওখানে এমন হয়েছে বলে জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

দীর্ঘদিন ধরে মাটিগাড়ায় নদীর চর দখল করে রেখে বিক্রির একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির আগে ও পরে বেশ কিছু পরিবার মাটিগাড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কাছে চড়া দরে চর বিক্রি করা হয়েছে। তুলসীনগর, শিমুলতলা, লেনিন কলোনি, টাকলুবস্তি সহ গোটা চরটাই দখল হয়ে গিয়েছে। বালাসন সেতুর দক্ষিণে লেনিন কলোনিতে বেশ কিছু পরিবার বাঁশ, পলিথিন দিয়ে ছাউনি বানিয়ে বসবাস করছে।

এলাকটি মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। লেনিন কলোনির পঞ্চায়েত সদস্য ম্যাগডালিন দাস বলছেন, 'এখানে বেশ কিছু বাইরের লোকজন এসে বসেছে। এদের মধ্যে কিছু যাযাবরও আছে। শুনেছি, স্থানীয় এক নেতা টাকা নিয়ে ওদের বসিয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা ধীরেন পালও এ নিয়ে একমত। তাঁর কথায়, 'বাইরের লোকজন এসে এখানে বসবাস করছে। এক নেতাই এখানে এনে বসাচ্ছে।' যারা নতুন এসেছে এলাকায়, তাদের অনেকেরই ভাষা বোধগম্য হচ্ছে না স্থানীয়দের।

বালাসনের চরে কথা হচ্ছিল এক ব্যক্তির সঙ্গে। প্রথমে প্রশ্ন করায় উত্তর দিতে চাইছিলেন না। পরে জানালেন, তাঁরা উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন। কতদিন হল? এই প্রশ্নের উত্তরেও নীরব রইলেন তিনি।

এলাকাটিতে ৪০টির মতো অস্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'এর আগেও মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহার থেকে এমন খবর পেয়েছি। আসলে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রোহিঙ্গাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া।' তাঁর অভিযোগ, বালাসনের চর দখল করে বিক্রি করা, বাইরের লোক এনে বসানো, জাল নথিপত্র তৈরি করে দিচ্ছে শাসকদলের নেতাদেরই একাংশ।

যদিও এমন অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূলের মাটিগাড়া অঞ্চল সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মন। তাঁর পালটা দাবি, 'আমাদের দলের কেউ এসবে জড়িত নয়। কিছু সুবিধাবাদী এসব অবৈধ কারবার করে, নাম হয় তৃণমূলের।' তবে, তিনিও মেনে নিচ্ছেন, 'আমরা খবর পেয়েছি কিছু বাড়িঘর হয়েছে। অন্যায় মেনে নেওয়া হবে না। সে যে দলেরই হোক।'

স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষের বক্তব্য, 'সরকারি জমি দখল হয়ে থাকলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যুব নেত্রীকে জেরায় ডাক পুলিশের

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১০ জানুয়ারি : দিনহাটা পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাক পড়ল তৃণমূল যুবর শহর ব্লক সভাপতি মৌমিতা ভট্টাচার্যর। শনিবার দিনহাটা থানায় তাঁকে ডাকা হয়েছে। পাশাপাশি ওই দিন ডাকা হয়েছে সদ্য প্রাক্তন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীকেও। পুলিশ সূত্রে খবর, বিকেল চারটেয় দিনহাটা থানায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দিনহাটা থানার এক আধিকারিকের কথায়, 'তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন তথ্যের ভিত্তিতে যাদের যাদের নাম আসছে তাদের সকলকেই ডাকা হবে। সেই দিক থেকে শনিবারও দুজনকে ডাকা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে পুরসভার হেড ক্লার্ক জগদীশ সেন ও কোষাধ্যক্ষ সম্রাট দাস সহ দুজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মীকে ডাকা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলে টানা জিজ্ঞাসাবাদ।

দিনহাটায় বিল্ডিং প্ল্যান জালিয়াতি

সূত্রের খবর, সেখানেই বেশ কিছু নতুন তথ্য উঠে আসে তদন্তকারীদের হাতে। আর তার ভিত্তিতে ডাকা হচ্ছে তৃণমূল যুবর শহর ব্লক সভাপতি ও পুরসভার সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে। এর আগেও একবার গৌরীশংকরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও তৃণমূল যুবর শহর ব্লক সভাপতিকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? তবে তদন্তের স্বার্থে এখনই কিছু বলতে চাইছে না তদন্তকারীরা। তবে দিনহাটা থানার তরফে যে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন মৌমিতা। কেন তাঁকে ডাকা হল? প্রশ্ন করতেই মৌমিতার স্পষ্ট জবাব, 'আমি যে বিভাগে বসতাম সেখানে প্রায় সবাইকেই ডাকা হয়েছে, তাই হয়তো আমাকেও ডাকা হল।' তদন্তকারীদের সহযোগিতা করবেন? তিনি বলেন, 'অবশ্যই, তদন্তকারীরা যা জানতে চাইবে আমি যতটা জানি ততটা অবশ্যই জানাব তাদের। আগামীতে যদি আবারও ডাকা হয় তখনও যাব। আমি পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।'

উত্তরের শিকড়

ফাঁসির ইতিহাস বইছে ফাঁসিদেওয়া

একসময় ব্রিটিশরা এদেশে রাজত্ব করেছে। তবে তাঁদের কীর্তি 'ফাঁসিদেওয়া' নামটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। কাঞ্জার কালীবাড়ি এবং একটি বট গাছ সেই সাক্ষ্য বহন করছে। একসময় এই বট গাছের জায়গায় কাঁঠাল গাছ ছিল। বিভিন্ন অপরাধে জড়িতদের সাজা ঘোষণা হলে ওই কাঁঠাল গাছে ফাঁসি দেওয়া হত। সেই থেকে গোটা অঞ্চলের নাম 'ফাঁসিদেওয়া' বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস।

বট গাছের পাশে থাকা মাটির নির্মিত কালী মন্দিরটি এখন পাকা হয়েছে। তবে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের ভিতর ফাঁসিদেওয়া ইংরেজ আমলের ফাঁসির ইতিহাস বহন করছে। এছাড়া মহানন্দা নদীর পাড়ে গড়ে ওঠা সে যুগের বন্দরগছ এখনকার পুরোনো হাটখোলা। দেশভাগের আগে একসময় এই বন্দর হয়ে সকলে যাতায়াত করত।

ব্রিটিশ আমলে তৈরি কাঠের হাসপাতালটি এখন নেই। সেখানে বাড়ি গড়ে উঠেছে। শহর শিলিগুড়ি গড়ে ওঠার আগে ফাঁসিদেওয়াই ছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা। এখানে ব্যবসার জন্য গোরুর গাড়ি করে বাইরে থেকে বণিকরা আসতেন। এখনকার বিডিও অফিসের অদূরে ছিল ইংরেজ সৈনিকদের থাকার জায়গা।

শিলিগুড়ির এই গ্রামটি ব্রিটিশদের নির্মম সেই হত্যার ইতিহাস বহন করে চলেছে। কাজের সূত্রে কাঞ্জা নামে এক নেপালি ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন। তিনি বট গাছের পাশের কালী মন্দিরটি পাকা করেন। এরপর থেকে সেটি 'কাঞ্জার কালীবাড়ি' নামে পরিচিত।

এখন সেই মন্দিরটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতারের ভিতর চলে গিয়েছে। ফলে সংস্কারের সুযোগ কমেছে। ওপার বাংলায় অস্থির পরিস্থিতির জেরে কড়া নিরাপত্তায় এখন মন্দির দর্শন করা কঠিন। সেইসঙ্গে ইংরেজদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য কুখ্যাত সেই স্থানটিও ধীরে ধীরে ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে।

ডুয়ার্স উৎসবে কিশোর-কিশোরীদের জিমনাস্টিক প্রদর্শন। শুক্রবার। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ছাত্র নেতার নামে নালিশ এমজেএনে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ জানুয়ারি : চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা এখানকারই তৃণমূল ছাত্র নেতা সুস্মিত রায়ের বিরুদ্ধে আগেও একাধিকবার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার' চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর প্রভাব এতটাই ছিল যে, মাঝেমধ্যেই তিনি মেডিকেল ক্যাম্পাসে নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঢুকতেন। এবার সেই সুস্মিত সহ তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধেই হাসপাতালে নকল সরবরাহ এবং ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। সুস্মিতের পাশাপাশি অনল মুর্মু ও লিখন রায়ের নামে তিনজন পড়ুয়ার নাম উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষ তাঁদের ছবি সহ পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে।

এদিকে, শুক্রবার উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা কিছু পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ফের এমজেএন মেডিকেল

হইচই

- তৃণমূল ছাত্র নেতা সুস্মিত রায় ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে হাসপাতালে নকল সরবরাহ এবং ভাঙচুরের অভিযোগ
- সুস্মিতের পাশাপাশি অনল মুর্মু ও লিখন রায়ের নামে তিনজন পড়ুয়ার নাম উল্লেখ করে ছবি সহ পুলিশে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের
- শুক্রবার উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা কিছু পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ফের মেডিকেলে একটি শৌচালয় ভাঙচুরের অভিযোগ

কলেজ ও হাসপাতালের একটি শৌচালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। মেডিকেলে পরীক্ষা চলাকালীন প্রায় প্রতিদিনই বিশৃঙ্খলার ঘটনায় কর্তৃপক্ষ চাপে পড়েছে। তবে এতে পরীক্ষায় কোনও প্রভাব পড়েনি বলে তাদের দাবি। অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের কথায়, 'মেডিকেলে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি। আরও একটি শৌচালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ডাক্তারি পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে বারবার ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত সোমবার পরীক্ষায় নকল করায় পাঁচজন ডাক্তারি পড়ুয়ার খাতা বাতিলের পরই ছেলেদের একটি শৌচালয় ভাঙচুর করা হয়েছিল। এরপর একটি সিসিটিভি উধাও হয়ে যায়। শুক্রবার মেয়েদের একটি শৌচালয় ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। নকল সরবরাহ থেকে শুরু করে ভাঙচুর, প্রতিটির অভিযোগের তির গিয়েছে চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে। সুস্মিতদের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেওয়া, পরীক্ষায় নকল সরবরাহ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচিতে না গেলে একসঙ্গে চারটি বিষয়ে অনার্স পাওয়া ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সুস্মিত এমজেএন মেডিকেলের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের সাধারণ সম্পাদকের পদে রয়েছেন। উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা রাজীব প্রসাদ ও দীপায়ন বসুর অনুগামী বলে পরিচিত সুস্মিত সহ তাঁর কয়েকজন সহপাঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগ রয়েছে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, এর আগে নানা পরীক্ষায় সুস্মিতদের নম্বর বাড়ানোর জন্য অধ্যাপকদের কাছে 'উপরমহল' থেকে ফোন আসত।

কৃষ্ণর চেষ্টায় স্থগিত শিক্ষাকর্মী-আন্দোলন

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : অবশেষে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর হস্তক্ষেপে শুক্রবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা আন্দোলন তুলে নিলেন। বিধায়কের নির্দেশ পেয়েই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফ্লেক্স-ফেস্টুন খুলে নেন এবং ত্রিপল ভাঁজ করে রাখেন শিক্ষাকর্মীরা।

তিনি গত বৃহস্পতিবার তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবকুপার নেতৃত্বকে ডেকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে অবিলম্বে আন্দোলন তুলে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সেইমতো তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির জেলা সভাপতি তপন নাগ সাংবাদিক সম্মেলন করে আন্দোলন তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'বিধায়কের নির্দেশ মতো আন্দোলন তুলে নেওয়া হল। আশা করি, নতুন উপাচার্য আসলে সমস্যা মিটে যাবে।'

এদিন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, 'পঠনপাঠনের সমস্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করবেন না শিক্ষাকর্মীরা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে সুচারুরূপে পঠনপাঠন ও অফিসের কাজকর্ম শুরু হয় তার নির্দেশ দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাঁদের পড়াশোনায় দিনের পর দিন বিঘ্ন ঘটুক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থায় চলুক এটা ঠিক নয়। আন্দোলন উপাচার্যকে নিয়ে ছিল, উনি যেহেতু নেই, তাই আন্দোলন স্থগিত রাখলাম। আশা করি, নতুন উপাচার্য যোগ দেবে,সমস্যা মিটে যাবে।' এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস এদিন রেজিস্ট্রারের চেম্বারে সাংবাদিক সম্মেলন করার মাঝপথে আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা ঢুকে পড়লে বচসা তৈরি হয়। যদিও বেশিদূর এগোয়নি। দেবাশিসবাবু বলেন, 'আজ আমরা টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী রবিবারের মধ্যে শৌচাগারগুলি পরিষ্কার না হলে আমরা সোমবার নিজেরা শৌচাগার পরিষ্কার করতে নামব। পাশাপাশি ফলাফল প্রকাশ ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে উপাচার্য আসতে পারেন তার উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।'

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিধায়কের নির্দেশের পর তুলে নেওয়া হচ্ছে আন্দোলন। শুক্রবার।

পঠনপাঠনের সমস্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করবেন না শিক্ষাকর্মীরা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে সুচারুরূপে পঠনপাঠন ও অফিসের কাজকর্ম শুরু হয় তার নির্দেশ দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাঁদের পড়াশোনায় দিনের পর দিন বিঘ্ন ঘটুক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থায় চলুক এটা ঠিক নয়।

কৃষ্ণ কল্যাণী, *বিধায়ক, রায়গঞ্জ*

বেশ কিছু অধ্যাপক এস্টেট অফিসে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক সৌমেন সাহা বলেন, 'টিচার্স কাউন্সিলের বিশ্ববিদ্যালয়ের নন স্ট্যাটুটারি বডিতে কোনও বৈধতা নেই। অনিল ভুঁইমালি স্যর যখন উপাচার্য ছিলেন তখন এর কোনও বৈধতা দেননি, রেজিস্ট্রেশনও দেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কমিটি ১০ থেকে ১২ টা আছে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারের দাবি, 'শিক্ষাকর্মীদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমাদের সঙ্গে কারও কোনও বিরোধ নেই। বিধায়ক আমাকে ফোন করেছিলেন, উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগ নিয়েছেন। সেজন্য সাধুবাদ জানাই।'

আধুনিক চোরেদের নিয়ে ফাঁপরে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : সময়ের সঙ্গে আধুনিক হচ্ছে চোরেরাও! আর সেই আধুনিক চোরেদের বাগে আনতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে পুলিশ। চুরির ধরন দেখে অনায়াসেই 'দাগি চোর'-কে পাকড়াও করা গেলেও 'স্পিকটি নট' তারা। আবার থার্ড ডিগ্রিও দেওয়া যাবে না, তাও বেশ জানে পেশাদার চোরেরা। ফলে তাদের দিয়ে অপরাধের কথা স্বীকার করাতে কার্যত হাতেপায়ে পড়তে হচ্ছে তদন্তকারীদের।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নত হয়েছে প্রযুক্তি। কিন্তু সেই প্রযুক্তির গ্যাঁড়াকলও আছে বেশ। কথা হচ্ছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক এসআই-এর সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'এই যেমন সেদিন এক চোর বলে বসল, আমি যে চুরি করেছি, তার কী প্রমাণ আছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখান। পড়া গেল ঝামেলায়। সিসিটিভি ফুটেজ খুঁজতে গিয়ে তো মাথায় হাত। ওই বাড়িতে সিসিটিভি থাকলেও তাতে রেকর্ড হয়নি কিছুই। অগত্যা সন্দেহভাজন চোরকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকল না।'

এমন ঘটনা ঘটছে হামেশাই। সিসিটিভি ফুটেজ না থাকায় প্রায়শই মুচকি হাসি দিয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে চোরেরা। পরিস্থিতি এমনই যে, আধুনিক চোরেদের বাগে আনতে এখন শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে গিয়ে সিসিটিভি লাগানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'চুরির ধরন, বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, কে চুরি করেছে। তবে চুরির ক্ষেত্রে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে সিসিটিভি থাকলে সুবিধা হয়।'

চোরেদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। সম্পর্ক এমনই হয়ে যায় যে, অনেক সময় চুরির ধরন দেখেই পোড়খাওয়া পুলিশকর্তারা বুঝে যান, কাজটা আসলে কার। কিন্তু আইন তো বয়ানের ওপরই নির্ভরশীল। সেখানে সন্দেহের কোনও জায়গা নেই। আধুনিক চোরেদেরও সেটা এখন ভালোভাবেই জানা। তাই গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পাকড়াও করলেও ভালো হোক কিংবা কড়া কথা হোক, মুখে কুলুপ এঁটে থাকছে সময়ের সঙ্গে আধুনিক হয়ে পড়া চোরেরা।

এক পুলিশকর্তার কথায়, 'আসলে এরাও বুঝে গিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ না দেখালে গতি নেই। তাই যতক্ষণ না ফুটেজ দেখানো হচ্ছে, ততক্ষণ কেউ চুরির কথা স্বীকার করছে না।'

ব্রাত্যর রোষে বিদায়ি উপাচার্য

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্য না থাকার কারণ হিসেবে রাজ্যপাল মনোনীত বিদায়ি উপাচার্যকেই দায়ী করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিনমেলায় এসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদায়ি উপাচার্য সিএম রবীন্দ্রনের ওপর দায় চাপালেন শিক্ষামন্ত্রী। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর ও দার্জিলিং হিল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয়ে গেলেও, সেখানে এখনও তাঁরা যোগদান না করায় মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, 'দ্রুত উপাচার্যরা কাজে যোগ দেবেন।'

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন রয়েছে। বহুবার বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে প্রশাসনিক স্তরে জানানো হলেও উপাচার্য নিয়োগ করেনি উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ব্রাত্যর মন্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্য ছিলেন তিনি কোনও রিকুইজিশনই পাঠাননি। রাজ্যপালের মনোনীত উপাচার্য বিকাশ ভবনকে বাইপাস করে চালাতে গেলে যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা হওয়ার কথা, সেরকমই হয়েছে।' তবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কাজে যোগ দেননি, তাঁরা খুব দ্রুত কাজে যোগ দেবেন বলে এদিন আশা প্রকাশ করেন ব্রাত্য।

এদিকে, কেন্দ্রের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে ড্রপআউটের সংখ্যা শূন্য

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি উপাচার্য ছিলেন তিনি কোনও রিকুইজিশনই পাঠাননি। রাজ্যপালের মনোনীত উপাচার্য বিকাশ ভবনকে বাইপাস করে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে গেলে যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা হওয়ার কথা, সেরকমই হয়েছে।

–ব্রাত্য বসু

হওয়া নিয়ে ব্রাত্যর বক্তব্য, 'গুজরাট, বিহার, উত্তরপ্রদেশে এত ড্রপআউট, সেখানে আমাদের এখানে ড্রপআউট নেই। এটা সম্ভব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। যিনি কেন্দ্রের সাহায্য না পেয়েও স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল পৌঁছে দিচ্ছেন।'

সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তি না হওয়া নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বললেন, 'বিশ্বায়নের পর চাকরির ভাষা হয়ে গিয়েছে ইংরেজি। এটা বাংলামাধ্যমে একটা বড় প্রভাব ফেলেছে। ইংরেজি শেখা দরকার, কিন্তু মাতৃভাষাকে ভুলে নয়। এসব না হলে হয়তো একটা সময়, সাহিত্যিক থাকবেন, তবে পাঠক থাকবেন না। থিয়েটার থাকবে, অভিনেতা থাকবেন না।' শীঘ্রই ছাত্র ভোট ফের চালু করার বিষয়টি নিয়ে খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন ব্রাত্য।

আস্থা হারালেন পুর চেয়ারম্যান

মেখলিগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : যা আশঙ্কা করা হচ্ছিল শেষপর্যন্ত সেটাই সত্যি হল। শুক্রবার মেখলিগঞ্জ পুরসভায় অনুষ্ঠিত আস্থা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলারদের প্রায় সবাই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেই ভোট দিলেন। ফলে চেয়ারম্যান কেশব দাস যে গদি হারাচ্ছেন তা জলের মতোই স্পষ্ট। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দেবাশিস বর্ধন চৌধুরী বললেন, 'এদিন আস্থা ভোট হবে বলে সোমবারই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিনের ভোটে আটজন কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজনই চেয়ারম্যানের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। তাই বর্তমান চেয়ারম্যানের অপসারণ হবে। এখন মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের কাছে চিঠি যাবে। তারপর কাউন্সিলাররা আগামী চেয়ারম্যান বেছে নেবেন।' এদিনের ঘটনার বিষয়ে কাউন্সিলারদের কাছে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি বলে তিনি জানান। নিজস্ব কাজে ব্যস্ত থাকায় চেয়ারম্যান এদিন পুরসভায় উপস্থিত ছিলেন না। পরে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'যা করেছি সব মানুষ ও দলের জন্যই করেছি। আলাদাভাবে আমার আর কোনও বক্তব্য নেই।'

জোড়া হাতি তাড়িয়ে হিরো জলদাপাড়ার রবি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

ফালাকাটায় জোড়া হাতি তাড়াতে নিয়ে আসা দুটি কুনকি হাতি। (ডানদিকে) জলদাপাড়ার মাহুত রবি বিশ্বকর্মা।

মাদারিহাট, ১০ জানুয়ারি : একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তখনই সাফল্য অর্জন করে যখন সেখানে থাকেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক। যাঁদের শিক্ষায় তৈরি হয় প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রী। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান যেন অনেকটা সেরকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেখানে রয়েছেন রবি বিশ্বকর্মাদের মতো অভিজ্ঞ মাহুত। যাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে তুলনা করেন এই জাতীয় উদ্যানের অন্য মাহুতরা। তবে এই জাতীয় উদ্যানে প্রচুর বিশেষজ্ঞ মাহুত কাজ করে গিয়েছেন। আর তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ব্যাটন হাতে তুলে নিয়েছেন রবি। যার তুলনা রবি নিজেই। যতই দামাল বুনো হাতি দাপিয়ে বেড়াক না কেন, রবির উদয় হতেই সব দামালরা ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে থাকে জঙ্গলের পথে। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার জোড়া হাতি তাড়িয়ে হিরো মাহুত রবি বিশ্বকর্মা। ফালাকাটার মতো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আগেও করেছেন তিনি। তবে রবির কথায়, 'একজন মাহুত যত বেশি সাহসী হবেন তার হাতিও তত বেশি সাহসী হয়।' আর এই মন্ত্র তিনি শিখেছেন তাঁর গুরুমাতা পার্বতী বড়ুয়ার কাছ থেকে। তবে তাঁর মাহুতের শিক্ষাগুরু রঘুনাথ রায়, জানবকস আলি, ইদ্রিস আলিরা। গরুমারার দীনবন্ধু রায়ের কাছেও শিখেছেন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান যেন কুনকি হাতি তৈরির বিশ্ববিদ্যালয়। আর বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হলেন রবি বিশ্বকর্মা। যদিও আরও কয়েকজন শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা রবির মতোই অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন।

১৯৯১ সালে কুনকি হাতির পাতাওয়ালার কাজে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে রবি বিশ্বকর্মার পেশাগত জীবন শুরু। ১৯৯৪ সালে তিনি প্রথম মেনকা হাতির মাহুতের কাজ শুরু করেন। তাকে হাতে ধরে এই কাজ শেখান রঘুনাথ, ইদ্রিস মাহুতরা। তবে সকলের মাথার উপরে ছিলেন বিশিষ্ট হস্তীবিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া। তবে রবি বলেন, 'বনকর্তা এবং প্রাণী চিকিৎসকদের কাছ থেকে সবসময়ই আমি কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।'

দামাল হাতিদের তাড়াতে সবসময় ডাক পড়ে রবির। তিনি গিয়েছেন বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুরে। সেখানকার বদমেজাজি দামাল হাতিদের তাড়িয়ে যথেষ্ট বাহবা আদায় করেছেন। আবার দামাল হাতিদের তাড়া খেয়ে বেঁচেছেন অনেকবার। রবির কথায়, একবার তো পেছন থেকে এসে বুনো হাতি শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তবে আঘাত পেলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।

জলদাপাড়ায় প্রচুর হাতির মাহুত হিসেবে কাজ করেছেন রবি। তবে জলদাপাড়ার কয়েকটি সেরা কুনকির মধ্যে চম্পাকলি একটি। ওই হাতির মাহুত হয়ে রবি গর্বিত। ২০০০ সাল থেকেই ওই হাতির মাহুত হিসেবেই আছেন। আর দামাল হাতিদের শায়েস্তা করতে চম্পাকলির তুলনা দুর্দান্ত। ও কোনও হাতিকেই ভয় পায় না। এমন একজন সেনাপতি যদি সঙ্গে থাকে যুদ্ধ জয় করা তো নস্যি।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধের পাড় এলাকায়। ধৃত ব্যক্তির নাম মদন বর্মন। বাড়ি কোচবিহারের শীতলকুচি এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে প্রায় ১৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, এদিন ময়নাগুড়ি রোড এলাকা থেকে একটি টোটোতে ওঠেন মদন। টোটোচালককে জানান, তিনি জলপাইগুড়ি স্টেশনে যাবেন। সেইমতো টোটোচালক তাকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা দেন। ময়নাগুড়ি রোড এলাকা থেকে টোটোতে জলপাইগুড়ি শহরের জন্য আরও দুই যাত্রী ওঠেন। পুলিশের কাছে আগেই খবর আসে, গাঁজা নিয়ে এক ব্যক্তি বালাপাড়ার বাঁধের রাস্তা দিয়ে শহরে আসছে। সেইমতো পুলিশ বাঁধের বাজার এলাকায় অপেক্ষা করতে থাকে। টোটোটি আসতেই সেটিকে আটক করে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। মদনের কাছে থাকা দুটি ব্যাগ থেকে পুলিশ গাঁজা উদ্ধার করে। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

অভিনব উদ্যোগ

চালসা, ১০ জানুয়ারি : প্রত্যন্ত এলাকার জনগণকে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল মাটিয়ালি ব্লক প্রশাসন।

শুক্রবার ব্লক প্রশাসনের দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের তরফে মেটেলি বাজারে থাকা মাটিয়ালি হাট গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে জনগণকে যাবতীয় পরিষেবা দেওয়া হয়। খোদ মাটিয়ালির বিডিও উপস্থিত থেকে সরাসরি জনগণের নানা সমস্যার কথা শোনেন। দূরবর্তী বিভিন্ন চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা এদিন বিডিওকে কাছে পেয়ে তাদের সমস্যার কথা সরাসরি জানান। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বসেই বাসিন্দাদের নানা কাজ করে দেন বিডিও সহ অন্য আধিকারিক এবং কর্মীরা।

এখন থেকে প্রতি বুধবার করে এই বিশেষ ক্যাম্প বসবে বলে জানানো হয়েছে। মাটিয়ালি বিডিও অভিনন্দন ঘোষ ছাড়া সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান সহ অন্যরা।

বিপজ্জনক ত্রাণশিবিরে আতঙ্ক

ভাঙছে চাঙড়, পলেস্তারা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : স্কুল চত্বরে থাকা ভগ্নপ্রায় ফ্লাড শেলটার বর্তমানে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই ত্রাণশিবিরের কোথাও খসে পড়ছে পলেস্তারা, কোথাও ভেঙে পড়ছে চাঙড়। এই পরিস্থিতিতে কেউ খেলতে খেলতে ওই ত্রাণশিবিরে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে টিফিনের সময় অন্যান্য কাজের সঙ্গে পাহাড়পুর নাছিরুদ্দিন হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের বাড়তি কাজ পড়ুয়াদের উপর নজর রাখা। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অনুরাধা বক্সীর কথায়, 'এর আগে বহুবার তৎকালীন বিডিওকে বিষয়টি নিয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। এমনকি জেলা শাসকের দপ্তরেও দরবার করা হয়েছে। এরপর জেলা শাসকের দপ্তর থেকে প্রতিনিধিদল এসে পরিদর্শন করে গেলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে পরিদর্শনে গিয়ে সরেজমিনে দেখব।'

২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্কুলটি। তার আগে থেকেই স্কুল চত্বরে ওই ত্রাণশিবির রয়েছে। আগে সেখানেই পড়ুয়াদের পঠনপাঠন চলত।

এরপর স্কুল ভবন তৈরি হলে সেখানে ক্লাস চালু হয়। পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গি এলাকায় অবস্থিত ওই স্কুলে প্রবেশপথের ঠিক ডানদিকে বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল হয়ে পড়ে ত্রাণশিবিরটি। এতেই আতঙ্ক বাড়ছে। ওই স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৩০০ পড়ুয়া রয়েছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায়ভার কে নেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠিয়ে চিন্তায় থাকেন অভিভাবকরা। স্কুলের শিক্ষিকা নবনীতা রায় বলেন, 'এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিলে ভালো হয়। বিদ্যালয় চত্বরে খেলার উপযোগী মাঠ থাকায় বাচ্চারা সেখানে খেলাধুলো করে। খুব চিন্তায় থাকি আমরা।'

তবে শুধু ফ্লাড শেলটার নয়,

ত্রাণশিবিরে আগাছা।

> এর আগে বহুবার তৎকালীন বিডিওকে বিষয়টি নিয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। এমনকি জেলা শাসকের দপ্তরেও দরবার করা হয়েছে। এরপর জেলা শাসকের দপ্তর থেকে প্রতিনিধিদল এসে পরিদর্শন করে গেলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।
>
> অনুরাধা বক্সী
> প্রধান শিক্ষিকা

ওই স্কুলে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে।

ওই এলাকায় জলে আয়রন রয়েছে। পরিস্রুত পানীয় জলের সুবিধা না থাকায় প্রতিদিন আয়রনযুক্ত জল দিয়ে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের রান্না হচ্ছে।

পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রাউত বলেন, 'আমরা বিষয়টি দেখছি। প্রয়োজনে বিডিও ও সেচ দপ্তরে ফ্লাড শেলটার নিয়ে সমস্যার কথা জানাব। এই অঞ্চলে জলে আয়রনের পরিমাণ বেশি রয়েছে। যা সত্যি সমস্যার।'

ভাঙা ঘর, তবু আবাসে নাম নেই

হতাশ মৌলানির ২৮০০ উপভোক্তা

শুভদীপ শর্মা

মৌলানি, ১০ জানুয়ারি : মৌলানির বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর সজন রায়ের বেড়ার ছোট্ট কুঁড়েঘর। কষ্ট করে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বছরকয়েক আগে। ছোট মেয়ে নন্দিতা জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রী। দিনমজুরি করে মেয়েকে কোনওক্রমে পড়াচ্ছেন। অভাবের সংসারে এভাবেই দিন কাটছে তাঁদের। তবে সম্প্রতি আবাস যোজনার সার্ভে হওয়ার পর আশা করেছিলেন ঘরের টাকা পেয়ে একটা ঘর বানাবেন। তবে সেই গুড়ে বালি।

আবাসের তালিকায় নামই নেই তাঁর। এতেই হতাশ সজন। তাঁর স্ত্রী শান্তি রায়ের কথায়, 'গোটা শীতকালেই বাসের বেড়া দিয়ে ঘরে হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া ঢোকে। গ্রামের অনেকের নাম বাংলা আবাস যোজনার ঘরপ্রাপকের তালিকায় থাকলেও আমাদের নাম নেই।' এই জন্মে আর হয়তো ভালো ঘরে থাকা হবে না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন সজন। তবে শুধু সজন নয়, ক্রান্তি ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২৮০০

ভাঙা ঘরের সামনে সজন রায় ও তাঁর স্ত্রী শান্তি রায়।

উপভোক্তা ঘর না পেয়ে হতাশ। যদিও গোটা বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে গ্রামসভা করে রেজোলিউশন করে জানানো হয়েছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০১৮ সালে আনুমানিক ৩৮০০ গ্রামবাসীর নাম নথিভুক্ত করা হয় ঘরপ্রাপক হিসাবে। ২০২২ সালে নতুন করে সার্ভে হলে সেই নাম কমে দাঁড়ায় ২২০০-তে। চলতি বছর বাংলা আবাস যোজনায় নাম আসার পরে দেখা যায় কেটেছেঁটে ৯৩৬ জনের নাম ঘরপ্রাপকের তালিকায় রয়েছে। তাতেই হতাশ গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত রায়ের কথায়, 'প্রাপকদের নামের তালিকা পাওয়ার পর নতুন করে গ্রামসভায় রেজোলিউশন করে বাকি ঘরের দাবিদারদের নাম ফের ব্লক প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে।' তবে আদতেও বাকি দাবিদাররা ঘর পাবেন কি না তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন। তিনি বলেন, 'যে তালিকা এসেছে সেই হিসেবেই প্রাপকরা টাকা পাবেন।'

দুর্দশার ছবি

- মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২৮০০ পরিবারের আবাসের তালিকায় নাম নেই
- কেটেছেঁটে ৯৩৬ জনের নাম তালিকায় রয়েছে
- তাতেই হতাশ গ্রামবাসীরা
- বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে গ্রামসভা করে রেজোলিউশন করে জানানো হয়েছে

মৌলানি রেলগেট লাগোয়া ময়নাগুড়িগামী লাটাগুড়িগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের গা ঘেঁষে দক্ষিণ চক মৌলানি গ্রাম। সেখানে কারও বাঁশের বেড়ার ছোট্ট কুঁড়েঘর। কেউ আবার টাকার অভাবে দীর্ঘদিন চালের টিন বদলাতে পারেননি। সেই ফুটো দিয়ে বর্ষায় ঘরে জল পড়ে। এরপরও আবাসের তালিকা থেকে তাঁদের নাম কেন বাদ পড়ল সেই প্রশ্ন উঠছে।

বাজারপাড়ার বিপ্লব শীল কর্মসূত্রে কেরলে থাকেন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। গ্রামে টিনের ঘরে কোনওরকমে তাঁর স্ত্রী অনুরাধা শীল ও মেয়ে দিয়া দিন গুজরান করেন।

অনুরাধা বলেন, 'বর্ষায় টিনের ফুটো দিয়ে ঘরে জল ঢুকে বিছানা ভিজে যায়। কিন্তু টাকার টিন বদলাতে পারছি না। ভেবেছিলাম টাকা পেয়ে সাধের ঘর তুলব। সেটা আর হল না।' মৌলানি একই অবস্থা গণ্ডগোলপাড়ায় দিনমজুর বিমল রায়ের। ঝড়ে কয়েকবার তাঁদের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জোড়াতালি দিয়ে সেই ঘরেই বাস করছে। এভাবে আর কতদিন চলবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিমলের স্ত্রী বাসন্তী।

টুকরো খবর

পড়ুয়ার মৃত্যু

মানিকগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির এক পড়ুয়ার। মৃতের নাম সায়ন রায়। তার বাবা রঞ্জিত জানান, বুধবার সন্ধ্যায় দুজন মিলে ব্যাডমিন্টন খেলছিল। সেসময় র‍্যাকেট এসে তাঁর ছেলের চোখে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত শুরু হয় ও জ্ঞান হারায়। এরপর বিভিন্ন হাসপাতালে ছোটাছুটির পর শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

কীর্তন

ক্রান্তি, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার ক্রান্তি ব্লকের দক্ষিণ খালপাড়া গ্রামে ৪০ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তনের ৪৩তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ৪৩টি খোল ও ৪৩টি করতাল সহযোগে অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। আগামী চারদিন নামকীর্তন ও একদিন পদাবলি হবে। প্রত্যেক দিন প্রসাদ বিতরণ করা হবে বলে কীর্তনের উদ্যোক্তা অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস জানিয়েছেন।

সংবর্ধনা

রাজগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : মাধ্যমিকে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে জেলায় দশম স্থান অধিকার করেছিল সুখানি ভোলাপাড়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রী পায়েল বর্মন। শুক্রবার তাকে স্কুলে গিয়ে সংবর্ধনা জানালেন জলপাইগুড়ির এআই অফ স্কুল শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিলীপ রায় বলেন, 'পায়েলকে দেখে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে।'

সভা

মেটেলি, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার মেটেলি আইটিআইয়ে সভা করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি গৌরব ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেস আইটি সেলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক কুণ্ডু সহ অন্যরা।

আইটিআই গেটে সংগঠনের পতাকা লাগানো হয়। এদিন এই প্রতিষ্ঠানের টিএমসিপি ইউনিট কমিটির একটা অ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে গৌরব জানিয়েছেন।

পোষ্যকে নিয়ে খেলা। শুক্রবার শিভিমারিতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

পরিযায়ীদের প্রজাতি কমছে গজলডোবায়

অনুপ সাহা

গজলডোবা, ১০ জানুয়ারি : ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর তিস্তার বিপর্যয়ের প্রভাব দীর্ঘায়িত হবে সেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। বাস্তবে সেই সংশয়ই সত্যি হচ্ছে। যার প্রমাণ গজলডোবায় তিস্তার বিশাল জলাশয়ে শীতের পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা ও প্রজাতি হ্রাসে টের পাওয়া গিয়েছে।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের (ন্যাফ) উদ্যোগে ও বন দপ্তরের সহযোগিতায় বার্ষিক জলজ পরিযায়ী পাখিদের সমীক্ষা চলে শুক্রবার। গজলডোবায় তিস্তার জলাশয়ে ঘুরে প্রাথমিকভাবে যে ছবি সমীক্ষক দলের সামনে উঠে এসেছে তা বেশ উদ্বেগের। ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসুর বক্তব্য, '২০২৩ সালে বিপর্যয়ের পর গতবছরই গজলডোবায় পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা ও প্রজাতি কমেছিল। প্রাথমিকভাবে সমীক্ষায় এবারও সেই সংখ্যা কমেছে বলেই মনে হচ্ছে।'

সৌমিক পাল, বিশিষ্ট পাখি বিশেষজ্ঞ অপূর্ব চক্রবর্তী, নাজেশ আফরোজ মিলিয়ে মোট দশজন ছয়টি দলে বিভক্ত হয়ে এদিন গজলডোবার জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের ওপর সমীক্ষা করেন।

এবারে তিস্তার জলাশয়ে ব্ল্যাক নেপ্ট গ্রিব, কমন মার্গেনজার, কমন পোচার্ড, ইউরেশিয়ান ওয়াইজেনার প্রভৃতি প্রজাতির পাখি দেখা মিলছে। শুক্রবার থেকে জানুয়ারি মাসজুড়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জলাশয়ে জলজ পরিযায়ী পাখিদের ওপরেই ওই দল সমীক্ষা চালাবে।

আগামীকাল মহানন্দা নদীর ওপর ফুলবাড়ি ব্যারেজে এই সমীক্ষা চলবে। সমীক্ষা শেষ হলেই বোঝা যাবে ঠিক কত পরিমাণ পরিযায়ী পাখি এবার কম এসেছে।

২০২৩ সালের আগে পর্যন্ত প্রায় দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে নভেম্বরের শুরু থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখির দলের আস্তানা ছিল গজলডোবা।

ইউরোপ, রাশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, তিব্বতের মালভূমি, লাদাখের রাক্ষসতাল, সাইবেরিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখির ভিড় উপচে পড়ত গজলডোবায়। এখানের জলাশয়গুলোর ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বার্ড স্যাংচুয়ারি পাখিবিতানকে পরিযায়ীদের জন্য নিরাপদ শীতকালীন আবাসস্থলে পরিণত করার ঘোষণাও হয়। ওই সমীক্ষক দলের আশঙ্কা, এখন সেই আশ্রয়স্থলেই আগ্রহ হারাচ্ছে পরিযায়ী পাখিরা।

কেবল ওই সকল পাখির টানেই বহু মানুষ গজলডোবায় ছুটে আসতেন। ফলে একদিকে যেমন এখানকার মাঝিদের আয় বেড়েছিল, তেমনি উপকৃত হতেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও।

গতবারের পর এবারও পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা ও প্রজাতি কমে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাশ এলাকার ছোট, মাঝারি ব্যবসায়ীরা। গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী ভজন বালা বললেন, 'তিস্তা স্বাভাবিক হোক, পাখিরা আবার সব আসতে শুরু করুক। ওই পাখিদের আগমনেই শীতে গজলডোবা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।'

গজলডোবায় পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমছে।

স্কুলে 'আহারে বাহারে' উৎসব

বেলাকোবা, ১০ জানুয়ারি : পিকনিকের মরশুমে বেলাকোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজন হল 'আহারে বাহারে' উৎসব-এর। অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রীরা নিজেরা বাড়ি থেকে পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, চিকেন কষা, ফুচকা, মোমো, চাউমিন, পাটিসাপটা সহ আরও বাহারি সুস্বাদু খাবার বানিয়ে নিয়ে আসে। সেগুলি স্কুল প্রাঙ্গণে স্টলে সাজিয়ে বিক্রি করে। শিক্ষিকা রুনা বসু বলেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষ চেয়ার-টেবিল দিয়ে স্টল সাজিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ছাত্রীরা এবং শিক্ষিকারাও এই খাবার কিনে খায় আজ।'

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ডঃ অপর্ণা রায় বলেন, 'ছাত্রীদের সৃজনশীলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের তৈরি খাবার সুস্বাদু এবং সকলেই খুব যত্ন করে বানিয়েছে।' ছাত্রীরা নতুন এই উদ্যোগে ভীষণ উৎসাহী। ছাত্রী রিয়া সেন বলে, 'আমি নিজেই বাড়ি থেকে চিকেন কষা, বিরিয়ানি বানিয়ে নিয়ে এসেছি। বিক্রি ভালো হয়েছে।'

দুর্ঘটনায় মৃত ১

চালসা, ১০ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চালসা সংলগ্ন মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম রকি ওরাওঁ (২৮)। বাড়ি কিলকোট চা বাগানে। রাতে একটি পণ্যবাহী ছোট গাড়ি মঙ্গলবাড়ির দিক থেকে চালসার দিকে দ্রুতগতিতে আসছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাসপাতালের সামনে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা একটি বড় কাঁঠাল গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়িটি। আওয়াজ পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে এসে গাড়ির চালক ও আরেক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসক গাড়ির চালক রকিকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত ব্যক্তিকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ এসে গাড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জখম চালক

রাজগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি ৩১ডি জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের ঘটনা। পুলিশের লাগাতার সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রচার, অসচেতন অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য জরিমানা, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য জেল হেপাজত কোনওকিছুই যেন কাজে আসছে না। শুক্রবার বিকেলে ৩১ডি জাতীয় সড়কের বন্ধুনগর এলাকায় একটি চার চাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ওভারটেক করতে গিয়েই সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ওই ছোট গাড়িটি। গাড়িতে চালক ছাড়া অন্য কোনও যাত্রী না থাকায় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। গাড়ির চালক জখম হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

আলোচনা

রাজগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : একদিনের শিবিরে ক্রেতাদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করল দাসপাড়ার নবদিশা এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

বন্ধুনগর ডিএন হাইস্কুলের সহযোগিতায় শুক্রবার ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা শিবিরটি আয়োজিত হয়। শিবিরে বিদ্যালয়ের ১২০ জন ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বেশ কয়েকজন অভিভাবক এবং শিক্ষকরা ছিলেন।

গাছের ডালে বসে কাঠশালিক। শুক্রবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

শীঘ্র খুলছে ছাত্রাবাস

রাজগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : প্রায় তিন বছর পর অবশেষে চালু হতে চলেছে রাজগঞ্জ ব্লকের সংখ্যালঘু ছাত্রাবাসগুলি। মাসদুয়েক আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ছাত্রাবাসগুলি পড়ে থাকার বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

সেইসময় প্রশাসনের আধিকারিকরা আশ্বাস দিয়েছিলেন, ২০২৫ সালে শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য নির্মিত ছাত্রাবাসগুলি চালু করার চেষ্টা করা হবে। রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ মণ্ডল বললে, 'আগামী ১৩ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে সংখ্যালঘু চারটি ছাত্রাবাস।' প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুল, ফুলবাড়ি হাইস্কুল, বন্ধুনগর ডিএন হাইস্কুল এবং সুখানি ভোলাপাড়া হাই মাদ্রাসায় ছাত্রাবাসগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল।

ফুলবাড়ি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিষেক রায় বলেন, '২০২১ সালে আমাদের স্কুলে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংখ্যালঘু ছাত্রদের থাকার জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছিল। নানা কারণে সেই ছাত্রাবাসটি চালু হয়নি। তবে অবশেষে সেটি চালু হবে জানতে পেরে আমরা খুশি। ছাত্রাবাসে ২৪ জন পড়ুয়া থাকবে।' সুখানি ভোলাপাড়া হাইমাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিলীপ রায়ও একই কথা বলেন। সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক চন্দনকুমার বর্মন জানান, এই ছাত্রাবাসটির জন্য ৩৯ জন ছাত্রের একটি তালিকা তৈরি হয়েছে।

খাট উদ্ধার

মানিকগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার বেরুবাড়ি মোড় এলাকার একটি বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া কাঠের খাট উদ্ধার করল মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ।

ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। প্রায় পাঁচ মাস আগে খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঘুডাঙ্গা এলাকার এক ফাঁকা বাড়িতে চুরি হয়েছিল। তারই তদন্ত করতে গিয়ে মঙ্গলবারের পর এদিন আরও চুরি যাওয়া একটি খাট উদ্ধার করল পুলিশ।

ক্যাম্পাসের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : মাটিগাড়ায় শুক্রবার উদ্বোধন করা হল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার সাজুমন চাক্কালাক্কাল এসজে, এছাড়াও ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজি কাউন্সিলের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডঃ নূপুর দাস, অন্যতম অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার তথা প্রকাশক প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী। নতুন এই ক্যাম্পাসে খেলাধুলো সহ অন্যান্য অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা থাকছে। এই ক্যাম্পাসে ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে বিবিএ ও বিকম-এর নতুন সেশন শুরু হবে। কলেজের প্রিন্সিপাল ফাদার ডঃ ললিত পি তিরকি এসজে বলেন, 'পড়ুয়াদের সুবিধার্থে চাকরিমুখী বেশকিছু কোর্স চালু করা হবে।'

আমাদের ছোট নদী

সাঁতার, মাছ ধরা স্মৃতিই ধরধরার

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : তিরিশ বছর আগের ধরধরা নদীর চেহারার সঙ্গে এখনকার মিল খুঁজে পাওয়াটা মুশকিল। নদীয়ালি মাছ, সেচের জল, সাঁতার শেখা সব যেন শুধুই স্মৃতি হয়ে রয়ে গিয়েছে। যে নদীতে প্রায় সারাবছরই জল থাকত, বর্তমানে শুখা মরশুমে কার্যত সেই নদী নিকাশিনালার রূপ নেয়। নদীর গতিপথ ক্রমেই দখল নিচ্ছে কংক্রিটের দালান। জল দূষণে ধোরধরা থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য এবং নদীয়ালি মাছ।

ধরধরা নদীর উৎপত্তি নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে মূলত ধোরধরার উৎপত্তি হয়েছে। পাহাড়পুর চার মাথার মোড় থেকে বাজারের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটি রেলগেটের দিকে চলে গিয়েছে তার ডানদিকের নালার জল জাতীয় সড়ক পার করে জমিদারপাড়ার দিকে আসছে। জমিদারপাড়া বজরাপাড়ার ভেতর দিয়ে ধরধরা নদী এসে পুরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের ভাটাখানা এলাকায় প্রবেশ করে। সেখান থেকে রবীন্দ্রনগর, রায়কতপাড়া, সেনপাড়া হয়ে হাসপাতালপাড়াতে করলা নদীর সঙ্গে মিশেছে ধরধরা। অনেকে ধরধরাকে করলার উপনদীও বলে থাকেন। পাহাড়পুর থেকে শহরের হাসপাতালপাড়া পর্যন্ত ধরধরার প্রায় ৪ কিলোমিটার গতিপথ হবে। তবে পাহাড়পুর মোড় পার করার পরই এক সময় জমিদারপাড়া এলাকায় ধরধরা যথেষ্টই চওড়া ছিল। বছর কয়েক আগেও পাহাড়পুরের ওই এলাকায় ধরধরাতে জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য চোখে পড়ত। কিন্তু এখন সেসব ইতিহাস। পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে বর্তমানে ধরধরা নদী ক্রমেই দখল হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু জায়গায় নদী দখল করে তৈরি হয়েছে কংক্রিটের দালান। ফলে নদীপথ সংকীর্ণ হচ্ছে। জমিদারপাড়া এলাকার প্রবীণ নাগরিক আব্দুল মহম্মদের কথায়, 'আগে যখন পাহাড়পুর এলাকায় চাষাবাদ হত তখন ধোরধরা থেকেই জমিতে জল দিতাম। সেসময় নদীর গভীরতা যথেষ্টই ছিল। এখন ধরধরা নর্দমায় পরিণত হয়েছে।'

বিভিন্ন জায়গায় ধরধরা নদী ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে।

আরেক বাসিন্দা হরেন রায় বলেন, 'আমরা ছোটবেলায় ধোরধরা নদীতে সাঁতার শিখেছি। কিন্তু এখন ধরধরা নদীর যা চেহারা তাতে সেসব ভাবাও যায় না।' একই অবস্থা পুরসভা এলাকাতেও। শহরের ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে ধরধরা। সংস্কারের অভাবে ধরধরা তার নাব্যতা হারিয়েছে। পুরসভার তরফে বছর দুয়েক আগে ধরধরা নদী থেকে জঞ্জাল অপসারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। শহরের সেনপাড়ার বাসিন্দা রঞ্জন সরকার বলেন, 'এক সময় ধরধরাতে আমরা ছিপ ফেলে নদী থেকে মাছ ধরেছি। বর্তমানে জল দূষণে কোনও মাছই দেখা যায় না।'

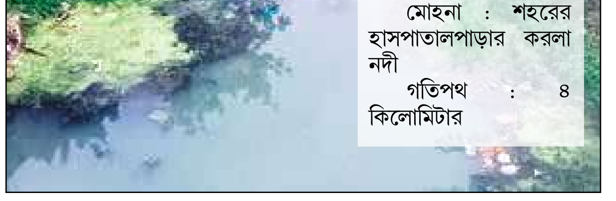

নদীকথা

উৎপত্তি : পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ধরধরার উৎপত্তি হয়েছে

মোহনা : শহরের হাসপাতালপাড়ার করলা নদী

গতিপথ : ৪ কিলোমিটার

সমস্যা যেখানে

- সংস্কারের অভাবে ধরধরা তার নাব্যতা হারিয়েছে
- নদীর গতিপথ ক্রমেই দখল নিচ্ছে কংক্রিটের দালান
- নদীপথ সংকীর্ণ হচ্ছে
- বিভিন্ন জায়গায় নদীতে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে
- জলদূষণে নদীতে মাছের দেখা নেই

টানা দু'ঘণ্টা কাজ বন্ধ মানাবাড়ি চা বাগানে

বকেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১০ জানুয়ারি : বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবিতে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে বাগানের অফিসের সামনে বিক্ষোভে শামিল হলেন। শুক্রবার মানাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা টানা দু'ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখান। বাগান পরিচালকের তরফে সোমবার বকেয়া মেটানোর আশ্বাস পেলে তাঁরা অবশ্য কাজে যোগ দেন। মানাবাড়ি চা বাগানের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা রমেশ মিঞ্জের কথায়, 'এদিনের বিক্ষোভের পর বাগানের ইনচার্জ পবন ছেত্রী জানিয়েছেন, আগামী সোমবার মজুরি দেওয়া হবে। প্রতিশ্রুতি মেলার পর শ্রমিকরা যে যাঁর কাজে ফিরে যান।'

কিন্তু এদিন বাগ্রাকোটের শ্রমিকদের আশ্বাসবাণী শোনানোর মতো কেউ ছিলেন না। ম্যানেজার অমর বোরা আগে পদত্যাগ করে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এদিন আবার সহকারী ম্যানেজার সাগর ছেত্রীও বাগান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। ফলে কবে বকেয়া মেটানো হবে সেই আশ্বাস দেওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। তবু দু'ঘণ্টা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর শ্রমিকরা যে যাঁর কাজে যোগ দেন। বাগ্রাকোট চা বাগানের ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শ্রমিক নেতা লরেন্তুস লাকড়া বলেন, 'কাজ করেও মজুরি না পেলে শ্রমিকদের চলবে কী করে? মালিকপক্ষের অবিলম্বে বকেয়া মেটানো উচিত।'

মানাবাড়ি ও বাগ্রাকোট চা বাগান সম্মেলন টি অ্যান্ড বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে চা শিল্পগোষ্ঠীর মালিকানাধীন। ডুয়ার্সে আরও বেশ কয়েকটি বাগানের পরিচালনার ভার এই গোষ্ঠীর হাতে। সংস্থাটির ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী এদিনের শ্রমিক বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বলেন, 'বাগ্রাকোটে ১২০০ জন এবং মানাবাড়ি চা বাগানে ৪০০ জন স্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন। দুটো বাগানে লোকসানের বহর বেড়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শ্রমিকদের কথা ভেবে মানবিকতার খাতিরে আমরা বাগান দুটো চালু রেখেছি। বকেয়া মেটানোর চেষ্টা করছি। খুব দ্রুত বকেয়া মেটানো হবে।' একই সঙ্গে সুরজিৎ শ্রমিকদের একটু ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'অনেক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বাগান চালু রেখেছি শুধুমাত্র সুদিন আসবে এই বিশ্বাসে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের সহযোগিতা ভীষণভাবে জরুরি।'

মানাবাড়ি চা বাগানে শ্রমিকদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

প্রতিবাদ

- বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবিতে শ্রমিকরা বাগানের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান
- শুক্রবার মানাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা টানা দু'ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখান
- বাগান পরিচালকের তরফে সোমবার বকেয়া মেটানোর আশ্বাস পেলে তাঁরা কাজে যোগ দেন

> এদিনের বিক্ষোভের পর বাগানের ইনচার্জ পবন ছেত্রী জানিয়েছেন, আগামী সোমবার মজুরি দেওয়া হবে। প্রতিশ্রুতি মেলার পর শ্রমিকরা যে যাঁর কাজে ফিরে যান।
>
> **রমেশ মিঞ্জ** নেতা, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন

যৌন নিগ্রহে ১০ বছরের কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : শিশুকে যৌন নিগ্রহের দায়ে এক ব্যক্তিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। শুক্রবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর ওই সাজা শুনিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালে নাগরাকাটার থানা এলাকার একটি চা বাগানের ঘটনা। ঘটনার সময় শিশুটির বয়স ছিল ৬ বছর। অভিযুক্ত এবং শিশুটি একে অপরের প্রতিবেশী। সেই সূত্রে একে অপররের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। আদালত সূত্রে খবর, ঘটনার দিন শিশুটি বাড়ির উঠোনে একাই খেলা করছিল। সেই সময় অভিযুক্ত শিশুটিকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করে। শিশুটি চিৎকার করলে অভিযুক্ত তাকে পুনরায় তার বাড়িতে দিয়ে আসে। পরদিন শিশুটি নিজের যৌনাঙ্গে যন্ত্রণা অনুভব করলে তার মাকে আগের দিন অভিযুক্ত কী করেছে তা সবিস্তারে জানায়। এরপরেই শিশুটির পরিবারের তরফে নাগরাকাটা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর তার বিরুদ্ধে পকসো মামলা রুজু করে। মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় তৎকালীন সময়ে নাগরাকাটা থানার সাব-ইনস্পেকটর পরিতোষ বসাককে। মামলায় সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'ছয়জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

চা বাগানে চিতাবাঘের শাবক

চালসা, ১০ জানুয়ারি : চা বাগানে চিতাবাঘের শাবকদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। মেটেলি ব্লকের আইভিল চা বাগানের ডাঙ্গি ডিভিশনের ঘটনা। শুক্রবার দুপুরে চা বাগানের শ্রমিকরা কাজ করার সময় ৩৫ নম্বর সেকশনের একটি নালায় চিতাবাঘের তিনটি শাবককে দেখতে পান। খবর চাউর হতেই বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমান। বাগানবাবু অঞ্জন সমাজদার ঘটনাস্থলে আসেন। তিনিই বিষয়টি খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীদের জানান। খুনিয়া স্কোয়াডের তরফে চিতাবাঘের শাবকগুলিকে স্বস্থানে রেখে দিয়ে এলাকা খালি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপরই বাগানের তরফে ওই এলাকা খালি করে দেওয়া হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, কেউ যাতে অযথা শাবকগুলিকে বিরক্ত না করে সে বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়। উল্লেখ্য, এর আগেও ডাঙ্গি ডিভিশন চা বাগানে বহুবার চিতাবাঘের শাবকের দেখা পাওয়া গিয়েছে। চিতাবাঘের মৃতদেহও মিলেছে বাগানে।

চোলাই নষ্ট করল পুলিশ

বেলাকোবা, ১০ জানুয়ারি : শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলাতিপাড়ায় চোলাই তৈরির খবর পেয়ে শুক্রবার দুপুরে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। ফুলাতিপাড়ার বাসিন্দা আরতি রায়ের বাড়ি থেকে ৫০০ লিটার চোলাইয়ের পাশাপাশি তা তৈরির জন্য ব্যবহৃত ১০ কেজি গুড়, ট্যাবলেট, সিলভারের হাঁড়ি প্রভৃতি নষ্ট করা হয়। ওসি কুশাং টি লেপচার নেতৃত্বে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা এদিন অভিযান চালান। অন্যদিকে, পুলিশ এদিন শিকারপুর অঞ্চলের প্রধানপাড়া সংযোগ সড়কে নাকা চেকিং চালায়। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, বাইকে একাধিক আরোহীকে নেওয়া, লাইসেন্স না থাকার মতো নানা কারণে পাঁচজনকে জরিমানা করা হয়। ওসি জানান, জরিমানা হিসেবে আট হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে।

বিক্রিবাটার ফাঁকে খবরের কাগজে চোখ। শুক্রবার জলপাইগুড়ির কদমতলায়। ছবি : মানসী দেব সরকার

৪৫ লক্ষের গরমিল ধামাচাপার চেষ্টা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : কেউ দায় ঝেড়ে ফেলতে পুরোটা অস্বীকার করছেন। আবার কেউ ঘটনায় জড়িতদের বাঁচাতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে যেহেতু টাকার অঙ্ক ৪৫ লক্ষের বেশি তখন তা খুব সহজে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। ধূপগুড়ি পুরসভার অ্যাকাউন্টস বিভাগের কীর্তিকলাপ নিয়ে এখন এসব কানাঘুষো চলছে। একই দিনে একসঙ্গে চারজন ঠিকাদারের অ্যাকাউন্টে মোটা অঙ্কের টাকা দু'বার পাঠিয়ে দেওয়ার মতো গুরুতর বেনিয়ম পুরসভায় হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ব্যবস্থা নেওয়া দূরের কথা, উলটে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে পুরকর্তারা পুরো দায় ট্রেজারির ওপর চাপাতে ব্যস্ত। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'সবটা পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিষয়। এনিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করব না। এটুকু বলতে পারি এক্ষেত্রে পুরসভার তরফে কোনও গাফিলতি হয়নি।'

গত ৩০ ডিসেম্বর পুরসভার পাঠানো চালানের ভিত্তিতে ধূপগুড়ি পুরসভার চার ঠিকাদারের অ্যাকাউন্টে একই অঙ্কের টাকা জলপাইগুড়ি ১ নম্বর ট্রেজারি দু'বার পাঠায়। এদের মধ্যে একজনের অ্যাকাউন্টে প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ এবং বাকি তিনজনের অ্যাকাউন্টে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ, ১৪ লক্ষ এবং পাঁচ লক্ষের কিছু বেশি পরিমাণ টাকা দু'বার পাঠানো হয়। সব মিলিয়ে পুরসভার দেওয়া চালান অনুসারে ৪৫ লক্ষ টাকার বেশি সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে

ধূপগুড়ি পুরসভা

যায়। এদিকে, সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা যে বিলের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে তা পুরসভা থেকে হারিয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, পুরসভার অ্যাকাউন্টস বিভাগ থেকে সেই ফাইল হারিয়েছে। গত বছর অক্টোবর মাসে সেই ফাইল হারিয়ে যাওয়ায় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর তড়িঘড়ি আরেকটি বিল তৈরি করে তার ভিত্তিতে পেমেন্ট করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিল হারানোর পরও পুর অ্যাকাউন্টস বিভাগ বিন্দুমাত্র সতর্ক হয়নি।

পুরসভার কেউ এই গরমিল ধরতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ঠিকাদাররা বিষয়টি পুরসভার নজরে আনে। এদিকে, ট্রেজারিতে হিসেবে সরকারি তহবিলে মোটা অঙ্কের ঘাটতি ধরা পড়ে। এরপর শুরু হয় টাকা ফেরানোর গোপন প্রচেষ্টা। চলতি মাসের ৬ তারিখ চার ঠিকাদার দ্বিতীয়বার অ্যাকাউন্টে আসা টাকা পুরসভাকে ফিরিয়ে দেয়। এই বিষয়টি এখন সকলে মিলে ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত। ঠিকাদারদের অ্যাকাউন্টে ডাবল পেমেন্টের মতো বড় বেনিয়মে ধূপগুড়ি পুরসভার অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রদীপকান্তি রায়ের নাম জড়ায়। তিনি নিজের হাবভাবের জন্যে সহকর্মীদের মধ্যে 'ডিএম' নামে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে নিজের সঠিক বেতনের চাইতে অনেক বেশি বেতন নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এবিষয়ে প্রদীপের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি প্রশ্ন শুনে ফোন কেটে দেন। জলপাইগুড়ি ১ নম্বর ট্রেজারি অফিসার অনিলকুমার সাহানির কথায়, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

বিজেপির ধূপগুড়ি বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্ত পুরো ঘটনা নিয়ে নিরপেক্ষ উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের বিশ্বাস ধূপগুড়ি পুরসভায় এর আগেও এমন অনেক আর্থিক বেনিয়ম হয়েছে। এনিয়ে সিবিআই, ইডি'র তদন্তের দাবিতে আমরা লড়ব।'

মাংস-পোলাও খাওয়ালেন শিক্ষক

নাগরাকাটা, ১০ জানুয়ারি : নিজের জন্মদিনে চা বাগানের স্কুল পড়ুয়াদের পেটপুরে পোলাও-মাংস খাওয়ালেন প্রধান শিক্ষক। শেষ পাতে ছিল রসগোল্লার ব্যবস্থাও। পাশাপাশি এবছর চতুর্থ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনার আয়োজনও করা হয়। সবমিলিয়ে বানারহাটের ডায়না টিজি প্রাথমিক স্কুল শুক্রবার ছিল উৎসবময়। প্রধান শিক্ষক সুবল পাল বললেন, 'সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই আমাদের জগৎ। তাই নিজের জীবনের বিশেষ দিনটি খুদেদের সঙ্গেই উদযাপন করলাম।'

এদিন সূচি অনুযায়ী স্কুলের মিড-ডে মিলের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল ও সয়াবিনের তরকারি। তবে তার পরিবর্তে পোলাও, মাংস ও মিষ্টির আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ মেনুর খরচ প্রধান শিক্ষক নিজের পকেট থেকেই ব্যয় করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের ধূপগুড়ি ৪ নম্বর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শেফালি ওরাওঁ, ধূপগুড়ি পশ্চিম সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজদীপ সরকার প্রমুখ।

সহায়তা শিবির

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি সদর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশেষভাবে সক্ষমদের মধ্যে বিভিন্ন সহায়ক সরঞ্জাম বিলি করা হবে। জলপাইগুড়ি মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশেষ শিবির বসবে। হুইলচেয়ার, ক্রাচ, কানে শোনার মেশিন, নকল হাত, ট্রাইসাইকেল দেওয়া হবে। এই সুবিধা পেতে ৭৫৮৩৯৯৬৪৫ নম্বরে ফোন করে উপভোক্তাদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে বলে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে।

চিঠি

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জলপাইগুড়িতে এইমস-এর ধাঁচে হাসপাতাল তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠানো হল। নর্থবেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষ থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংগঠনের তরফে পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত জানিয়েছেন, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিষেবা প্রদানের উন্নতির কথা ভেবেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আপন মনে।।
অসমের কাজিরাঙ্গায় ছবিটি তুলেছেন যুবরাজ নন্দী।

প্রশাসনের অভিযান উপেক্ষা করে বালি পাচার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : গ্রামে দাপাদাপি তো ছিল আগেই। এবারে শহরে বালিবোঝাই গাড়ির দাপাদাপি ক্রমশই বাড়ছে। ইজারাহীন নদীর বেড থেকে নিয়মিতভাবে বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের লাগাতার অভিযানে মাঝে কিছুটা দৌরাত্ম্য কমলেও ফের তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

দপ্তর সূত্রে খবর, আশপাশের কোনও নদীতে এই মুহূর্তে ইজারা নেই। শুধুমাত্র ডাম্পিং করা বালি এদিক-ওদিক নিতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, ডাম্পিং করা বালি তো ভেজা থাকে না। আর যে বালি বোঝাই করে গাড়িগুলি শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তার অধিকাংশইই ভেজা। স্বাভাবিকভাবেই এটা স্পষ্ট যে নদী থেকে পিকআপ ভ্যানে লোড করে বালি পাচারের চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধূপগুড়ির বিএলএলআরও জয়দীপ ঘোষ রায় বলেন, 'ধারাবাহিকভাবেই অভিযান চালানো হয়। আবারও অভিযানে নামা হবে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

সম্প্রতি ডুডুয়া নদী থেকে বালি তুলে পাচারের সময় দেওমালি সংলগ্ন এলাকায় তিনটি গাড়ি আটক করেছিলেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। দেখা যাচ্ছে, লাগাতার অভিযান চালানোর সময় বালি পাচারচক্র রয়েসয়ে কাজ করে। কিন্তু অভিযান একটু ফিকে হতেই ফের রমরমা কারবার শুরু হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, জরিমানা করে প্রচুর রাজস্ব আদায় হলেও এক শ্রেণির অসাধু চক্র অভিযানের আড়ালেই বালি পাচার সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু ডুডুয়া নয়, আশপাশের বেশ কয়েকটি এলাকা থেকেই ইজারাহীন নদীর বেড থেকে দেদার বালি তুলে পাচার চালানো হচ্ছে।

যে কোনও বালি বা পাথরের গাড়ি চললে একটি চালান (ইজারা থাকলে) তৈরি হয়। কিন্তু অভিযানে নামলে দেখা যায়, নদীতে ইজারা না থাকায় কোনও গাড়িতেই সঠিক নথিও থাকে না।

তখনই জরিমানা করা হচ্ছে। বালি পাচারচক্রের একাংশ আবার এতটাই সক্রিয় যে অভিযানে নামা আধিকারিকদেরও মানতে নারাজ। সে কারণে অভিযানে নেমে সতর্কতা অবলম্বন করেই কাজ করতে হচ্ছে। সব দিক বিচার করে দপ্তরের আধিকারিকদেরও অভিযান নিয়ে বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

পদক্ষেপের দাবি

- দু'বার করে তাঁদের বাড়িতে সমীক্ষা হলেও আবাস থেকে অনেকেই বাদ
- বৃহস্পতিবার কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থান বিক্ষোভ
- বিডিওর ঘাড়ে দায় চাপালেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান
- প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য সহ অন্য কর্মীরা এদিন বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হন

> ধারাবাহিকভাবেই অভিযান চালানো হয়। আবারও অভিযানে নামা হবে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
>
> **জয়দীপ ঘোষ রায়**
> বিএলএলআরও, ধূপগুড়ি

সরকারি বোর্ডে ভুল বানান

হাসপাতালের বানান ভুল। বেলাকোবা-ফাটাপুকুর কলেজ মোড়ে।

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১০ জানুয়ারি : পূর্ত দপ্তরের লাগানো হাসপাতালের দিকনির্দেশক সাইনবোর্ডের ভুল বানান নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বেলাকোবা-ফাটাপুকুর কলেজ মোড়ে সাইনবোর্ডটি রয়েছে। মোড় থেকে প্রায় দেড়-দু'কিমি দূরে বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতাল। সেই মোতাবেক কলেজ মোড়ে পূর্ত দপ্তর যে দিকনির্দেশক সাইনবোর্ড লাগিয়েছে, তাতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে Hsopital. দীর্ঘদিন ধরে ভুল সাইনবোর্ড জ্বলজ্বল করছে, অথচ কারও নজরে পড়ছে না! প্রশ্ন উঠছে।

বোর্ডটি যেখানে রয়েছে, তার সামনেই শিক্ষা দপ্তরের এসআই অফিস। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কেউই মাথা ঘামাচ্ছে না। এই কলেজ মোড় দিয়ে একাধিক স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে। তাদের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। বিষয়টি শোনার পর ওই অফিসের এসআই সাজ্জাদ হোসেন বলেন, 'খুবই দুঃখজনক। এবং হাস্যকরও বটে। সংশোধনের জন্য আমি পূর্ত দপ্তরকে জানাব।' রানিনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক সরকারের মন্তব্য, 'ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। কিন্তু অবিলম্বে সংশোধন করা প্রয়োজন।' একইভাবে, জেলা পরিষদ সদস্য রণবীর মজুমদারের প্রশ্ন, 'এটা একটা সরকারি বোর্ড। কীভাবে ভুল বানান লেখা বোর্ড টাঙানো হল?' তিনিও পূর্ত দপ্তরকে জানাবেন বলে জানান।

পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সড়ক) অজয় সিংকে ফোনে পাওয়া যায়নি। দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুজিতকুমার দাস জানান, বোর্ডটি কোথায় রয়েছে জানালে সংশোধন করে দেওয়া হবে।

প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে আয়োজন

ময়নাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি জল্পেশ লক্ষ্মীকান্ত উচ্চবিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষ উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হল শুক্রবার। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন। এছাড়া অন্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় প্রমুখ। এদিন সকালে রাজেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিতে জল্পেশ মোড় থেকে জল্পেশ স্কুল ময়দান পর্যন্ত একটি দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অভিভাবকদের নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জল্পেশ বাজার পরিক্রমা করে।

এছাড়া স্কুলে একটি পুষ্প প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। শনিবারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশিষ্টদের সংবর্ধনা, যোগাসন প্রদর্শনী ইত্যাদি এবং সন্ধ্যায় উত্তরের দোতারা মিউজিক্যাল গ্রুপের অনুষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতন ও উৎসাহিত করতে ইসরো এবং ভিভিএম পরিচালিত স্পেস অন হুইলস প্রোগ্রামের গাড়িটি রবিবার সকালে স্কুলে এসে পড়ুয়াদের হাতেকলমে বিভিন্ন শিক্ষা দেবে। ওইদিন বিকেলে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় নানা শিল্পীদের অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বেঙ্গল সাফারিতে প্রাথমিকের পড়ুয়ারা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : পড়ুয়াদের বন্যপ্রাণী সম্পর্কে জানাতে এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বোঝাতে একদিনের শিক্ষামূলক ভ্রমণে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হল বেঙ্গল সাফারিতে। শুক্রবার কার্সিয়াংয়ের ডাউহিলের ফরেস্ট স্কুলের সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সদর দক্ষিণ মণ্ডলের ঝাঁকুয়াপাড়া ও ভোটেরবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্রছাত্রী শীতের সকালে বাসে করে হইহুল্লোড় করতে করতে পৌঁছোয় গন্তব্যে।

এদিন খুদেদের বেঙ্গল সাফারিতে বাঘ, ভালুক, হরিণ সহ বিভিন্ন পাখির সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। ভোটেরবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির রায়ন রায় বলে, 'বইয়ের মধ্যে বাঘ-ভালুকের ছবি দেখেছি। মোবাইলে ভিডিওতেও দেখেছি। কিন্তু এই প্রথম সামনে থেকে দেখলাম। খুব মজা লাগল।' অন্যদিকে, ঝাঁকুয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুরভি রায় বলে, 'বৃক্ষরোপণ করা কতটা জরুরি তা জানলাম। বর্তমানে কেন বাঁদর, হাতি, বাঘ বন ছেড়ে শহরে চলে আসছে তাও বুঝলাম। আমি ভেবেছিলাম ওরা খাঁচায় থাকবে, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলাম ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও বাচ্চাদের অনেক কিছু শেখার আছে বলেই মনে করেন অনেকেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বাচ্চারা সচরাচর শহরের বাইরে গিয়ে জগৎকে সেভাবে জানতে ও বুঝতে পারে না। তাই তো তাদের কথা চিন্তা করে এগিয়ে এসেছে বন দপ্তর। ভোটেরবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঘুনাথ দাস বলেন, 'আমরা সকলে সকলের পরিপূরক। কেউ কাউকে ছাড়া বাঁচতে পারি না। তা জানাতে ও বোঝাতেই এই উদ্যোগ। বন দপ্তরের সহযোগিতা ছাড়া কোনওভাবেই এই ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সম্ভব ছিল না।'

বেঙ্গল সাফারি থেকে বাড়ি ফেরার পথে শিশুদের মধ্যে সারাক্ষণ আলোচনা চলে বাঘ কীভাবে রোদ পোহাচ্ছিল, হরিণ কীভাবে ছোটাছুটি করছিল, আর ভালুকের রোদে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা। বলা বাহুল্য, গ্রামাঞ্চলের বাচ্চাদের মনে গভীরভাবেই দাগ কাটল এদিনের বেঙ্গল সাফারি।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে বেঙ্গল সাফারিতে পড়ুয়ারা। শুক্রবার।

জঙ্গলের মজা

- শুক্রবার বন দপ্তরের সহযোগিতায় প্রাথমিকের ১০ পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় বেঙ্গল সাফারিতে
- বাঘ, ভালুক, হরিণ সহ বিভিন্ন পাখির সঙ্গে পরিচয় করানো হয়
- বিভিন্ন পশুপাখি নিয়ে আলোচনা চলে খুদেদের মধ্যে

প্রতিবাদ

ময়নাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন উচ্চবিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ুয়াদের ভর্তির ক্ষেত্রে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি দিল এসএফআইয়ের ময়নাগুড়ি অঞ্চল কমিটি। তাদের দাবি, পড়ুয়াদের ভর্তির সময় সরকার নির্ধারিত ২৪০ টাকা ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছে ব্লকের বিভিন্ন স্কুল। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে দেখা করে এবিষয়ে আলোচনা করেন তাঁরা।

এরপর মোট ৩ দফা দাবিতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। অন্যান্য ফি-র নামে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া বন্ধ করা, যেসব স্কুলে ইতিমধ্যেই ওই টাকা নেওয়া হয়ে গিয়েছে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া প্রভৃতি দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের ময়নাগুড়ি আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি তন্ময় রায় জানান, দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা
বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা
সর্বাধিক প্রচলিত

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৩ সংখ্যা, শনিবার, ২৬ পৌষ ১৪৩১

‘ইন্ডিয়া’র ভবিষ্যৎ

দিল্লি বিধানসভা ভোটে গত তিনবারের মতো এবারও আপ, বিজেপি ও কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বদান্যতায় আপ-কংগ্রেস জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপির মোকাবিলা করবে। সেই ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে দুই শিবিরই সম্মুখসমরে নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে শেষ হাসি কারা হাসবে, তার জন্য ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই।

তবে আপ-কংগ্রেস দ্বন্দ্বের জেরে ভোটের মুখে ‘ইন্ডিয়া’ জোটকে ভেঙে দেওয়ার দাবি ওঠায় বিরোধী শিবিরের অন্দরের সমীকরণ ক্রমশ ঘোলাটে হচ্ছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে ইতিমধ্যে সমর্থন ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল, অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)। এই পরিস্থিতিতে জোট রেখে দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

ওমরের মতে ‘ইন্ডিয়া’ জোট যদি শুধু লোকসভা ভোটের জন্য করা হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে এই জোট ভেঙে দেওয়া উচিত। আর যদি বিধানসভা ভোটের জন্যও করা হয়ে থাকে, তাহলে সবার উচিত একসঙ্গে পথ চলা। ওমর যেটা বলেননি, সেটা তেজস্বী খোলসা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপিকে আটকানোর উদ্দেশ্যেই ‘ইন্ডিয়া’ তৈরি হয়েছিল। এখন আর সেই জোটের গুরুত্ব নেই।

অতীতে কংগ্রেসের অনেক নেতাও বলেছিলেন, সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির মোকাবিলায় ‘ইন্ডিয়া’ তৈরি হয়েছে। রাজ্য স্তরে কোনও জোট নেই। ‘ইন্ডিয়া’র সার কথা এটাই। রাজ্য স্তরে জোট নেই বলেই দিল্লিতে আপ-কংগ্রেসের দ্বৈরথ হচ্ছে। একই কারণে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল বনাম কংগ্রেস, কেরলে কংগ্রেস বনাম সিপিএমের দ্বন্দ্ব বর্তমান। রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট, চরিত্র আলাদা। লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা। এটাই ভারতীয় রাজনীতির চালচরিত্র, চেহারা।

এই বিষয়টিকে যেন ইচ্ছা করে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কোনও জোটে শরিকি টানাপোড়েন স্বাভাবিক। বড় শরিকের সঙ্গে বাকিদের মতান্তরও স্বাভাবিক। শুধুমাত্র সেই কারণে জোট ভেঙে দেওয়া অযৌক্তিক। ‘ইন্ডিয়া’য় বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। ওমর বেশ কিছু যুক্তিসংগত প্রশ্ন তুলেছেন। জোটের বৈঠক না ডাকা, জোটের অ্যাজেন্ডার অস্পষ্টতা, জোটের নেতৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে।

অতীতে ইউপিএ-র অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি ছিল। জোটের নেতৃত্ব স্পষ্ট ছিল। নিয়মিত জোটের বৈঠক হত। ‘ইন্ডিয়া’য় তেমন হয়নি। কংগ্রেস বড় শরিক বলে দায়িত্ব তাদের বেশি। এখনও পর্যন্ত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি হল না কেন, কেনই বা সংসদের অন্দরে ও বাইরে সমন্বয় রাখা হচ্ছে না ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব নেই। কংগ্রেস, তৃণমূল, আপ, সমাজবাদী পার্টি, সিপিএম ইত্যাদি সব দলই বিজেপিকে হারাতে চায়। কিন্তু তাদের কথায় ও কাজে পাহাড়সমান ফারাক। যা জোট রাজনীতিতে মানানসই নয়।

এনডিএ-তেও শরিকদের আবদার মাথায় রাখতে হয় বিজেপিকে। কিন্তু শরিকদের মধ্যে জেডিইউ এবং তেলুগু দেশম বাদে আর কোনও দল বিজেপির ধারেকাছে নেই বলে বিজেপির সুবিধা। নীতীশ, চন্দ্রবাবুর দল দেওয়া-নেওয়ার বাধ্যবাধকতায় বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। ফলে বিজেপিকে চটায় না। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের ছবিটা আলাদা। তৃণমূল, আপ, ডিএমকে, সিপিএম ইত্যাদি দল কোনও না কোনও রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কংগ্রেসের তুলনায় সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি’র প্রভাব বেশি। ফলে কংগ্রেস বড় শরিক হলেও ওই দলগুলির গুরুত্ব কম নয়। কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেই বলে তাদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা আঞ্চলিক দলগুলির পক্ষে সহজ। বিজেপির বিরুদ্ধে একক লড়াইয়েও কংগ্রেসের তুলনায় তৃণমূল, আপ, সমাজবাদী পার্টির স্ট্রাইক রেট বেশি। তাই ‘ইন্ডিয়া’ জোটে সমস্যা বাড়ছে। কংগ্রেস সহ সমস্ত শরিক নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় অধিক নজর না দিলে জোটের অস্তিত্ব বিলীন হতে বাধ্য।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

পাকিস্তানি বাঙালি : যন্ত্রণার চালচিত্র

বাংলাদেশে উথলে উঠছে পাকিস্তান প্রেম। অথচ পাকিস্তানে দু’লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আল জাজিরা চ্যানেলে বছর দুই আগে পাকিস্তানের দুই প্রতিভাবান জিমন্যাস্টকে নিয়ে তথ্যচিত্র দেখিয়েছিল। পাকিস্তানে দুজনে অপ্রতিরোধ্য। অথচ দেশের প্রতিনিধিত্ব করার কোনও অধিকার নেই করাচির ছেলেমেয়ে দুটির। কারণ? তাঁরা বাঙালি।

স্বপ্ন দেখেন দুজনে। এবং সেই স্বপ্ন মরে যেতে থাকে করাচির এক সুবিশাল বস্তির আবর্জনায়, পূতিগন্ধময় ড্রেনে।

বিমানে মুম্বইয়ে যাচ্ছেন হয়তো। ল্যান্ড করার সময় নীচে তাকালে অবশ্যই দেখেছেন ধারাভি বস্তি। মানুষ কত কষ্টে থাকে, তার ইঙ্গিত দিয়ে যায় ওই ভয়ংকর দৃশ্যমালা। একইরকম হিমশীতল অনুভূতি হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো বিমানবন্দরে নামার সময়। নীচে চোখে পড়বে ফাভেলা-- সেখানকার কুখ্যাত বস্তি। খুন, ছিনতাই, ড্রাগস পাচারই সেখানে জীবনের অন্য নাম।

করাচির ওই মচ্ছর বস্তি এমনই ভয়ংকর। দিনে-দুপুরে আতঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে। ৭ লক্ষ লোক সেখানে। অন্তত ৬৩ শতাংশ স্পষ্ট বাংলায় কথা বলেন। এমন আরও তিনটি বস্তি পাবেন করাচিতে। এসআইটিই টাউনে চিটাগং কলোনি। অন্যদিকে মুসা কলোনি। সর্বত্র এখনও বাংলায় কথা বলে লোক। কতদিন পারবে জানি না।

এখানকার অন্য নাম ভয়াবহ দারিদ্র্য। ঘুপচি বাড়ি, উপচে পড়া নর্দমা চারদিকে, রাস্তা হয়নি অনেক জায়গায়। করাচিতে লোকের বাড়ি বাড়ি রান্না করে, পরিচারকের কাজ করে তাঁদের রোজগার। অথচ এত বছরেও এঁদের নাগরিকত্ব দেয়নি পাক সরকার। আগে দেওয়া পরিচয়পত্র তুলে নেওয়া হয়েছে অনেক বছর। মাঝে মাঝেই পুলিশ এসে বলে, পরিচয়পত্র দেখাও। না দেখাতে পারলেই ঘুষ দিতে হয়। তাঁরা কার্ড না থাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না, পারেন না ভালো স্কুলে ছেলেদের পাঠাতে। সরকারি চাকরি জোটে না, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধেও। হাজার ঝামেলা, হাজার কৈফিয়ত।

তাঁরা তাহলে কোন দেশের নাগরিক, এতদিনেও মীমাংসা হয়নি। সরকারি কার্ড না পাওয়ায় ক্লাস এইটের পর পড়াশোনা বন্ধ। ভর্তিই নেবে না স্কুল। ভবিষ্যৎ? শুধু লোকের বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করা। মচ্ছর কলোনির কিছু মহিলা রাত তিনটে থেকে চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়ান প্রচুর কষ্ট করে। ১০ কেজি চিংড়ির খোসা ছাড়ালে মেলে ১৫০ টাকা। বরফে রাখা মাছ নিয়ে কাজ করলে হাতের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। কিছু করার নেই, স্বামী বেকার। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায় আরব সাগরে।

তিনটি বস্তিকেই করাচির লোকে বলে ‘মিনি বাংলাদেশ’। আর একটা জায়গা আছে ওরাঙ্গি টাউন। সেখানে বাংলাদেশের বিহারি মুসলমানরা ১৯৭১ সালের পর এসে ডেরা বাঁধেন।

দুটো কারণে এই অসহায় পাকিস্তানি বাংলাদেশিদের কথা মনে পড়ল এই সময়।

এক, বিদ্বেষের বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রীতি রাতারাতি অবিশ্বাস্য বেড়ে গিয়েছে। পাকিস্তানই যেন স্বর্গ। মুজিবুরের মুক্তিযুদ্ধকে অকথ্য গালাগাল দিয়ে ওই সময়ের রাজাকারদের বন্দনা চলছে দেশে। অনেকেরই ধারণা, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হলে নাকি সব সমস্যার সমাধান অনিবার্য।

দুই, নির্বাসিত লেখক তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রতিকতম পোস্ট। সেখানে তিনি এই বাংলাদেশি পাকিস্তানিদের দুর্দশা নিয়ে সোচ্চার।

তসলিমা শুরুই করেছেন এভাবে, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী-মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যে বাঙালিরা পাকিস্তানের প্রেমে দিশেহারা, তাঁরা তো ইচ্ছে করলেই পারেন পাকিস্তানে চলে যেতে। বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার চেষ্টা না করে খোদ পাকিস্তানেই তো বাস করা উত্তম।’ তাঁর যুক্তি অকাট্য, ‘যে বাঙালিরা ইউরোপকে ভালোবাসে, তারা ইউরোপে গিয়ে বাস করছে। যারা আমেরিকাকে ভালোবাসে, তারা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছে। যারা মধ্যপ্রাচ্যে বাস করতে চায়, তারা সেখানে বাস করছে। পাকিস্তানে ৩০ লক্ষ বাঙালি বাস করেন, সুতরাং সেটল করতে কোনও অসুবিধেই হবে না। বাঙালিরা যে-সব বস্তিতে বাস করেন, তাঁরাও বাস করতে পারেন সেসব নোংরা বস্তিতে।’

তসলিমার পরবর্তী বিদ্রুপ, ‘পাকিস্তান তাঁদের কোনও পাসপোর্ট দেবে না, কোনও জাতীয় পরিচয়পত্র দেবে না, তাতে কী! এমন পবিত্র ইসলামিক রাষ্ট্রে বাস করলে পুণ্য অর্জন তো হবে। পুণ্যের বোঝা ভারী হলে শর্টকাটে বেহেস্তও তো তাঁরা পেয়ে যাবেন। তবে আর দেরি কেন?’

বছর দেড়েক আগে পাকিস্তানের নামী কাগজ ট্রিবিউন এক রিপোর্ট করেছিল করাচির বাংলাভাষী মহিলাদের যন্ত্রণা নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছিল, তিরিশ লক্ষ বাঙালি বাস করেন পাকিস্তানে। মচ্ছর কলোনিতেই সংখ্যাটা ৮ লক্ষ। সালমা, নুরিন নূর মহম্মদ, নাজমা বিবিরা সেখানে উজাড় করে বলেছিলেন যন্ত্রণার কথা। কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায়। সাংবাদিক আলিয়া বুখারি কথা বলেছিলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক মুনিস আহমারের সঙ্গে। তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন, ‘১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর অধিকাংশ বাঙালি পাকিস্তান ছেড়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলেন। যাঁরা থেকে গিয়েছেন, তাঁদের বারবার দুটো জিনিসের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। দারিদ্র্য এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের যুদ্ধ।’

পাক অধ্যাপক ছিলেন ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল সায়েন্সের প্রাক্তন ডিনও। তাঁর বিশ্লেষণে উঠে আসে নতুন তথ্য, ‘সত্তর দশকের শেষদিকে আর আশির দশকে ১০ লক্ষ বাংলাদেশি পাকিস্তানে ফিরে এসেছিলেন এখানে থাকবেন বলে। এখানে ভবিষ্যৎ ভালো হবে বলে। ভালো চাকরি মিলবে বলে। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খারাপ দেখে অধিকাংশই হতাশ হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান। যাঁরা থেকে গিয়েছেন, তাঁরা মারাত্মক অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন।’

আল জাজিরার ২০২১ সালের এক রিপোর্টের শিরোনাম ছিল-- স্টেটলেস ও হোপলেসঃ দ্য প্লাইট অফ এথনিক বেঙ্গলিজ অফ পাকিস্তান। কোনও গোদি মিডিয়া নয়, হিন্দুত্ববাদী কাগজ নয়। কাতারের আল জাজিরা মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বাসযোগ্য মিডিয়া। সেখানে হাজিরা মরিয়ম কথা বলেছিলেন পাকিস্তান বেঙ্গলি অ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান শেখ মুহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে। তাঁর অভিযোগ চাঞ্চল্যকর, ‘পাকিস্তানিরা আমাদের ভিনদেশি, শরণার্থী বলে দাগিয়ে দেয়। আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। আমরা বাঙালি, কিন্তু পাকিস্তানি বাঙালি। আমাদের অধিকাংশেরই আইডি কার্ড দেওয়া হয়নি। যদিও ১৯৭১ সালের যুদ্ধের আগে থেকে ওরা আছে পাকিস্তানে।’

এই আইডি কার্ড নিয়ে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা রয়েছে, যার কেন্দ্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দুই প্রাক্তন নারী রাষ্ট্রনায়ক। বেনজির ভুট্টো ও খালেদা জিয়া। বেনজির এই পাকিস্তানি বাঙালিদের বাংলাদেশে তাড়াতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। একবার দুটো বিমানভর্তি পাকিস্তানি বাঙালিদের পাঠিয়েও দেন বাংলাদেশে। ঢাকায় পৌঁছোনোর পর খালেদা জিয়ার সরকার তাঁদের আটকে দেয়। বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানি বাঙালিদের।

বেনজির ও ইমরান খানের যত রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকুক, এখানে তাঁরা একই পথের পথিক। ভোটে জেতার আগে ইমরান বলেছিলেন, ‘পাকিস্তানি বাঙালিদের নাগরিকত্ব দিতে হবে।’ ভোটে জিতেই সব ভুলে গিয়েছেন। বাংলাদেশিদের মতোই দুর্দশা পাকিস্তানে বার্মিজ ও ইরানিয়ানদের।

পাকিস্তানে থেকে যাওয়া বাংলাদেশিদের একটা ম্যানুয়াল কার্ড দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। প্রথমদিকে মোটামুটি চলে যেত ওই কার্ডে। সমস্যা শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে। পাকিস্তান যখন থেকে ন্যাশনাল ডেটাবেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অথরিটি (নাদরা) তৈরি করল। শুরু হল আইডি কার্ডের ডিজিটাইজেশন। এবং পাকিস্তানি বাঙালিদের সর্বনাশের শুরু। তাঁদের বলা হল, নাগরিক পরিচয় দেওয়ার মতো উপযুক্ত প্রমাণপত্র নেই।

পাকিস্তানি বাঙালিদের এত দারিদ্র্য ও অস্তিত্বের সংকটে দিন কাটলেও এঁদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছে বিশিষ্ট নাম। ঢাকার শেষ নবাব খোয়াজা হাসান আসকরি জন্মেছিলেন ঢাকায়। শুয়ে আছেন করাচির সেনা কবরখানায়। মুহাম্মদ মাহমুদ আলম জন্মেছিলেন কলকাতায়। পঁয়ষট্টির যুদ্ধে এক মিনিটে ভারতের পাঁচটা যুদ্ধবিমান শেষ করার বিশ্বরেকর্ড তাঁর। তিনিও শেষশয্যা নিয়েছেন করাচিতে।

নামী পপ গায়ক, হাওয়া হাওয়া গানের স্রষ্টা হাসান জাহাঙ্গির গানের জগতে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন করেন বাংলা গান ‘দোল দোল দোলুনি’ দিয়ে। পাকিস্তানের সুপারস্টার জুটি রহমান ও শবনম বাংলার মতো উর্দু ছবি করেছেন অনেক। শবনমের আসল নাম ঝর্ণা বসাক, তাঁর স্বামী সুরকার রবিন ঘোষ। মেহদি হাসান তাঁর মৃত্যুশয্যায় শবনমের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। ২৮ বছর পাকিস্তানের এক নম্বর অভিনেত্রী থাকা সেই শবনম আজ ঢাকায়, কাগজে তাঁর খবরও বেরোয় না।

সিলেট-কন্যা রুনা লায়লা ১৯৭৪ পর্যন্ত পাক নাগরিক ছিলেন। পাকিস্তানি ফিল্মে প্রচুর গান। তাঁর মা গায়িকা অনিতা সেন হিন্দু, মামা বাঙালির প্রিয় গায়ক সুবীর সেন। শাহনওয়াজ রহমতুল্লা পাকিস্তানের সবচেয়ে পরিচিত দুটি দেশপ্রেমের গান গেয়েছিলেন। জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান এবং সোহনি ধরতি। পরে চলে যান জন্মভূমি ঢাকায়। গজলে পাকিস্তান মাতানো মুন্নি বেগম তো মুর্শিদাবাদের মেয়ে।

রাজনীতিতে আসুন। বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফজলুল হক পাকিস্তানি বাঙালির দলে পড়বেন। পাকিস্তানের দুই প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলি বোগরা (জন্ম বগুড়া) খোয়াজা নাজিমুদ্দিন (জন্ম ঢাকা)-ও। সেই অর্থে জিন্না-ঘনিষ্ঠ রাজনীতিক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও পাকিস্তানি বাঙালি। যদিও মোহভঙ্গ হলে দুজনেই ফিরে আসেন এই বাংলায়।

এই যে এত এত স্মরণীয় নাম পাকিস্তানি বাঙালিদের মধ্যে। তারপরেও কেন আজকের পাকিস্তানে বাঙালিদের চরম হেনস্তা? পদ্মাপারে পাক প্রেমিক বাঙালিরা এই কথাগুলো ভাবলে বাংলাদেশেরই মঙ্গল।

আজ

১৯৬৬

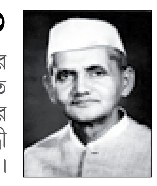

আজকের দিনে প্রয়াত হন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

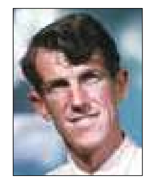

২০০৮

পর্বতারোহী এডমন্ড হিলারি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

‘ওয়াকফ’ শব্দটি দেখলেই তদন্ত করে দেখা হবে, আসলে কার নামে জমি ছিল। তারপর সঠিক মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার খারাপ কিছু নয়। বিতর্কিত স্থাপনাগুলিকে মসজিদ বলা উচিত নয়। ভারত কখনও মুসলিম লিগের মানসিকতা মেনে চলবে না।

- যোগী আদিত্যনাথ

ভাইরাল/১

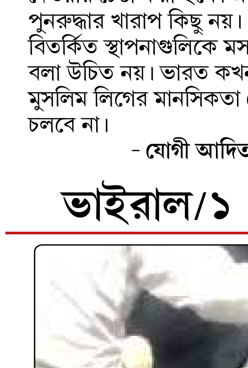

যাত্রীকে ট্রেনের কোচ অ্যাটেনডেন্ট ও টিটিই মারছেন—ভিডিও ভাইরাল। অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে মদ খেয়ে যাত্রীটি মহিলাদের প্রতি অশালীন হলে প্রথমে অ্যাটেনডেন্ট ও পরে টিটিইর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। ঘটনায় যাত্রী ও টিটিই গ্রেপ্তার।

ভাইরাল/২

১২ ফুটের বিশাল ব্ল্যাঙ্কেট রুটির ভিডিও ভাইরাল। একজন ময়দার লেচি কিছুটা বেলে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে বিশাল আকার দিয়ে লোহার চোঙের ওপর বিছিয়ে দিলেন। চোঙের মাঝেই কাঠের আগুন। কিছুক্ষণের মধ্যে রুটি তৈরি।

উত্তরের পাঁচালি

পাথরে ইতিহাস

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বানগড়। ভক্ত প্রহ্লাদের বংশধর রাজা বাণ ছিলেন শিবের উপাসক। মহাভারতের যুগে পুনর্ভবা নদীতীরে ছিল এই রাজার রাজধানী বাণগড়। অজ্ঞাতবাস পর্বে সস্ত্রীক পঞ্চপাণ্ডব ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে। এলাকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রচুর। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সেই খোঁজে ব্যস্ত। এখানে থাকা একটি পাথর উল্লেখযোগ্য। এখানকার সর্বোচ্চ ঢিপির ওপর সেটি রয়েছে। সুড়ঙ্গের মুখ চাপা দিতে সেটি ব্যবহার করা হয়েছিল। কথিত আছে, বাণরাজার রাজপ্রাসাদ থেকে একটি সুড়ঙ্গ ধলদিঘি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুড়ঙ্গের পথ ধরে বাণরাজার পরিবারের মহিলা সদস্যরা ধলদিঘিতে স্নানে যেতেন। স্নান সেরে এই পথেই রাজপ্রাসাদে ফিরতেন। শত্রুর আক্রমণের সময় সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে সেই পথকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বাণরাজ্য আজ নেই। ঢিপির নীচে চাপা পড়েছে সবকিছু। পাথরটি কিন্তু এখনও বর্তমান। মনে করা হয় পাথরটির যতটুকু মাটির উপরে আছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। জায়গাটি খোঁড়া হলে হয়তো পাথরটির প্রকৃত আকার জানা যাবে, ঐতিহাসিক বহু তথ্যও মিলবে। এলাকা আপাতত সেই অপেক্ষাতেই।

নজরে।। বাণগড়ের সর্বোচ্চ ঢিপিতে থাকা পাথর।

–অজিত ঘোষ

সৃষ্টিসুখে বুঁদ

সুবল সূত্রধর।

সুবল সূত্রধর কোচবিহার শহরের ১ নম্বর কালীঘাট রোডের বাসিন্দা। বাবা নৌকা বানানো ছাড়াও হাতের নানা কাজে পারদর্শী ছিলেন। সেই দেখেই সুবলের হাতের কাজের প্রতি দারুণ টান। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় জেলা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে সবার প্রশংসা কুড়োন। স্কুলে পড়াকালীন কর্মশিক্ষায় সবসময়ই সেরা হতেন। কলকাতায় গিয়ে রাজ্য স্তরে হস্তশিল্পমেলায় শামিল হওয়া। সুবল সেখানে কাঠ দিয়ে বিশেষ দড়ি বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সুবলের সৃষ্টির প্রশংসা এরপর উত্তরোত্তর ছড়িয়েছে। দিল্লিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক হস্তশিল্পমেলায় অংশ নেন। প্রশংসা ঝুলিতে আরও প্রাপ্তি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। একটা সময় জীবন বেশ প্রতিকূল হলেও সুবল তাঁর প্যাশনকে আঁকড়ে থেকেছেন। কাঠ দিয়ে অনায়াসে মিনি রেপ্লিকা বানাতে পারেন। এবারের রাসমেলায় সুবলের সৃষ্টি মিনি রাসচক্র সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কাঠের কাজকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাতজনকে সঙ্গী করেছেন। লক্ষ্য, হস্তশিল্পের উন্নয়নকে পাখির চোখ করে একটি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্তি।

-ভাস্কর সেহানবিশ

‘উত্তরের পাঁচালি’ বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

নিয়ন্ত্রিত ভয় পাওয়াই পছন্দের বিনোদন

বাংলা গল্পে তন্ত্র এখন ট্রেন্ডিং। সিনেমা হিট হয় বন্দুক দিয়ে নয়, রামদা-ভোজালি দিয়ে কতগুলো মুণ্ডু কাটা গেল তার ওপর।

কৌশিক দাম

‘সেই সাপ জ্যান্ত, গোটা দুই আনতো’ সেই কবে থেকে আমরা সেই সাপ পছন্দ করি, যার বিষ নেই, অর্থাৎ ভয় পেতে ভালোবাসি। আমাদের, আরও ভালো করে বলতে গেলে নিয়ন্ত্রিত ভয় পাওয়া আজ সবচেয়ে পছন্দের বিনোদন।

বাংলা গল্পে তন্ত্র, বলি এখন ট্রেন্ডিং। সিনেমা হিট হয় বন্দুক দিয়ে নয়, রামদা-ভোজালি দিয়ে কতগুলো মুণ্ডু কাটা গেল তার ওপর। খবর সেটাই বেঁচে থাকে, যেটায় প্রচুর পাশবিক নির্যাতন থাকবে বা কোনও সাইকো দৃষ্টিকোণ থাকবে। দিনশেষে একটা ভয় খুব ভালো বিক্রি হয়।

স্কুইড গেমের মতো ওয়েব সিরিজ সুপার হিট, যেখানে মানুষ মরবে আর মজা দিয়ে যাবে দর্শককে, আর সবচেয়ে বড় রিয়েলিটি শো তো কয়েকদিন আগেই শেষ হল পৃথিবীতে, যেখানে মানুষ দেখল পাড়ায় পাড়ায় মৃত্যুমিছিল, স্তূপাকার লাশে পেট্রোল দিয়ে পোড়ানো, অথবা নদীর জলে ভেসে বেড়ানো কিছু দুর্ভাগার দেহ, তাই মঞ্চ তৈরিই আছে। এবার এই মঞ্চে যে কোনও হিট সিনেমার মতো সিক্যুয়েল আনার খবর দিতে পারলেই সুপার হিট, ‘আবার আসছে সেই মুখোশ চাপা দিন।’

সোশ্যাল মিডিয়া দেখলেই দেখা যাচ্ছে একটা নাম এইচএমপিভি। হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস, অনেকেই বলছেন নতুন ভাইরাস। কিন্তু ইন্টারনেট দেখাচ্ছে ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডসে একজন চিকিৎসক ভাইরাসকে চিহ্নিত করেন। আরও ভালো করে জানলে জানা যাবে এটির দাদু বা তার ঠাকুরদার বাবা ১০০ বছর ধরে এই পৃথিবীতে আছেন বা ছিলেন। উনি নতুন নন। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন, বিগত কিছু বছরে কিছু সিরিয়াস রোগীর কয়েকটা টেস্ট করলে তখনও হয়তো এই ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেলেও যেতে পারত।

এই টেস্টগুলোর গড় খরচ নাকি প্রায় পনেরো হাজার টাকা। এবার ভাবা দরকার শীতকালে লালমোহনবাবুর মাঙ্কি টুপি পরেও হাঁচি-কাশিতে ভোগেনি কোন বাঙালি? ওষুধ খেলে সাতদিনে সেরে গিয়েছে। না খেলে এক সপ্তাহ লেগেছে সারতে। কিন্তু নোবেল করোনা এখন কোনও কিছুকেই নর্মালভাবে নিতে দিচ্ছে না, আসলে ভাইরাসের মার্কেট এখন গরম অথচ নিউমোনিয়াতে বেশি মারা যাচ্ছে মানুষ ব্যাকটিরিয়ায়, অনেক বেশি মানুষ মারা যাচ্ছেন জীবাণু আক্রমণে। কিন্তু এদের দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না।

এবার ক্ষুধার্ত শিয়ালের সামনে আপনি যদি একটা নধর মুরগি রাখেন, তাহলে খাওয়ার জন্য খুব দোষ দেওয়া যায়? এরকম চললে ভয় দেখানো যাদের ব্যবসা, তারা তো একটা হরর প্লট লিখবেই। তারা আপনাকে বাধ্য করবে সাধারণ সর্দিকাশিতে ২০ হাজার টাকার টেস্ট, আর অনেক অপ্রয়োজনীয় কিছু।

এবার আমরা তাই বলে সবাই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব এটাও হবে না। কারণ অনেক রাজ্য সরকার কিছু বিধিনিষেধ নিতে বলেছে, আর তারা সেটা এমনি এমনি নিশ্চয়ই করেনি।

তাই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে। সতর্ক থাকতে হবে প্যানিক না করে, কারণ এবার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বাড়ির সবচেয়ে ছোট্ট সদস্যদের। যারা কিছু বুঝতে পারে না। এবার কিছুতেই একলা ঘরকে নিজের দেশ বানাতে দেওয়া যাবে না, নিজেকে বা নিজের প্রিয় মানুষগুলোকে কিছুতেই পণ্য হতে দেওয়া যাবে না।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৩৭

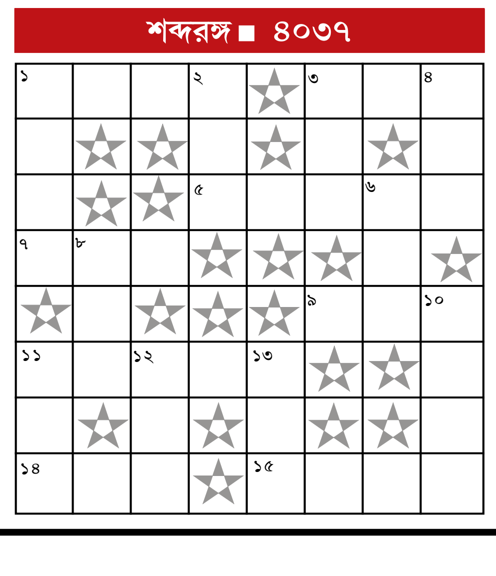

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। দুর্মূল্য, চড়া দামের ৫। মাসের সমাপ্তি, মাসের শেষ দিন ৭। অল্প গরম, কুসুমকুসুম গরম ৯। মোটা পশমের কাপড় ১১। সর্বসাধারণ, সাধারণ মানুষ ১৪। বিপ্লব ১৫। মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু।

উপর-নীচ : ১। সংযতবাক, অল্পভাষী ২। মহত্ত্ব, গৌরব, মাহাত্ম্য ৩। ক্ষুদ্রমালা ৪। ভারতীয় নয়, তারওয়ালা বিদেশি বাদ্যযন্ত্র ৬। ছলছুতো, অজুহাত, অছিলা ৮। বিষ্ণু-উপাসক, কণ্ঠিধারী ১০। স্বচ্ছন্দ, দ্রুত অগ্রগতিসূচক, জলস্রোতের বয়ে যাওয়ার শব্দ ১১। মানসিক চাঞ্চল্য, তীব্র মানসিকভাব, ব্যাকুলতা ১২। অতি মূল্যবান রত্ন বা মণি, বিষ ১৩। শিক্ষা, অভ্যাস, ট্রেনিং।

সমাধান ■ ৪০৩৬

পাশাপাশি : ১। শোণিত ৩। কশা ৫। কড়ে ৬। আতপ ৮। তরিক ১০। মঞ্জিমা ১২। লাজুক ১৪। হাবা ১৫। মত্ত ১৬। দস্তুর।

উপর-নীচ : ১। শোহরত ২। তকতক ৪। শাশ্বত ৭। পর্ণ ৯। পলা ১০। মতবাদ ১১। মান্যবর ১৩। জুলুম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফিরল বাঘ

গত কয়েকদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠ গ্রামের বাসিন্দাদের চিন্তায় ফেলেছিল একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অবশেষে শুক্রবার সে তার নিজের ডেরায় ফিরে গেল।

সাধুর চিকিৎসা

গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন উত্তরপ্রদেশের এক সন্ন্যাসী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ডায়মন্ড হারবারের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে। চিকিৎসার পর তাঁকে গঙ্গাসাগরে পাঠানো হয়।

জখম ৪

ফের কলকাতায় বেসরকারি বাসের রেষারেষিতে জখম হলেন এক শিশু সহ চারজন। শুক্রবার সকালে মহাত্মা গান্ধি রোড সংলগ্ন বড়বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

তৃণমূলে যোগ

কেরলের নীলাম্বুর কেন্দ্রের নির্দল বিধায়ক পিভি আনভার তৃণমূলে যোগ দিলেন। শুক্রবার কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে স্বাগত জানান।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বঙ্গে স্কুলছুট শূন্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও স্কুলছুট নেই। এই দাবি রাজ্য সরকারের নয়। খোদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্টে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও পড়ুয়া মাঝপথে স্কুলছুট হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, কেরল ও তামিলনাড়ু। রিপোর্ট অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি স্কুলছুট বিহারে। সেখানে ৮.৯ শতাংশ পড়ুয়া স্কুলছুট হয়েছে। এছাড়াও বিজেপি শাসিত রাজস্থানে (৭.৬ শতাংশ), অসম (৬.২ শতাংশ), মেঘালয় (৭.৫ শতাংশ) ও অরুণাচলপ্রদেশে (৫.৪ শতাংশ)। শুধু প্রাথমিক নয়, উচ্চমাধ্যমিকেও স্কুলছুটের হিসাবে সবার আগে আছে বিহার। সেখানে ২৫.৯ শতাংশ পড়ুয়া স্কুলছুট হয়েছে। রাজ্যকে লাল তালিকাভুক্ত করেছে কেন্দ্র।

প্রাথমিক শিক্ষায় এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পরে খুশি রাজ্য সরকার। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'রাজ্য সরকার শিক্ষাকে যে গুরুত্ব দেয় ও পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করে তুলেছে, তারই ফল এটা। এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে। ফলে এখানে আশাকরি বিরোধীরা কিছু বলতে পারবে না।' নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, মূলত কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথীর মতো প্রকল্প এই রাজ্যে কার্যকর হওয়ার কারণেই স্কুলছুটের হার শূন্যে নেমে এসেছে। এই প্রকল্পগুলির ফলে পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে আরও আগ্রহী হয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডও ছাত্রছাত্রীদের কাছে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি করেছে।

তবে প্রাথমিকে স্কুলছুটের নিরিখে রাজ্য অনেক এগিয়ে থাকলেও তাদের চিন্তায় রেখেছে মাধ্যমিক স্তর। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ১৭.৮৫ শতাংশ পড়ুয়া স্কুলছুট হয়েছে। যা যথেষ্ট উদ্বেগের। তবে মাধ্যমিকে স্কুলছুটেও সবার আগে আছে বিহার। সেখানকার ২৫.৬৩ শতাংশ পড়ুয়া মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুট হয়েছে। এছাড়া অসম (২৫.০৭ শতাংশ), কর্ণাটক (২২.০৯ শতাংশ), মেঘালয় (২২ শতাংশ), গুজরাট (২১.০২ শতাংশ), লাদাখ (১৯.৮৪ শতাংশ), অরুণাচলপ্রদেশ (১৯.২৯ শতাংশ), সিকিম (১৯.০৫ শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ (১৭.৬৯ শতাংশ), ছত্তিশগড় (১৬.২৯ শতাংশ), মণিপুর (১৫.৩০ শতাংশ) ও ঝাড়খণ্ডে (১৫.১৬ শতাংশ) স্কুলছুট হয়েছে। নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, আগামী দিনে এই সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি করে পেলে স্কুলছুটের হার অনেক কমে যাবে।

বাজিমাত

- ২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য উঠে এসেছে
- পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তালিকায় রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, ওড়িশা প্রভৃতি
- সবচেয়ে বেশি স্কুলছুট বিহারে

> রাজ্য সরকার শিক্ষাকে যে গুরুত্ব দেয় ও পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করে তুলেছে, তারই ফল এটা। এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে। ফলে এখানে আশা করি বিরোধীরা কিছু বলতে পারবে না।
>
> **ব্রাত্য বসু** *শিক্ষামন্ত্রী*

শান্তনু ও আরাবুলকে সাসপেন্ড

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডের সময় থেকেই দলের সুনজরে ছিলেন না তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন। একইসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সওকত মোল্লার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছিলেন ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম। এরপরই শান্তনু সেন ও আরাবুল ইসলামকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। দলের অন্যতম মুখপাত্র তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এক ভিডিওবার্তায় এই কথা জানিয়েছেন। শুক্রবারই তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকের পরই জয়প্রকাশ ভিডিওবার্তায় বলেন, 'দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' তবে কী কারণে এই দু-জনকে বহিষ্কার করা হল, তা তিনি স্পষ্ট করেননি। এদিন রাত পর্যন্ত শান্তনু সেন বা আরাবুল ইসলাম এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াও দেননি।

আরজি কর আন্দোলনে প্রথম মুখ খুলেছিলেন শান্তনু সেন। তাঁর নিশানায় ছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। এমনকি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তারপরই তৃণমূলের মুখপাত্র পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দল যে তাঁর ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয়, তা অনেকদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল। অবশেষে শান্তনুকে সাসপেন্ড করল দল। আরাবুল ইসলামকে নিয়েও বারবার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে দলকে। আইএসএফ কর্মী খুনের অভিযোগে গত বছর ৮ ফেব্রুয়ারি কাশীপুর থানার পুলিশ আরাবুলকে গ্রেপ্তার করে। সাত মাস জেলে কাটিয়ে তিনি জামিনে মুক্তি পান। ১ জানুয়ারি আরাবুলের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে সওকতের বিরুদ্ধে। তখন থেকেই দু-পক্ষের কাদাছোড়াছুড়ি হচ্ছিল। তারপরই দল থেকে সাসপেন্ড করা হল তৃণমূলের এই 'তাজা নেতা'কে।

কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি পেল সিবিআই। শুক্রবার সিবিআইকে নিম্ন আদালতের বিচারক জানিয়ে দেন, ২১ জানুয়ারি সুজয়কৃষ্ণকে আদালতে পেশ করে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন তদন্তকারীরা। তবে সুজয়কৃষ্ণের অনুমতি থাকলে তবেই এই কাজ করা যাবে। এদিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতিও দিয়েছে আদালত।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল সিবিআই। সেই আবেদন এদিন গ্রহণ হয়। এই মামলায় ৫৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। তারপরই সিবিআইয়ের আবেদনে সাড়া দিয়েছে নিম্ন আদালত। চার্জ গঠন সম্পন্ন হওয়ার যুক্তিতে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন পার্থর জামাই। এদিন বিচারক জানান, বিদেশ যেতে কোনও বাধা নেই কল্যাণময়ের।

ধান চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি। শুক্রবার নদিয়ায়। - পিটিআই

সীমানাহীন এলাকা পছন্দ দুষ্কৃতীদের

বিএসএফের চিন্তা বাড়ছে নদী সীমান্তে

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশের কাঁটাতারবিহীন নদী সীমান্ত এলাকা চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে। মূলত উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানা এলাকায় থাকা সোনাই নদী চোরাচালানের বড় রুট হয়ে উঠেছে। এখানে কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। একইসঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকায় রাস্তা অপরিসর হওয়ায় টহলদারিরও সমস্যা রয়েছে। সেই সুযোগ নিয়েই চোরাচালানকারীরা এই এলাকাকে বেছে নিয়েছে। সিসিটিভি, ফ্লাড লাইট বসিয়েও সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। মূলত শীতকালে দৃশ্যমানতা এতটাই কম থাকছে যে, সেই সুযোগ নিয়ে চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে। বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এলাকাভুক্ত ৯১৩ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ৫৫০ কিলোমিটার স্থলসীমানা। বাকি জলসীমানা। স্থলসীমানার প্রায় ৫০ শতাংশ এবং জলসীমানার প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মূলত সীমানাহীন এলাকাকেই চোরাচালানের জন্য বেছে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেই কারণে এই এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি নীলোৎপলকুমার পান্ডে বলেন, 'চোরাচালানকারীরা স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়েই তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। শীতকালে খুব কম দৃশ্যমানতা আরও সমস্যায় ফেলছে। তা সত্ত্বেও আমরা সীমানা এলাকায় টহলদারি বাড়িয়েছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিওপিতে বসে কোনও এলাকায় চোরাচালানের ঘটনা নজরে আসার পর বাহিনী সেখানে পৌঁছোনোর আগেই চোরাচালানকারীরা গা-ঢাকা দিচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ তাদের মদতও করছে।'

> সীমানা এলাকায় টহলদারি বাড়িয়েছি। চোরাচালানের ঘটনা নজরে আসার পর বাহিনী সেখানে পৌঁছোনোর আগেই চোরাচালানকারীরা গা-ঢাকা দিচ্ছে।
>
> **নীলোৎপলকুমার পান্ডে** *ডিআইজি*

২০২৩ সালের ৫ অগাস্টের পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৩৩ জন বাংলাদেশি ও ৩৯৪ জন ভারতীয়কে অবৈধভাবে পারাপার করার জন্য আটক করা হয়েছিল। কিন্তু গত বছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ হাসিনার দেশ ছাড়া ও বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১১০২ জন বাংলাদেশি ও ২৪৫ জন ভারতীয় অবৈধভাবে ঢুকতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। শুধুমাত্র ২০২৩ সালেই দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার ১৬০ কেজি সোনা পাচার রুখেছে। এছাড়াও ১৭৬ কেজি দামি অন্যান্য ধাতু পারাপার আটকেছে। ২০২৩ সালে ৪৯৩ জন ভারতীয় চোরাচালানকারী ও ১৮৬ জন বাংলাদেশি চোরাচালানকারী গ্রেপ্তার হয়েছে।

২০২৪ সালে ৩৩৯ জন ভারতীয় চোরাচালানকারী ও ১১৬ জন বাংলাদেশি চোরাচালানকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। এছাড়াও ৪৩ জন ভারতীয় ও ৩ জন বাংলাদেশি দালালকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোনাই নদীকে ব্যবহার করেই ফেনসিডিল, গবাদি পশু পাচার হচ্ছে। কারণ এই নদীর গভীরতা ও চওড়া অনেক কম। খুব সহজেই এপার থেকে ওপার করে দেওয়া যায়।

বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনী। শুক্রবার রবীন্দ্র সরোবরে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

৯০০ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগের ছাড়পত্র

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : কলকাতা ও জেলার রাস্তায় বাস কম থাকা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপের মুখে পড়েছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম চালক ও কনডাক্টর থাকায় সব বাস রাস্তায় নামানো যাচ্ছে না বলে খতিয়ে দেখেছে পরিবহণ দপ্তর। তারপরই প্রায় ৯০০ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করতে চেয়ে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন চেয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। সেইমতো ৪৫০ জন চালক ও ৪৫০ জন কনডাক্টর নিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছে অর্থ দপ্তর। পরবর্তী মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়োগের অনুমোদন করানো হবে। তারপরই পরিবহণ দপ্তর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। তবে আপাতত এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হবে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম ও দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণ নিগমের অধীনে এই চালক ও কনডাক্টররা থাকবেন।

তবে শুধু চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ নয়, বাসের সংখ্যাও আরও বাড়াতে চলেছে রাজ্য সরকার। ২০০ নতুন সিএনজি বাস কেনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন,'বেশি সংখ্যায় সরকারি বাস রাস্তায় থাকুক। এটাই রাজ্য সরকার চায়। কিন্তু পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব ছিল। সেই কারণে নিয়োগের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। অর্থ দপ্তর ৯০০ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছে। মন্ত্রীসভার বৈঠকে তা পাশ হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। একইসঙ্গে চলতি বছরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো আরও ২০০ সিএনজি বাস রাস্তায় নামবে। তার ফলে বাসের ঘাটতি অনেকটাই মেটানো যাবে।'

থাকছে না এপিডিআর

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : ৪৮তম কলকাতা বইমেলায় থাকছে না গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এপিডিআর-এর বুকস্টল। বইমেলার আয়োজক পাবলিসার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে এই মানবাধিকার সংগঠন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ গিল্ড একটি বেসরকারি সংস্থা। অংশগ্রহণকারীদের বুকস্টল দেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই করার অধিকার রয়েছে গিল্ডের। তাই এপিডিআরের মামলার কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।

হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বাম আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উত্তর ২৪ পরগনার ৮৭৮ জনকে গত বছরের এপ্রিল মাসে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আদালতের নির্দেশ পালন না হওয়ায় স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কমিশনারকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। ২২ জানুয়ারি তাঁকে আদালতে হাজিরা দিয়ে নির্দেশ পালন না হওয়ার কারণ দর্শাতে হবে।

২০০৯ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। পরে নতুন করে পরীক্ষা হয়। কিন্তু সেই প্যানেল প্রকাশিত হয়নি।

আবাসে কাটমানি, ৫০ এফআইআর

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বাংলা আবাস যোজনায় যাতে কেউ কাটমানি খেতে না পারে, তার জন্য প্রশাসনের কর্তাদের বারবার সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরও কাটমানি খাওয়া বন্ধ হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আবাসের টাকা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫০টি অভিযোগ বিভিন্ন থানায় জমা করেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার দক্ষিণ মানকুন্ডা গ্রাম থেকে শাহনাজ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। ধৃতের আত্মীয় আজমীরা খাতুন মানকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য।

অভিযোগ, আজমীরার প্রভাব খাটিয়েই এক উপভোক্তার কাছ থেকে আবাসের কাটমানি খেয়েছিল শাহনাজ। তার বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ তছরুপ, কাটমানি নেওয়া, তোলাবাজি সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে তৃণমূলের ওই নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকাও। নবান্ন সূত্রে খবর, তবে শুধু এই একটি অভিযোগ নয়, প্রথম অভিযোগ জমা হয়েছিল মুর্শিদাবাদ থেকে।

সত্যেনের তোপ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বিজেপির সংগঠন ও নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি মুখ খুলে দল ও নেতৃত্বকে অস্বস্তির মুখে ফেললেন গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায়। শুক্রবার বিধানসভার বাইরে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে সত্যেন বলেন, 'শুধু মিসড কল দিয়ে মেম্বার করতে গিয়ে আসল কাজই করা হচ্ছে না।' দলের নীচুতলার সংগঠনের কাজে ত্রুটি আছে বলেও এদিন মন্তব্য করেন তিনি। সত্যেনের মতে, '২৬-এর বিধানসভা জিততে হলে দিল্লিকেও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। শুধু 'ভারতমাতা কি জয়' বললে কোনও কাজ হবে না। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন রায় এদিন বলেন, 'দলের নীচুতলার সংগঠনের কাজে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। সেইসব ত্রুটি সংশোধন না করে শুধু মিসড কল দিয়ে সদস্য করে কাজের কাজ কিছু হবে না। এই মুহূর্তে আমাদের সংগঠনের আরও নীচে নামা দরকার।'

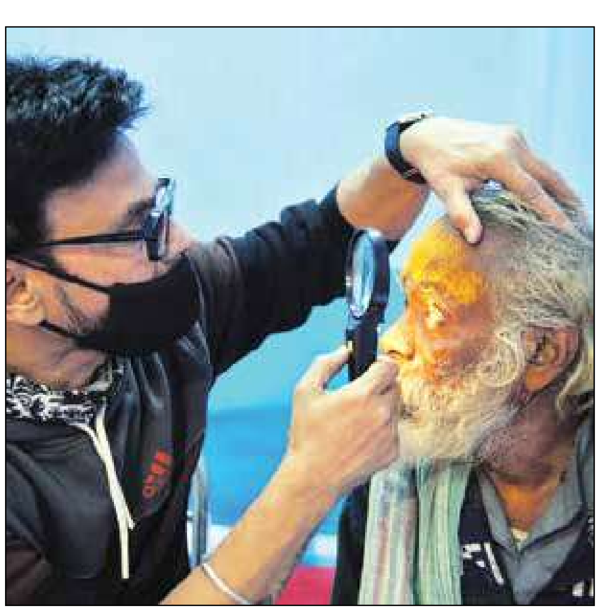

চোখ পরীক্ষা। শুক্রবার বাবুঘাটে। ছবি : আবির চৌধুরী

শুভেন্দুর রামরাজ্য সংকল্প যাত্রা

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাংলা দখলে মেরুকরণকে অস্ত্র করেছে বিজেপি। হিন্দু ভোট এক ছাতার তলায় আনতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের বিষয়টিকে হাতিয়ার করে রাজ্যে হিন্দু ঐক্য গড়তে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে রাজ্যের হিন্দিভাষী ও সীমান্তবর্তী এলাকায় হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান দিতে 'রামরাজ্য সংকল্প সভা' শুরু করেছে বিজেপি। অনেকেই মনে করেন, এই মুহূর্তে রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের প্রচারের অন্যতম পোস্টার বয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার রানিগঞ্জের সভায় শুভেন্দু বলেন, 'হিন্দিভাষী এলাকায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এরা হিন্দিভাষী আর ওরা অ-হিন্দিভাষী। কখনও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে বলেন না ওরা উর্দু স্পিকিং আর এরা বাংলা স্পিকিং মুসলমান। কারণ হিন্দু ভোটের বিভাজন হলেই তৃণমূলের লাভ। তাই হিন্দু ঐক্যের জন্য এই বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।'

কিন্তু রাজ্য বিজেপিই মনে করে, বাস্তবে এই ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মমতার বাংলার ঘর ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। সদস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তা বেশ টের পেয়েছেন বিজেপি নেতারা। বিজেপির সদস্য হলে 'বাংলার ঘর' ও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো প্রকল্প থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দলের বহু কর্মী-সমর্থকও। এদিন তাই শুভেন্দু বলেন, 'বাড়ির টাকা দিচ্ছে? আরও জমি কিনুন, দোতলা, তিনতলা বাড়ি করুন, সম্পত্তি করুন, কিন্তু সেই বাড়ি দখল করবে ওরা।' পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু মুসলিমদের হাতে হিন্দুদের সম্পত্তি বেদখল হওয়ার জুজু দিয়েই ভোট বৈতরণি পার হওয়া যাবে কি না তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না বিজেপি। তাই এর পাশাপাশি শুভেন্দুর মুখে শোনা গেল মমতার দেখানো পথেই পালটা প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটাতে। মমতার 'বাংলার ঘর' আর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মোকাবিলায় শুভেন্দু বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর ভয়? আমরা যেখানে আছি সেখানে এর চেয়ে অনেকগুণ বেশি টাকা দিই। 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এ ১ হাজারের জায়গায় আমরা ৩ হাজার দেব। ১ লাখে আবার ঘর হয় নাকি? আমরা এলে ৩ লাখে পাকা বাড়ি দেব। সঙ্গে শৌচালয় আর বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ।'

তবে ঘুরে-ফিরে সেই হিন্দুত্বের হাওয়া তুলতে এদিন সভায় উপস্থিত যুবকদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'নিজেদের হিন্দু হিসাবে ভাবতে গর্ব বোধ করুন। তার জন্য হ্যালো না বলে বলুন জয় শ্রীরাম, হরেকৃষ্ণ।' মাথায় টিকি রাখার মতো হিন্দু প্রথা ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়ালও করেন।

ভাতারে পথে ঘুরছে ময়ূর-ময়ূরী

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১০ জানুয়ারি : বাঘের ভয়ে যখন ত্রস্ত বঙ্গের কুলতলি এলাকা, তখন এর উলটো ছবি দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ও আউশগ্রামে। গত তিন-চারদিন হল ভাতারের রতনপুর ও বামুনারা এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে একটি ময়ূর ও একটি ময়ূরী। সকালে দরজা খুললেই দর্শন মিলছে সেই ময়ূর জোড়ার। আর তা নিয়েই দুই এলাকার আট থেকে আশি সকলেই আনন্দে আত্মহারা। ময়ূর জোড়ার খাতির-যত্নেও খামতি রাখছেন না গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে বন দপ্তর। শুরু হয়েছে সচেতনতা প্রচার।

ভাতারের বামুনারা হাটতলার বাসিন্দাদের মধ্যে সৌরিন হাটি জানালেন, তিন-চারদিন আগে বামুনারা হাটতলায় তাঁরা বেশ কিছুজন দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। হঠাৎই তাঁরা দেখেন, একদল কাক কিছু একটা দেখে অত্যন্ত কর্কশভাবে ডাক পাড়ছে। তাঁরা সামনে তাকাতেই দেখেন, হাটতলায় থাকা তেঁতুল গাছের মগডালে বসে আছে

জোড়া ময়ূরের দর্শন পূর্ব বর্ধমানে।

একজোড়া ময়ূর। সেই ময়ূরদের দেখেই কাকগুলি কর্কশভাবে ডাকছে। কাকেদের তাড়া খেয়ে ময়ূর দুটি তেঁতুল গাছটি থেকে উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরে অন্য একটি গাছে গিয়ে বসে। তারপর থেকে ময়ূর ও ময়ূরী ভাতারের বামুনারা ও রতনপুর এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে।

ঘরের সামনে ময়ূর দুটিকে এভাবে ঘুরতে দেখে বাসিন্দারা বেশ আনন্দিত। বাসিন্দা মধুসূদন দে'র কথায়, 'এতদিন চিড়িয়াখানায় বা ছবিতে জাতীয় পাখি ময়ূর দেখেছি। আর এখন গ্রামে বসেই ময়ূর-ময়ূরী দেখছি। এটা আমাদের কাছে ভীষণ ভাগ্যের ব্যাপার।' তবে মাংসের লোভে কেউ যাতে ময়ূর ও ময়ূরীকে হত্যা না করে সেদিকেই এখন কড়া নজর গ্রামের তরুণদের। প্রধানত তাঁরাই ময়ূর ও ময়ূরীকে আগলে রেখেছেন।

ওড়গ্রাম বন বিভাগের কর্মীদের ধারণা, খাবারের সন্ধানেই হয়তো ময়ূর-ময়ূরী আউশগ্রাম জঙ্গল থেকে ভাতারে চলে এসেছে। বন বিভাগ তাদের নিরাপদ এলাকায় পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। কেউ যাতে ময়ূরগুলির কোনও ক্ষতি না করে বা বিরক্ত না করে সেজন্য বন দপ্তরের তরফে মাইকিং করে এলাকাবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে বন দপ্তরের বর্ধমান ডিভিশনের আধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা বলেন, 'ময়ূর দুটির বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি।'

মনোজ্ঞ আলোচনা

আলিপুরদুয়ার জেলার রাজাভাতখাওয়া বনাঞ্চলের পানিঝোরা বইগ্রামে কিছুদিন আগে এক দুপুর থেকে সন্ধে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকা গোষ্ঠীর হাট সংখ্যা প্রকাশ এবং মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র। এই দিনটিকে উপলক্ষ্য করে বইগ্রামে উত্তরবঙ্গের কবি, সাহিত্যিক, পুস্তকপ্রেমী এবং বিভিন্ন স্তরের সমাজ ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সম্মেলন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকার সভাপতি অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ সরকার। স্বাগত ভাষণে আয়োজক পত্রিকা গোষ্ঠীর কর্ণধার ও সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত চাকি এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। স্থানিক ইতিহাস চর্চার কথা তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। পত্রিকার গবেষণাধর্মী এই কাজে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন তিনি। প্রকাশিত হয় পত্রিকার এবারের উৎসব সংখ্যা। এ সংখ্যায় উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চলের হাটের কথা উঠে আসে। বই প্রকাশের পর বইগ্রামের ছাত্রছাত্রীরা সাদরি এবং বাংলা ভাষায় সংগীত পরিবেশন করেছেন। পরিবেশিত হয়েছে সমবেত লোকনৃত্য। অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গান্ধি গবেষক পরিমল দে, বঙ্গরত্ন প্রমথ নাথ, প্রশান্ত নাথ চৌধুরী, আশুতোষ সরকার প্রমুখ। মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ীর নেতৃত্বে সমবেত সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে বইগ্রামের পশ্চিম আকাশে সূর্যের ঢলে পড়া শুরু হয় এবং একটি ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় যথাযথ ছিলেন প্রদীপ ঝা। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

মননে জাকির

বিশ্ববরেণ্য তবলাবাদক, সংগীতকার, সংগীত বিশেষজ্ঞ উস্তাদ জাকির হুসেনের আকস্মিক প্রয়াণকে সামনে রেখে কিছুদিন আগে নকশালবাড়িতে পানিঘাটা মোড় সংলগ্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। জাকিরের প্রতিকৃতিতে পুষ্প নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এলাকার তবলাবাদক প্রদীপ সেন, শিক্ষাবিদ পরিতোষ চাকলাদার, নবীন সেনগুপ্ত, তাপস রায়, সংগীতশিল্পী রীতা চাকলাদার, প্রবীর বিশ্বাস, বংশীবাদক দীনেশ পৌড়েল, গিটারবাদক অভিজিৎ বোস, মালতী কর্মকার প্রমুখ। এরপর তবলাবাদ্যে টুকরো, লহরা ও কায়দা পরিবেশন করেন শিশির পাল, সুবীর পাল, সর্বেশ্বর বিশ্বাস, তাপস রায়, বিশ্বনাথ মজুমদার, অভিজিৎ বোস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী রীতা, মালতী কর্মকার, স্বপ্না সেনগুপ্ত, সুবীর পাল প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বিল্টু বসু ও অন্যরা। উস্তাদ জাকির হুসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন কলকাতার তবলাশিল্পী বিশ্বনাথ মজুমদার। একক সংগীতে ছিলেন লোকগীতিশিল্পী ঝর্ণা বর্মন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সুবীর পাল। *–শুভজিৎ বোস*

পত্রিকা প্রকাশ

সম্প্রতি কলকাতায় শব্দেরা স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান হল। কবিতা, গল্প ও মুক্তগদ্য দিয়ে সাজানো ১০৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার সাম্প্রতিকতম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক কবি মনোরঞ্জন আচার্যর 'অক্ষরকথা' ও 'কাব্যকুহেলি' কাব্যগ্রন্থ, দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটে কাব্যগ্রন্থ, কবি সৌমেন্দ্রনাথ মাহাতর দুটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও আরও কিছু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল এদিন।

শিক্ষার্থীদের বোধের বর্ণচ্ছটা

রং যেন তার মর্মে লাগে। একজন শিক্ষার্থীকে একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকা শেখান তখন শিল্পীর আজীবন সঞ্চিত বোধের সঙ্গে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সারল্যের সংঘাত হয়। সেই সংঘাতে তৈরি হয় আলো আর ছায়ায় মোড়া অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের বোধ। সেই বোধে এলোমেলো বঙ্কিম রেখা অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক রূপ খুঁজে পায়। তখন নতুন ছবি নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। যে ভাবনা শিল্পী ভাবেননি, এমনকি শিক্ষার্থীও ভাবেনি। এই অধরা ভাবনাকেই ধরার চেষ্টা ছিল ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যাকাডেমির চিত্রশিল্পী মনোজ পালের শিক্ষার্থীদের চিত্র প্রদর্শনীতে। ক'দিন আগে শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে দু'দিনের এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায়, পরিবেশবিদ সুজিত রাহা, নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থপ্রতিম মিত্র, সমাজসেবী চিকিৎসক কৌশিক ভট্টাচার্য। আর ফিতে কেটে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে প্রদর্শনীর সূচনা করেন বিশিষ্ট ভাস্কর মৈনাক ভট্টাচার্য ও চিত্রশিল্পী অনিন্দ্য বড়ুয়া।

শিল্পী মনোজ পালকে এই শহর চেনে পথেঘাটে রংতুলিতে শহরের টুকরো টুকরো ছবি ধরে রাখার প্রয়াসের জন্য। এই প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল স্টাডি ওয়ার্কশপও। আর শিক্ষার্থীদের ১২০টি ছবির বিন্যাসও ছিল সুচিন্তিত ভাবনা। প্রদর্শনীতে যেসব শিক্ষার্থীর চিত্রকর্ম পুরস্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে ছিল সানভি সরকার, ঈশান হাজরা, জিসা সাহা, ধ্রুবজ্যোতি পাল, অনন্যা মিশ্র, অনবদ্য বর্মন, অদিতি বিশ্বাস, দীপিকা হেলা, সমৃদ্ধি ঘোষ, জানভি জাগোয়ানি, সায়নী পাল ও স্নেহা জয়সওয়াল। *- ছন্দা দে মাহাতো*

উত্তর ও দক্ষিণের সেতুবন্ধন

সমবেত।। *ক্যারন চা বাগান লাগোয়া চুপাতাং নদীর ধারে অভিনব জমায়েত।*

উত্তর ও দক্ষিণের কবি সাহিত্যিকদের মেলবন্ধন ঘটাল নাগরাকাটার বাগবাগিচা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মঞ্চ। সম্প্রতি ভুটান সীমান্তের ক্যারন চা বাগান লাগোয়া চুপাতাং নদীর ধারে কলকাতা সহ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার নানা স্থানের কবি সাহিত্যিকরা বঙ্গসংস্কৃতির ওপর নিজেদের মতবিনিময় করলেন। পরিবেশন করলেন নিজেদের লেখা বহু কবিতা। প্রকৃতির কোলে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান থেকে কলকাতার কবি ও চিন্তক লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক ফাল্গুনী ঘোষকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তিনি আধুনিক কবিতার বড় হয়ে ওঠার একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত শতাব্দীপ্রাচীন জনমত পত্রিকার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা, আলিপুরদুয়ারের কবি বেণু সরকার, উত্তম চৌধুরী, মিহির দে, বীরপাড়ার রবিবারের সাহিত্য আড্ডার অন্যতম কর্তা অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, জলপাইগুড়ির কবি ও সংগীতশিল্পী মিষ্টু সরকার, ডুয়ার্সের অন্যতম সাহিত্যকর্মী ডাঃ পার্থপ্রতিম, বানারহাট ও গয়েরকাটার বাচিকশিল্পী কাকলি পাল ও কানাই চট্টোপাধ্যায়, বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য, নাগরাকাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পিনাকী সরকার, এক্সিয়ম ইংলিশ স্কুলের অধ্যক্ষ মনোজ ছেত্রী প্রমুখ। বাগবাগিচার পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সংগীত ও বাচিকশিল্পী শ্যামশ্রী সরকার বলেন, ডুয়ার্সের চা বাগানের সংস্কৃতিকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এদিনের অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। *–শুভজিৎ দত্ত*

শেক্সপিয়রের সঙ্গে অলৌকিক সাক্ষাৎ

ক'দিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ থেকে নাটক দেখে বাড়ি ফেরার পথে দেখা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি উইলিয়াম শেক্সপিয়র। তাঁর অনুযোগ ছিল বাংলার নাট্য পরিচালকরা তাঁর লেখা নাটক নিয়ে নাকি খোদার উপর খোদকারি করছেন। বোঝানোর চেষ্টা করলাম, খোদকারি বলছেন কেন, ফিউশন বলুন। এটাই তো এখন ট্রেন্ড। আপনার ব্র্যান্ড নেম অপরিবর্তিত রেখে সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরোনো প্রোডাক্ট একটু আপডেট করে নিয়েছেন ওঁরা। তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য বললাম, দেখছেন না কীরকম হাততালি পড়ছে। সাহেব স্বীকার করলেন, পাবলিক খাচ্ছে বেশ।

এই কাল্পনিক সংলাপ আসলে নিজের সঙ্গে নিজেরই। ভালো নাটক দেখে ঘোর লাগলে এমন হয়। মহাকবি শেক্সপিয়রের অমর নাটক ম্যাকবেথ নিয়ে দেশীয় লোকজ শিল্পকলার তুলি দিয়ে থিয়েটার এবং কোরিওগ্রাফির রংয়ে চোখ চেয়ে দেখার মতো ছবি আঁকতে দেখে মনে হল নাট্যকলা, নৃত্যকলা এবং চিত্রকলা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আরও মনে হল পশ্চিম মেদিনীপুরের রাঙ্গামাটির ষড়ভুজের 'ম্যাকবেথ' প্রযোজনায় শিল্পীরা যা করে দেখালেন তা শুধু রিহার্সাল করে আয়ত্ত করা যায় না, রক্তে থাকতে হয়।

নাটককে যাঁরা দৃশ্যকাব্য বলে মনে করেন, দীনবন্ধু মঞ্চে ক'দিন আগে শেষ হওয়া নাট্যোৎসব ২০২৪ তাঁদের কাছে মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই উৎসবে আটপৌরে সংসারের আনন্দ বেদনা হাসিকান্নার উপাখ্যান ছিল। ছিল ভারতীয় লোকজ উপাদানে পরম মমতায় গড়ে তোলা শারীর অভিনয়ের অনন্য নিদর্শন (জাগরণ পালা, ম্যাকবেথ)। আর তার সঙ্গে ছিল দৃশ্যের পর দৃশ্য গেঁথে ফুল ডোরে বাঁধা অপূর্ব মহাকাব্যিক মালা (রোমিও এবং জুলিয়েট)। উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদ তাদের পায়ে পায়ে ২৫ বছরের পথ চলাকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলার এই সময়ের বাছাই পাঁচটি বিখ্যাত নাট্য প্রযোজনা নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছিল। উৎসবের সূচনা দিনের মঞ্চে অতিথি হিসেবে ছিলেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব ও আইনজ্ঞ পীযূষকান্তি ঘোষ। সঞ্চালনায় ছিলেন অগ্নীশ্বর বসু। উৎসবের সূচনা হয় নৈহাটি ব্রাত্যজনের প্রযোজনা 'দাদার কীর্তি' নাটক দিয়ে। মূল উপন্যাস শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই গল্প নিয়ে আগে তরুণ মজুমদার সিনেমা করেছেন। তার নাট্যরূপ দিয়েছেন দেবাশিস। পরিচালনায় ছিলেন অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জমজমাট এবং উপভোগ্য এই নাটকে মঞ্চে সব শিল্পী ছিলেন সপ্রতিভ।

পাঁচদিনের উৎসবের অন্য চারটি নাটক ছিল মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের জাগরণ পালা, রঙ্গকর্মী কলকাতার 'অভি রাত বাকি হ্যায়', অন্য থিয়েটার কলকাতার 'রোমিও এবং জুলিয়েট' ও পশ্চিম মেদিনীপুরের রাঙ্গামাটির ষড়ভুজের প্রযোজনা 'ম্যাকবেথ'। ম্যাকবেথের পরিচালনায় ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ তরুণ প্রধান। ম্যাকবেথ ছিল উৎসবের শেষ নাটক।

অন্য থিয়েটারের রোমিও এবং জুলিয়েট প্রযোজনায় প্রেমকে দেখা হয়েছে দুই ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে। শেক্সপিয়রের আমলের প্রেম আর জার্মানির নাৎসি আমলের প্রেম। আর দুই সময়কে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাটকে ধরেছেন পরিচালক অবন্তী চক্রবর্তী। মন ভালো করা অভিনয়, আলো আর আবহসংগীতের মূর্ছনা এই নাটকের প্রাণভোমরা।

রঙ্গকর্মী কলকাতার প্রযোজনা হিন্দি নাটক 'অভি রাত বাকি হ্যায়' ছিল এই উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এই নাটকে যেন ঊষা গাঙ্গুলির উত্তরাধিকারী হিসেবে স্মৃতি তর্পণ করেছেন সৌতি চক্রবর্তী। মূল নাটক মারাঠি নাট্যকার জয়ন্ত পাওয়ারের লেখা। তাঁর হিন্দি রূপান্তর করেছেন কৈলাস সেঙ্গার। নাটকের গল্প একটি শ্রমজীবী পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। যেখানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। আর না পাওয়ার যন্ত্রণা আছে।

উত্তরবঙ্গের এই সময়ের সাড়া জাগানো প্রযোজনা মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের 'জাগরণ পালা'। এই নাটক নিয়ে আগে এই বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শুধু বলি, কৌশিক রায়চৌধুরীর নাটক নিয়ে পরিচালক সুব্রত পাল এক দঙ্গল শিল্পীকে মঞ্চে উঠিয়ে নাচ, গানবাজনার যে তুফান তুলেছেন তা উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় দিক বদলের মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

ধন্যবাদ উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদকে, তাদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ শহরে সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। *–ছন্দা দে মাহাতো*

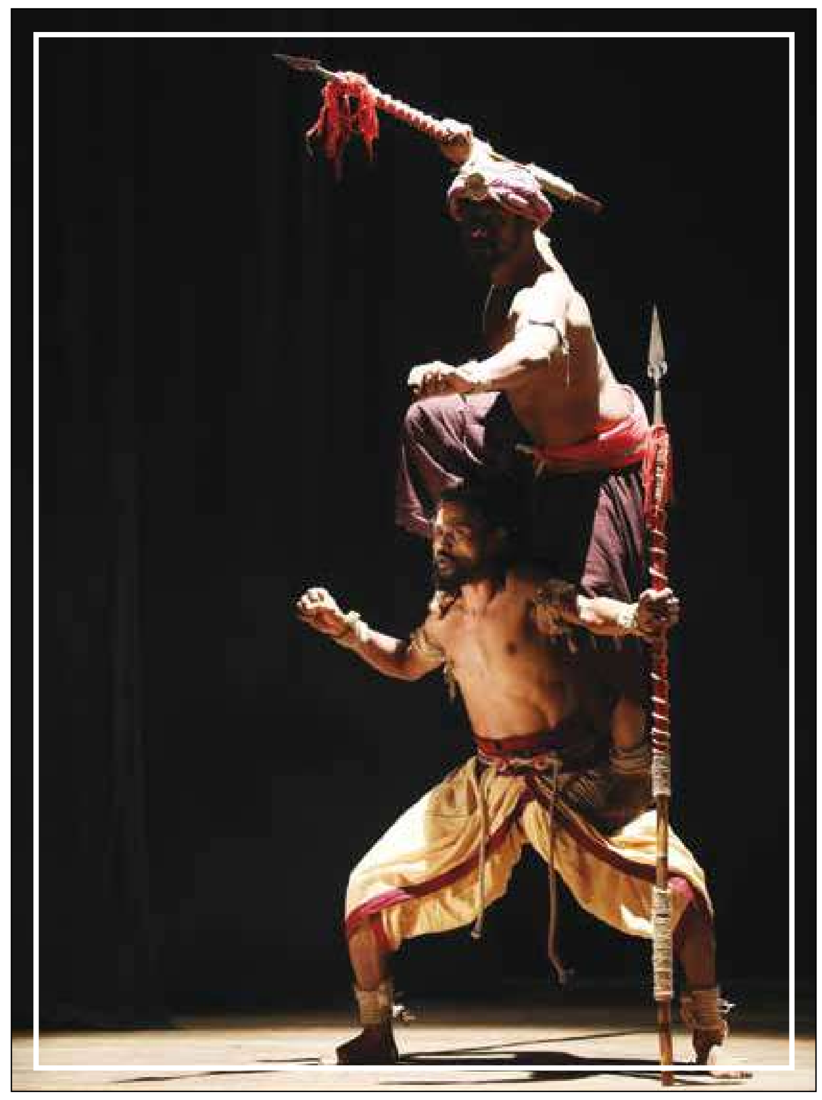

জমজমাট।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত নাট্যোৎসবে 'ম্যাকবেথ' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

জওহর স্মরণ

জওহরলাল মঞ্চের আয়োজনে কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ি সংঘশ্রী ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কর্মকাণ্ড নিয়ে গদ্য পাঠ করেন নৃত্যমা রায় এবং রৌপাশ ভট্টাচার্য। আবৃত্তি পরিবেশন করেন উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি অ্যাকাডেমির সদস্যবৃন্দ। সংগীত পরিবেশনে ছিলেন সাঁজবাতি বোস ও রূপকথা বোস। সংগীত পরিবেশন করেন ঈশিতা দে এবং প্রিয়া ঘোষ। জওহরলাল মঞ্চের পক্ষে সংস্থার কর্ণধার মিতা চক্রবর্তী জানান, ছোটদের মধ্যে দেশাত্মবোধ আরও বেশি করে জাগ্রত করে তুলতে তাঁরা নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বনানী মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা চট্টরাজ। *–জ্যোতি সরকার*

সংগীত সন্ধ্যা

কৃষ্টি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি হলে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল ভিন্নধর্মী মনোজ্ঞ সংগীত সন্ধ্যা। কৃষ্টি তার নিজস্বতা বজায় রেখে প্রতিবছরের মতো বাংলার বিশিষ্ট তিন কবি রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে তাঁদেরই রচনায় এবং সংগীত মূর্ছনায় স্মরণ করল। আয়োজক সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কর্ণধার অধ্যক্ষা সুনন্দিতা সরকারের তত্ত্বাবধানে তিন কবির প্রতি ছাত্রছাত্রীরা আলাদাভাবে অনিন্দ্যসুন্দর শ্রদ্ধা জানান। সংগীত পরিবেশনে মঞ্চ মাতায় অস্মিত, দীপ্তেশ, মেহুলী, সোহিত্রী, অদ্রিজা, আরাধ্যা, মৌলিল, প্রীতি, আরভি, সৌমাত্রী, শালমলি নন্দী, শালমলি ভট্টাচার্য, সঞ্চিতা, দকশিতা, আকাঙ্ক্ষা, সংস্তুতি, শীর্ষণী, সৃজিতা, রাজেশ্বরী, শ্রেয়া, তানিয়া, সুপর্ণা, প্রেরণা, সন্নিধি, শ্রেয়া, সোমা, ঈশিতা, ভূমিকা, শুকদেব। অনুষ্ঠানে তবলাবাদনে ছিলেন সমীর দেব এবং বাবুজী সাহা। হারমোনিয়ামে ছিলেন সুনন্দিতা সরকার। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

সূচনায় চমক

মেখলিগঞ্জের কিছু উদ্যমী ছেলেমেয়ের তৈরি 'বর্ণ কালচারাল সোসাইটি' তাদের প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজেদের ঝলক দেখাল। নৃত্য পরিবেশন করে এটুজেড ডান্স গ্রুপ, এবিসিডি ডান্স গ্রুপ এবং শিল্পকলা ডান্স অ্যাকাডেমি। সবশেষে ছিল প্রয়াস নাট্য সংস্থার 'আদাব' নাটক।

বইটই

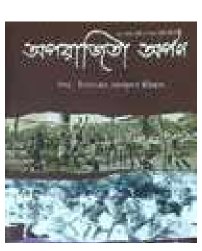

মাঠের টানে

উত্তরবঙ্গের কৃষ্টি, সংস্কৃতি নিয়ে অনেক লেখা আছে। কিন্তু এখানকার খেলাধুলোকে কেন্দ্র করে আস্ত একটি বই? হয়তো সেভাবে নেই। মেখলিগঞ্জের **অপরাজিতা অর্পণ** সেই অভাব পূর্ণ করল। পত্রিকার ১৫তম বর্ষের ৩০তম সংখ্যার বিষয়বস্তু **উত্তরবঙ্গের খেলাধুলোর ইতিহাস**। ঠাঁই পেয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকজীবনে লোকক্রীড়া থেকে শুরু করে রাজ আমলের কোচবিহারের খেলাধুলোয় ব্রিটিশ ভাবাদর্শের মতো অনেক কিছুই। বঙ্গের এই প্রান্ত থেকে বিশ্বের দরবারে ঠাঁই পাওয়া স্বপ্না বর্মন থেকে এখানকার খেলাধুলোকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার এই চেষ্টার জন্য সম্পাদক কুণাল নন্দীর প্রশংসা করতেই হয়।

চেষ্টা চলছেই

কিছুটা দেরিতে হলেও পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে অরুণেশ্বর দাস সম্পাদিত **ত্রিকাল** পত্রিকার ৪৮তম বর্ষের **উৎসব সংখ্যা**। এই পত্রিকা বহু ঘাতপ্রতিঘাতের সাক্ষী। তবুও নিজের মতো করে পথ চলার চেষ্টা চলছেই। সেই চেষ্টা পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাতেও স্পষ্ট। শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসুকে নিয়ে সমীর রায়ের লেখাটি বেশ ভালো। সম্পাদকের লেখা 'জীবন হারিয়ে এ কোন জীবন' লেখাটি মনকে বেশ ভাবায়। 'ছুটি' শীর্ষকে বাসুদেব রায়ের লেখা অণুগল্পটি বেশ। ডঃ গৌরমোহন রায়, দুলাল দত্ত, অনুপ মণ্ডলদের মতো অনেকের লেখা কবিতাগুলি মনে দাগ কেটে যায়।

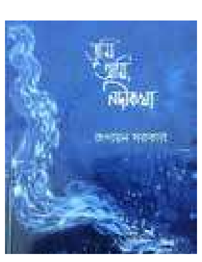

স্মৃতিই সব

অনেকক্ষণ নদীপাড়ে বসে ছিলাম। কতটা গভীর চক্রান্ত হলে নদী হয়, প্রেম হয়। রূপায়ন সরকারের লেখা। তাঁর **তুমি, আমি, নদীকথা** বইয়ের একটি কবিতায়। মোট ৫৩টি কবিতার এক মর্মস্পর্শী সংকলন। স্মৃতি আমাদের জীবনের সঙ্গে কতটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে সেটাই রূপায়ন প্রতিটি কবিতার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিশেষ স্মৃতি বলতে প্রেম। কখনও তা সুখের, কখনও বা উলটোটা। আর তাই কবি লিখে ফেলেন, 'তোমার মুখের সবচেয়ে বাজে দাগটা তোমায় মনে রাখার কারণ।' ঋতুপর্ণা খাতুয়ার পরিকল্পনায় এই বইটির প্রচ্ছদটি বেশ সুন্দর।

ছোটগল্পে নজর

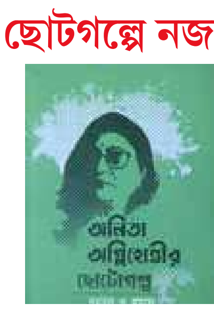

ছোটগল্প কমবেশি সবারই ভালো লাগে। অলি আচার্যেরও। অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা ছোটগল্প খুব পছন্দের। সেই পছন্দের টানেই তিনি লিখে ফেলেছেন **অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটগল্প/বয়ানে ও বয়নে**। অনিতা তাঁর সাহিত্য জীবনে অজস্র ছোটগল্প লিখেছেন। অলি সেই সমস্ত গল্পকেই নিজের গবেষণার বিষয়বস্তু করে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই বইয়ে মোট সাতটি অধ্যায়ে কখনও তাঁর দৃষ্টি অনিতার সেই গল্পগুলির প্রান্তিক জনজীবন কখনও বা নারীর সামাজিক অবস্থান কখনও বা শিশু-কিশোর সাহিত্যের বৈচিত্র্য। একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার এই প্রয়াসটি বেশ।

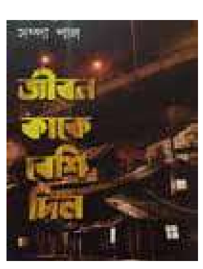

হিসেব কষা

জীবনে চলার পথে কতই না অভিজ্ঞতা হয়। কেউ কেউ সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা যত্ন করে মন-খাতায় লিখে রাখেন। পরে সময় করে সেই খাতা খুলে সে সবের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। শিলিগুড়ির সম্পা পালও করেছেন। লিখে ফেলেছেন **জীবন কাকে বেশি দিল**। রাজমিস্ত্রিরা রাজবাড়ির মতো বাড়ি বানান। অথচ নিজেদের বাড়িটা হয়তো খুবই ছোট্ট। সম্পার গোটা বইজুড়ে এমনই নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি। কেউ ঠিকমতো পরীক্ষায় বসতে না পেরে মনমতো চাকরি জোটাতে ব্যর্থ, কেউবা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানিকুইনের জামাটা দেখে জীবন কাটিয়েছে। বেশ কয়েকটি গদ্যের এক সুন্দর সংকলন।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

জানুয়ারি মাসের বিষয়

পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফি

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২১ জানুয়ারি, ২০২৫

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে **২৫ জানুয়ারি** সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্মাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে - Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি : ডঃ দিলীপ দে সরকার, সৌভিক বসু, দীপঙ্কর ঘোষ ও গৌরব বিশ্বাস

পডকাস্টে ভুল স্বীকার প্রধানমন্ত্রীর

‘আমি মানুষ, ভগবান নই’

পডকাস্টার নিখিল কামাথের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : মাত্র আট মাসের ব্যবধানে সুর বদল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতবছর অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের সময় বারাণসীতে নির্বাচনি প্রচারের ফাঁকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু আট মাস পর সেই অবস্থান পালটে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘আমি তো সামান্য মানুষ মাত্র। কোনও ভগবান নই।’ শুক্রবার একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে প্রথমবার অতিথি হিসেবে যোগদান করেন মোদি। জেরোধার সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পিপল বাই ডব্লিউটিএফ পডকাস্ট সিরিজে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ভুলত্রুটি হয়। আমারও হয়েছে। আমিও তো মানুষ। দেবতা তো নই। মানুষ বলেই ভুল হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনও ভুল করিনি।’

গত মে মাসে মোদি বলেছিলেন, ‘আগে যখন মা বেঁচেছিলেন তখন মনে হত, আমি বায়োলজিক্যালি জন্মগ্রহণ করেছি। মা চলে যাওয়ার পর সমস্ত অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আমাকে পরমাত্মাই পাঠিয়েছেন।’ তাঁর এই মন্তব্যকে সামনে রেখে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সহ তামাম বিরোধী নেতা তাঁকে নন-বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রী, ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা প্রধানমন্ত্রী বলেও কটাক্ষ করেন। এদিন নিজেকে সামান্য মানুষ বলে আখ্যা দেওয়ার পর মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনার পারদ আরও চড়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘মাত্র আট মাস আগে নিজেকে নন-বায়োলজিক্যাল তকমা দিয়েছিলেন এই মানুষটি। এটা আক্ষরিক অর্থে ড্যামেজ কন্ট্রোল।’

সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট জনপ্রিয়। যদিও তিনি গত সাড়ে দশ বছরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে না বসায় বারবার সমালোচনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অনেকেই তাঁর পূর্বসূরি সদ্য প্রয়াত ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে তুলনা টানেন। যদিও মোদি সেইসবে বিশেষ আমল দিতে নারাজ। তার বদলে তিনি এবার পডকাস্টের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি

> আমি তো সামান্য মানুষ মাত্র। কোনও ভগবান নই। ভুলত্রুটি হয়। আমারও হয়েছে। মানুষ বলেই ভুল হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনও ভুল করিনি।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মন কি বাত সেরেছেন। মোদি বলেন, ‘আমি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছি একটি মিশন নিয়ে। আমার আদর্শ একটাই, দেশই প্রথম।’ তাঁর কথায়, ‘রাজনীতিতে যোগ দেওয়া এক জিনিস। আর রাজনীতিতে সফল হওয়া অন্য বিষয়। আপনি যখন একটি টিমে খেলার যোগ্য হবেন এবং জনকল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হবেন, তখনই দ্বিতীয় বিষয়টি ঘটবে। কাজেই তরুণ প্রজন্মের

> মাত্র আট মাস আগে নিজেকে নন-বায়োলজিক্যাল তকমা দিয়েছিলেন এই মানুষটি। এটা আক্ষরিক অর্থে ড্যামেজ কন্ট্রোল।
>
> **জয়রাম রমেশ**

উচিত একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া। মনের মধ্যে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রেখে নয়।’

প্রথম পডকাস্টে হাতেখড়ি হতেই মোদি বলে দেন, ‘এটা আমার প্রথম পডকাস্ট। আমি জানি না আমার দর্শকরা এটা কীভাবে নেবেন। তবে এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা।’ মোদি বলেন, ‘আমি কঠোর পরিশ্রম করা থেকে কখনও পিছু হটিনি। আমি নিজের জন্য কিছু করব না। আমি একজন মানুষ। ভুল হতেই পারে। কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কখনও কিছু করব না।’ চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথাও বলেছেন পডকাস্টে। তিনি বলেন, ‘আমি ২০১৪ সালে প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সারা বিশ্ব থেকে প্রচুর মানুষ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংও ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ভদনগরে আমার গ্রামে যাবেন। কেন জানেন? কারণ, চিনা দার্শনিক হিউয়েন সাং আমাদের গ্রামে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন। আবার চিনে ফিরে উনি জিংপিংয়ের গ্রামে বাস করেছিলেন।’

নির্মলার করের ভাগে পিছিয়ে বাংলা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ কম নয় রাজ্যের। তবুও তাতে টনক নড়ছে না কেন্দ্রের। বরং নতুন বছরের প্রথম দফার অর্থ বরাদ্দ করার ক্ষেত্রেও ছবিটা একই থেকে গেল। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মন্ত্রক থেকে করের ভাগ বাবদ বরাদ্দ অর্থের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলে প্রথম হয়ে গেল যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। এমনকি বিহার, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি টাকা পেয়েছে কেন্দ্রের থেকে। শুক্রবার সকালে অর্থমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে ৩১,০৩৯.৮৪ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ১৩,০১৭.০৬ কোটি টাকা। বিহার পেয়েছে ১৭,৪০৩.৩৬ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ ১৩,৫৮২.৮৬ কোটি টাকা। অশান্তিতে বিধ্বস্ত মণিপুরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১,২৩৮.৯০ কোটি টাকা।

এই অর্থ রাজ্যগুলি তাদের পরিকাঠামো, সার্বিক উন্নয়নের খাতে ব্যয় করতে পারবে। অর্থমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যগুলি যাতে তাদের পরিকাঠামো খাতে আরও বেশি অর্থ খরচ করতে পারে এবং সার্বিক উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করতে পারে মসৃণভাবে, সেই কারণেই চলতি মাসে বেশি অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়েছে করের ভাগ বাবদ।

প্রতিমাসে রাজ্যগুলিকে করের ভাগ বাবদ অর্থ প্রদান করে কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন বছরে এটাই প্রথম দফায় রাজ্যগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ কর রাজ্যের থেকে আদায় করে সেই তুলনায় বরাদ্দ যথেষ্ট কম। কেন্দ্রীয় সরকার সংগৃহীত করের ৪১% রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থবছরের বিভিন্ন পর্যায়ে কিস্তিতে বিতরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই অর্থ রাজ্যগুলির উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পে গতি আনার উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। কর বিতরণ বলতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে কর রাজস্বের বণ্টনকে বোঝায়। এটি একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করের আয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং সমতাভিত্তিক পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। রাজ্যগুলির জন্য কর বণ্টনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে ১২.৫% দেওয়া হয়েছে জনসংখ্যার কর্মক্ষমতাকে, ৪৫% আয়ের ভিত্তিতে, ১৫% করে জনসংখ্যা এবং এলাকার জন্য, ১০% বন ও পরিবেশের জন্য, এবং ২.৫% কর ও আর্থিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে।

তখনও পুড়ছে জঙ্গল। আগুন নেভানোর চেষ্টায় দমকলকর্মীরা। লস অ্যাঞ্জেলসের ওয়েস্ট হিলসে।

দোষী ট্রাম্পকে নিঃশর্তে রেহাই আদালতের

ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি : অভিনব রায়। দোষী সাব্যস্ত হলেন। সাজা ঘোষণায় স্থগিতাদেশ পেলেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও সাজাই হল না ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

তাঁকে ‘নিঃশর্তে রেহাই’ ঘোষণা করল মার্কিন আদালত। ফ্লোরিডা থেকে ভার্চুয়ালি আদালতে হাজির ছিলেন ট্রাম্প। নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবি করেন। এরপরই বিচারক জুয়ান মার্চান বলেন, ‘দেশের সর্বোচ্চ পদের ওপর হস্তক্ষেপ না করেই এই আদালত নির্ধারণ করছে যে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার একমাত্র আইনসংগত শাস্তি হল নিঃশর্ত অব্যাহতি।’

পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার মামলায় আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল নিউ ইয়র্কের আদালত। যাতে জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, জেল হলে প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিতে সমস্যায় পড়তে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা হতে পারে বলে জল্পনা চলছিল। কিন্তু বিচারক জুয়ান মার্চান সমস্ত আলোচনায় জল ঢেলে দিলেন।

শুক্রবার সকালে সাজা ঘোষণা শপথগ্রহণের দিন ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখার আবেদন করেছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে।

লস অ্যাঞ্জেলেস

দাবানলে মৃত বেড়ে ১০

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ জানুয়ারি : লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। আরও বেশি পরিমাণে জমি আগুনের গ্রাসে, মৃতের সংখ্যাও বেড়েছে। স্যাটেলাইট ফুটেজে আগুন কবলিত এলাকার ছবি দেখে শিউরে উঠছেন সকলেই। গোটা এলাকা যেন নরক হয়ে গিয়েছে! চারিদিক শুধু কালো ধোঁয়া।

শুষ্ক আবহাওয়া এবং ঝোড়ো হাওয়ার জন্য আগুনের লেলিহান শিখা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কোথাও কোথাও আগুনে-হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি। লস এঞ্জেলস শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ছাড়াও দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৩ লক্ষ ঘরবাড়ি। ঘরছাড়া ১ লক্ষের বেশি মানুষ।

মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে ৩২ হাজার একর জমি। তার মধ্যে প্যাসিফিক পালিসাডেসের ১৯ হাজার এবং আল্টাডেনার ১৩ হাজার একর জমি রয়েছে। নতুন এলাকায় ছড়াতে শুরু করেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে ওয়েস্ট হিলসে নতুন করে আগুন ছড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন কাউন্টি শেরিফ রবার্ট লুনা। তিনি বলেন, ‘মনে হচ্ছে যেন শহরের বুকে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে।’ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই দাবানলকে লস অ্যাঞ্জেলেসের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ১৮০ দিনের জন্য ফেডারেল সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেন।

আগুন এত দ্রুতগতিতে (ঘণ্টায় ১১২ কিমি) ছড়াচ্ছে যে, কয়েক ঘণ্টায় ৯০০ একর জমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। প্যাসিফিক পালিসাডেসে ১৯,০০০ একর জমি পুড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে আল্টাডেনায় আগুনের গ্রাসে ১৩,০০০ একর জমি। সবমিলিয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন ১ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ। পাঁচ হাজারের বেশি বড় কাঠামো (স্কুল, অফিস সমেত) ধ্বংস হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের বহু জায়গায় তীব্র জলসংকট তৈরি হয়েছে। সঙ্গে বিদ্যুৎ না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে নামানো হয়েছে ন্যাশনাল গার্ডকে।

হাসপাতালে ছোটা রাজন

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার তিহাড় জেলে বন্দি রাজনকে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এক সময়ের দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ রাজন সাইনাসের সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসকরা দ্রুত অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়েছেন। ২০২৪ সালে এক খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা হয় তাঁর। গত সপ্তাহে রাজনের গোষ্ঠীর এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাড়ি থেকে উদ্ধার কুমির

ভোপাল, ১০ জানুয়ারি : মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক হরবংশ রাঠোর ও তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগী প্রাক্তন কাউন্সিলার রাজেশ কেশরওয়ানির বাড়িতে হানা দিয়ে টাকাকড়ি, সোনাদানা, বেনামি গাড়ির সঙ্গে কুমির পেলেন আয়কর অফিসাররা। টাকার পরিমাণ নগদ তিন কোটি। বাড়ির পুকুর থেকে পাওয়া গিয়েছে তিনটি কুমির।

রবিবার থেকে অভিযান চলেছে। আধিকারিকরা কুমির দেখে স্তম্ভিত। রাঠোর ও কেশরওয়ানির বিড়ির ব্যবসা রয়েছে। তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে ১৫৫ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তার তদন্তেই হানা দিয়েছিলেন আয়কর আধিকারিকরা। কুমিরগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য বনদপ্তরকে খবর দেন তদন্তকারীরা অফিসাররা।

সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজ, রুষ্ট দীপিকা

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যান এসএন সুব্রহ্মণিয়াম সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজের যে সওয়াল করেছেন তাতে সমাজমাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। নেটিজেনদের অধিকাংশই এই ধরনের কর্মসংস্কৃতি আমদানি করা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। শুধু আমজনতা নয়, বলিউড অভিনেত্রী, প্রাক্তন খেলোয়ার, এমনকি শিল্পপতিও এল অ্যান্ড টি কর্তার বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘এহেন শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিরা এই ধরনের মন্তব্য করছেন দেখে অবাক লাগছে।’ এরপরই তিনি লিখেছেন ‘হ্যাশট্যাগ মেন্টাল হেল্থ ম্যাটার্স।’

৯০ ঘণ্টা কাজের কথা বলতে গিয়ে সুব্রহ্মণিয়াম মন্তব্য করেছিলেন, ‘আপনারা বাড়িতে বসে কী কাজ করবেন? কতক্ষণ আপনারা আপনাদের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন? স্ত্রী-রাই বা কতক্ষণ ধরে স্বামীদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন? অফিসে আসুন আর কাজ শুরু করুন।’ তাঁর এই কথার বিরোধিতা করে প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তারকা জোয়ালা গুট্টা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমি বলতে চাই...প্রথমত উনি কেন ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন না...আর শুধু রবিবারই বা কেন!’

> এহেন শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিরা এই ধরনের মন্তব্য করছেন দেখে অবাক লাগছে। হ্যাশট্যাগ মেন্টাল হেল্থ ম্যাটার্স।
>
> **দীপিকা পাড়ুকোন**

এসএন সুব্রহ্মণিয়ামের মন্তব্যকে নারীবিদ্বেষী এবং ভয়ানক বলেও আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কাও সমালোচনা করেছেন এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যানের। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা? সানডের নাম বদলে সান ডিউটি করা হচ্ছে না আর কেনই বা ডে-অফ নামক বস্তুটিকে মিথে পরিণত করা হচ্ছে না! আমি বিশ্বাস করি, কঠোর এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে পরিশ্রম করায়। কিন্তু জীবনকে কার্যত অফিস শিফটে পরিণত করে ফেলাটা সাফল্য নয়, জীবন খারাপ করে তোলার উপায়। কাজের সঙ্গে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখাটা ঐচ্ছিক নয়, বরং আবশ্যিক। তবে এসব আমার ব্যক্তিগত মত।’

সমালোচনার মুখে পড়ে এল অ্যান্ড টি সংস্থাটি চেয়ারম্যানের সমর্থনে একটি বিবৃতি জারি করে। কিন্তু তাতেও নেটিজেনরা শান্ত হননি। দীপিকা পরে আবার জানান, সংস্থার বিবৃতি বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এসএন সুব্রহ্মণিয়ামের আগে ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তিও সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু ভারতের অন্যতম ধনকুবের বলে পরিচিত শিল্পপতি গৌতম আদানি এই ব্যাপারে সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘আপনার কাজ এবং জীবনের ভারসাম্য আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমার কাজ-জীবনের ভারসাম্য আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কেউ যদি ৪ ঘণ্টা পরিবারের সঙ্গে থাকে এবং তাতে আনন্দ খুঁজে পায় অথবা কেউ যদি ৮ ঘণ্টা পরিবারের সঙ্গে কাটায় এবং উপভোগ করে তাহলে সেটা তাঁদের ভারসাম্য। এসবের পরও যদি আপনি ৮ ঘণ্টা সময় কাটান তাহলে বউ পালিয়ে যাবে।’

সম্ভাল মসজিদে ‘স্থিতাবস্থা’

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের শাহি জামা মসজিদের প্রবেশপথ সংলগ্ন একটি ব্যক্তিগত কূপ সংক্রান্ত মামলায় মসজিদ ব্যবস্থাপক কমিটির আবেদনের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কূপ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ওই এলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। আরও সোজা করে বললে, হিন্দুপক্ষের দাবি খারিজ করে শীর্ষ আদালত বলেছে, সম্ভালের মসজিদে আপাতত কোনও ধরনের সমীক্ষা হবে না। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না শুক্রবার নির্দেশ দেন, দু’সপ্তাহের মধ্যে জেলা প্রশাসনকে ওই জলাশয় নিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ততদিন জেলা প্রশাসন জলাশয় সমীক্ষার কাজ করতে পারবে না।

অন্যদিকে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদগাহ মসজিদ নিয়ে ১৫টি মামলাকে একত্রিত করার এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপত্তি সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী সময়ে তোলা যেতে পারে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ প্রাথমিকভাবে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেয়। বেঞ্চ জানায়, সব মামলাকে একত্রিত করা উভয়পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক।

লাদাখে বন্যপ্রাণীর বিচরণভূমিতে সেনা গড়বে অস্ত্রভাণ্ডার

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : বিলুপ্তপ্রায় ইবেক্স, তিব্বতি গ্যাজেল, নেকড়ে, স্নো লেপার্ড, অ্যান্টিলোপ—কী নেই লাদাখে! বহু বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণভূমি চিন সীমান্তের এই এলাকায়। তারপরেও জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে সেই অঞ্চলেই এবার অস্ত্রভাণ্ডার ও পরিকাঠামো নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হল ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। লাদাখের চূড়ায় চিনা আগ্রাসন রুখতে পূর্ব লাদাখে চিন সীমান্তের কাছে গোলাবারুদ মজুতের জন্য একাধিক ফরমেশন অ্যামুনিশন স্টোরেজ ফেসিলিটি (এফএএসএফ) নির্মাণের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রকের বন্যপ্রাণ বিভাগ।

গত ২১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফের সভায় পূর্ব লাদাখের হানলে ও ফোটি লা সহ বিভিন্ন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সেনাবাহিনীকে এফএএসএফ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। একইসঙ্গে অনুমতি মেলে ভূগর্ভস্থ গুহা তৈরি এবং স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণেরও। এছাড়া লুকুং-এ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট প্লাটুন এবং এরথ এলাকায় স্থলসেনার স্থায়ী শিবিরও তৈরি করতে পারবে সেনা।

বন্যপ্রাণকে বিপন্ন করে এই অনুমোদন নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু পরিবেশমন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রেক্ষিতে এই অনুমোদন জরুরি ছিল। তাদের বক্তব্য, বর্তমানে গোলাবারুদ হানলে থেকে ২৫০ কিমি এবং ফোটি লা থেকে ৩০০ কিমি দূরে মজুত থাকে। ফলে প্রয়োজনের সময় তা সরবরাহে অনেক দেরি হয়ে যায়। আক্রমণের মুখে দ্রুত প্রতিরক্ষার জন্য স্পর্শকাতর এলাকার কাছাকাছি কোনও জায়গায় গোলাবারুদ মজুতের প্রয়োজন রয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর হানলে, ফোটি লা, প্যাংগং হ্রদের লুকুং গ্রাম এবং ডুরবুক এলাকায় সেনার সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো ছাড়াও ভূগর্ভস্থ গুহা তৈরি করে গোলাবারুদ ও কৌশলগত সাজসরঞ্জাম সংরক্ষণ করা যাবে। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে চিন সীমান্তে অপারেশনাল সক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যাবে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর।

অখণ্ড ভারত সম্মেলনে ডাক পাক, বাংলাদেশকে

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : ভারত-পাকিস্তান বৈরিতার কারণে সার্কের অস্তিত্বের কথা ইদানীংকালে খুব একটা শোনা যায় না। ২০১৬ সালের পর থেকে আর কোনও সার্ক বৈঠক হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর পাশাপাশি সার্ককে আবারও চাঙ্গা করতে মরিয়া। কিন্তু তার আগেই ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আলোচনাসভায় পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কার মতো সার্কভুক্ত দেশগুলির পাশাপাশি মায়ানমার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়ার দেশগুলির কাছে আমন্ত্রণবার্তা জানিয়েছে নয়াদিল্লি। অখণ্ড ভারত শীর্ষক ওই আলোচনাসভায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান ইতিমধ্যে সম্মতি জানিয়েছে। ঢাকাও যদি নয়াদিল্লির প্রস্তাবে সাড়া দেয় তাহলে তা আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে।

এক আধিকারিকের কথায়, ‘আমরা চাই, যে সমস্ত দেশ আবহাওয়া দপ্তর প্রতিষ্ঠার সময় অখণ্ড ভারতের অঙ্গ ছিল তারা সকলেই যেন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, যাবতীয় মতপার্থক্যকে দূরে সরিয়ে যেভাবে দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলিকে আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাতে নয়াদিল্লির মহৎ হৃদয়ের দিকটিই ফুটে উঠেছে। কারণ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ তো বটেই, সার্কভুক্ত দেশগুলির প্রায় সকলেই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তুলেছে। শুধু তাই নয়, নয়াদিল্লি দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমশ নির্বান্ধব হয়ে পড়ছে বলেও একটি দাবি করা হয়। আবহাওয়া দপ্তরের অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী দেশগুলিকে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে সেই দাবিও নস্যাৎ করে দিতে মরিয়া ভারত।

আবহাওয়া দপ্তর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের তরফে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসে বিশেষ ট্যাবলোও বের করা হবে। অর্থমন্ত্রকের তরফে স্মারক কয়েনও প্রকাশ করা হবে।

গরিবের জন্য যোগীর ‘মা কি রসোই’

প্রয়াগরাজ, ১০ জানুয়ারি : গরিবের মুখে অন্ন তুলে দিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথেই পা বাড়ালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মহাকুম্ভমেলা শুরুর মুখে শুক্রবার প্রয়াগরাজে ‘মা কি রসোই’ নামে একটি যৌথ রান্নাঘর প্রকল্পের সূচনা করেছেন তিনি। বাংলার ‘মা ক্যান্টিন’-এর আদলে তৈরি ওই রান্নাঘর থেকে মাত্র ৯ টাকায় পেটভরা খাবার দেওয়া হবে প্রত্যেককে। খাবারের তালিকায় থাকছে ডাল, চারটি রুটি, তরকারি, ভাত, স্যালাড এবং একটি মিষ্টি।

মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর মানুষের কথা ভেবে তৈরি এই রসুইঘর চালানোর দায়িত্বে রয়েছে নন্দী সেবা সংস্থান। রেস্তোরাঁটি বানানো হয়েছে প্রয়াগরাজের স্বরূপরানি নেহরু হাসপাতাল চত্বরে।

শুক্রবার প্রয়াগরাজ সফরের দ্বিতীয় দিনে হাসপাতালে গিয়ে ‘মা কি রসোই’-এর প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। তিনি বলেন, ‘এই উদ্যোগ কেবলমাত্র সাশ্রয়ী নয়, বরং দরিদ্র মানুষের জন্য এক বিশাল সহায়তা। মা অন্নপূর্ণার করুণা যেন সবার ওপর বর্ষিত হয়।’ এরপর তাঁকে ক্রেতাদের খাবার পরিবেশন করতেও দেখা যায়।

‘মা কি রসোই’ ক্যান্টিন উদ্বোধন করে খাবার তুলে দিচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ। প্রয়াগরাজে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, যৌথ রান্নাঘরটি জনতার উদ্দেশে নিবেদিত হলেও আধুনিক রেস্তোরাঁয় যা যা থাকে, এতে তার সবকিছুই রয়েছে। এটি পুরোপুরি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রায় ২,০০০ বর্গফুট এলাকাজুড়ে তৈরি মা কি রসোই-এ একসঙ্গে ১৫০ জন বসে খেতে পারবেন। হাসপাতালে আসা হাজারো রোগীর পরিবারের লোকজনের পক্ষে এই রান্নাঘর সবচেয়ে কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলার ‘মা ক্যান্টিন’-এর আদলে তৈরি ওই রান্নাঘর থেকে মাত্র ৯ টাকায় পেটভরা খাবার দেওয়া হবে প্রত্যেককে। খাবারের তালিকায় থাকছে ডাল, চারটি রুটি, তরকারি, ভাত, স্যালাড এবং একটি মিষ্টি।

ক্ষুব্ধ কবি-লেখকদের একাংশ

লিটল ম্যাগ মেলার আমন্ত্রণে ভাগাভাগি

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : সাহিত্যচর্চায় আমরা-ওরা।

এমনই অভিযোগ লিটল ম্যাগাজিনকে উৎসাহ দিতে সরকারি উৎসব 'উত্তরের হাওয়া'য়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে শুরু এই উৎসবে উত্তরবঙ্গের শতাধিক কবি-সাহিত্যিক অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু ডাক পেলেন না অনেক পরিচিত কবি ও লেখক। যে তালিকায় আছেন রাজ্য সরকারের মধুসূদন পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি বিজয় দে, ২০১১ সালে লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কারপ্রাপক গৌতম গুহ রায়, সাহিত্য জগতে রাজ্যের অন্যতম উজ্জ্বল নাম মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস।

ডাক পাননি সেবন্তী ঘোষ, অনুরাধা কুন্ডা, সঞ্চিতা দাস, চৈতালি ধরিত্রীকন্যার মতো পরিচিত কবি, লেখকরা। কেন তাঁদের ডাকা হল না? শিলিগুড়ির মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক জয়ন্ত মল্লিকের বক্তব্য, 'প্রতি বছর সবাইকে ডাকা হবে, এমন কোনও কথা নেই। যাঁদের এবার ডাকা হয়নি, তাঁরা হয়তো পরের বছর বা দু'বছর পর আমন্ত্রণ পেতে পারেন।' তবে তাঁর সাফাই, 'কবি-লেখকদের আমন্ত্রণের বিষয়টি কলকাতা থেকে চূড়ান্ত হয়।'

উৎসবের অন্যতম অতিথি, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'সাহিত্য নিয়ে যে উৎসব করা যায়, এটা সাধারণ মানুষ আগে ভাবতেই পারতেন না। উত্তরবঙ্গে উত্তরাংশের বিপুল বৈচিত্র্য রয়েছে। এই সাহিত্য উৎসবে তার অনেকটাই প্রতিফলিত হবে।' কিন্তু ডাক না পাওয়া কবি, লেখকরা অভিযোগ করছেন, অভয়া'র বিচারের দাবিতে আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকাই তাঁদের বাদ দেওয়ার মূল কারণ।

'উত্তরের হাওয়া'র আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

শিলিগুড়ি কলেজে লিটল ম্যাগাজিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রাত্য বসু।

শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে এই সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কবি গৌতম গুহ রায় বলেন, 'গতবারও কোচবিহারে মেলায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ডাক পাইনি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কিন্তু বলেছিলেন, প্রতিবাদীদের আর সরকারি মঞ্চে জায়গা দেওয়া হবে না। সেই কারণেই আমরা বাদ পড়লাম।'

মধুসূদন পুরস্কারপ্রাপক কবি বিজয় দে'র বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ, এতদিন যেখানেই লিটল ম্যাগাজিন মেলা হয়েছে, সেখানেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এবার কেন জানানো হল না, বুঝতে পারছি না। ওঁদের অনুষ্ঠান, ওঁরা আমন্ত্রণ নাও জানাতে পারেন। তবে অভয়া'র বিচারের দাবির আন্দোলনে আমার ভূমিকা কি খুব মারাত্মক ছিল?'

মেলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে উদ্বোধনী ভাষণে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, 'কলকাতা নন্দন চত্বর, রবীন্দ্রসদনে বাংলা আকাদেমি আটকে থাকবে না। প্রায় ৬৪টি ভাষা রয়েছে আমাদের রাজ্যে। সবক'টা ভাষাকে আমাদের মান্যতা দিতে হবে। যাঁরা এইসব ভাষায় লেখালেখি করেন, তাঁদের তুলে ধরতে হবে। সেজন্য তাঁদের কাছে আমাদের যেতে হবে।'

উৎসবের প্রথম দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাহিত্যের আড্ডা। যাতে আলোচনায় শামিল হন কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্যিক আবুল বাশার। ওই আড্ডায় উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করেন কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, শৌভিক দে সরকার প্রমুখ। রাজ্যের তিন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, সাবিনা ইয়াসমিন, সত্যজিৎ বর্মন, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন মুখের খোঁজে নিষ্ফল

প্রথম পাতার পর

বাড়িয়ে (সিপিএমে চাইলেও মেয়াদ বাড়ানো যায় না। আরও অনেক কিছুর মতো সিপিএমে সদস্য সংগ্রহ ও পুনর্নবীকরণের সময় নির্দিষ্ট) লক্ষ্যপূরণ করতে পদ্মের হিমসিম দশা বঙ্গে।

লোকসভা ভোটের ফলাফল দেখে দিল্লির হিন্দুত্ববাদী নেতাদের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। ওই নেতাদের গুঁতো খেয়েই হোক আর বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ধাক্কাতেই (সেরকমই দাবি শুভেন্দু অধিকারীর) হোক, অবশেষে নাকি সদস্য সংগ্রহে কিছু গতি এসেছে বাংলায়। ১ কোটির ধারে-কাছে না পৌঁছালেও ৫০ লক্ষের কাছাকাছি গিয়েছে। সিপিএমে তরুণ খোঁজার মেয়াদ বাড়ানোর উপায় নেই। সম্মেলনের দিনক্ষণ নির্ধারিত যে। কিন্তু তরুণ মুখ কই? অগত্যা কোনও কোনও সম্মেলনে তারুণ্যের কোটা ফাঁকা রেখে কমিটি তৈরি করে ফেলা হচ্ছে। সিপিএমে পরে 'কো-অপ্ট' (সংযোজন) করার সুযোগ বরাবরই আছে। তারুণ্যকে জায়গা দিতে পুরোনো নেতাদের কমিটি থেকে বিদায় দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ফলে সিপিএমে অবসরপ্রাপ্ত নেতার সংখ্যা বাড়ছে। অথচ তাঁদের অনেকের কর্মক্ষমতা আছে, দক্ষতা আছে। আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি চাকরিতে অবসরের নির্ধারিত বয়সে আজকাল অনেকে শারীরিকভাবে ফিট, মানসিকভাবে পরিণত থাকেন। অবসর মানে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে সরকারি, বেসরকারি সংস্থার বঞ্চিত হওয়া। উপযুক্ত মানবসম্পদ ঠেলে সরিয়ে দেওয়া। সিপিএমেও তাই। আলিমুদ্দিনে কাজ নেই বিমান বসুর। শিলিগুড়িতে অনিল বিশ্বাস ভবনে অশোক ভট্টাচার্যের শুধু যাওয়া-আসা। রবীন দেবের মতো কর্মক্ষম নেতার এখন কোনও দায়িত্ব নেই। ভাবা যায়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী সাধে নবীন-প্রবীণ ভারসাম্যের কথা বলেন! বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অনেকটা 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের মতো। হাটে-বাজারে, রাস্তায় টেবিল পেতে হাঁকডাক, আসুন আসুন, পদ্মপাতায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসুন। দলের মতাদর্শ বোঝানোর বালাই নেই। হিন্দুত্বের টানে সবাই চলে আসবে- দলের নেতৃত্বের ধারণা তেমনই। বিয়ের আসরে সদস্য করায় চমক হয়তো আছে। কিন্তু দলের প্রতি দায়বদ্ধতা, আনুগত্য? বিশ্বের বৃহত্তম দলের সেসব ভাবলে চলে না।

মিছিল-মিটিং হলে সিপিএমে বেশকিছু তরুণ-তরুণীকে দেখা যায়। কিন্তু নেতৃত্বে আনার নতুন মুখ খুঁজতে হিমসিম সিপিএম। মিছিলে হাঁটা এই তরুণরা মূলত শহুরে। তাও আবার শহরের বস্তি বা কলোনি এলাকার নয়, শ্রমিক মহল্লারও নয়। যা ছিল একসময় সিপিএমের অন্তর্নিহিত শক্তি। এই শহুরে তরুণদের গ্রামে দূরে থাক, বস্তিতে-কলোনিতে, শ্রমিক মহল্লায়, কারখানায় সংগঠনের কাজে দেখা যায় না। তৃণমূলের প্রতি রাগ-ক্ষোভ, বিজেপির হিন্দুত্বকে অপছন্দ- এই তরুণদের সিপিএম করার একমাত্র কারণ। তাঁদের 'সাংগঠনিক' কাজ সীমাবদ্ধ ভাষণে আস্ফালন, বক্রোক্তি (যাকে বলে ট্রোল) আর ফেসবুক বিপ্লবে। দল গড়ে তোলার পরিশ্রমসাধ্য, ধৈর্যশীল, মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ কাজ এঁদের আয়ত্তের বাইরে। ফলে দলে থাকলেও তাঁদের নেতৃত্বে তুলে আনা কঠিন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো কিছু জেলায় আবার গোষ্ঠীতন্ত্রে কমিটি থেকে বাদ পড়ছেন সম্ভাবনাময় তরুণরা। বিজেপিতেও এসব চলে। ধরে ফেলেছেন পশ্চিমবঙ্গে দলের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসাল। জেলা সভাপতিরা নাকি নিজেদের পদ সুরক্ষিত রাখতে বেছে বেছে নিজের অনুগামীদের সক্রিয় সদস্য করেছেন। বিজেপির নিয়মে সক্রিয় সদস্যরাই শুধু সাংগঠনিক ভোট দেওয়ার অধিকারী। কিন্তু এই যে এত এত সদস্য করা হচ্ছে, তাঁদের কাজ কী? নেতাদের তো কাজ বলতে পুজোপাঠ, হিন্দুত্বের প্রচার, মুখে মারিতং জগৎ। সাংগঠনিক, মতাদর্শগত কাজ যেটুকু হয়, করে দেয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন নিয়ে তৃণমূল স্তর থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার বালাই নেই বিজেপিতে। শুভেন্দুর কথা শুনে মনে হয়, হিন্দুত্বের বাতাসে ভরে যাবে ইভিএমে পদ্মের বোতাম। তৃণমূলেরও সাংগঠনিক কাজ নেই। ভরসা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, কন্যাশ্রী, বাংলা আবাস। আর আছে জমি-বালি-পাথরের কারবার আর তোলাবাজির অবাধ ছাড়পত্র। এতে তরুণদের একাংশকে কবজায় রেখে দেওয়া যায়।

নতুন ছকে এগোনোর পরিকল্পনা

উত্তরে দায়িত্বে খোঁজ 'বিশ্বস্ত' নেতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে দলের দায়িত্বে রাজ্যস্তরের কোনও শীর্ষ নেতার খোঁজে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গকে বাগে আনার চেষ্টা করে চলেছেন নেত্রী। অথচ বারবার বিভিন্ন ভোটে হোঁচট খেতে হয়েছে তাঁকে। সর্বশেষ বিধানসভা ও লোকসভার ভোটে সেখানে আগের তুলনায় দলের কিছুটা অগ্রগতি হলেও এখনও তা স্বস্তি দিতে পারেনি তাঁকে। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি। আট জেলায় ক্রমেই প্রভাব বাড়াচ্ছে পদ্ম। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের জেলাস্তরে উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার ও মালদায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পরোক্ষে শাসকদল তৃণমূলের অগ্রগতির কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান নেত্রীর। শুক্রবার দলের বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, পাহাড় বাদে সমতলের জন্য রাজ্যস্তরের কাউকে তিনি চাইছেন, যাঁর ওপর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দলের দায়িত্ব দিয়ে তিনি কিছুটা নিশ্চিত হতে পারেন। দলে সেরকম কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব কোনও জেলায় হলে শেষপর্যন্ত তিনিই দেখবেন। তবে তাঁর আগে রাজ্যস্তরের কোনও শীর্ষ নেতা দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব সামাল দিতে পারলে তো ভালো কথা।

শাসকদল সূত্রে খবর, এতদিন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স ও দার্জিলিং পাহাড় এলাকার চা বাগানগুলি দলের শ্রমিক সংগঠনগুলির দেখভাল করার জন্য রাজ্যস্তরে দলের নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তবে মাঝে তৃণমূলের রাজ্য আইএনটিটিইউসি সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে এই দায়িত্ব দেন তিনি। তাঁকে বিশেষ করে এই দায়িত্ব দেওয়ার পিছনে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকটা হাত ছিল বলেই দলের খবর। চা বাগানে দলের শ্রমিক সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব এখন ঋতব্রতর ওপরই ছেড়ে রাখতে চান দলনেত্রী। তাছাড়া এই কাজে মাঝেমধ্যেই শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি পাঠিয়ে থাকেন। সরকার কোনও অনুষ্ঠানে গেলেও শ্রমমন্ত্রী কাজের ফাঁকে সেখানে দলের চা বাগানের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন ও আলোচনা করেন। শুক্রবার দলের এক প্রভাবশালী শীর্ষ নেতা জানান, ২০২৬-এ ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে জমি পুনরুদ্ধারে তৃণমূলনেত্রী নতুন ছকের ভাবনায় রয়েছেন। চা বাগান এলাকা বাদ দিলে উত্তরবঙ্গে সমতল শিলিগুড়ি সহ অন্যান্য জেলাগুলির জন্য দলের দায়িত্বে রাজ্যস্তরে দলের কোনও শীর্ষনেতাকে চাইছেন তিনি। এতদিন দলের প্রভাবশালী মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম বিশ্বস্ত নেতা অরূপ বিশ্বাস পাহাড় ও শিলিগুড়ির দায়িত্বে আছেন। বাকি সমতলের অন্যান্য জেলা দেখার জন্য দলের রাজ্যস্তরের কেউ তেমন ছিলেন না।

কোনও জেলায় দলের অন্দরে সমস্যা হলে বিচ্ছিন্নভাবে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিদের পাঠানো হত। এবার আর সেই ছকে না থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গে দলের রাজ্যস্তরের কোনও শীর্ষ নেতাকে দায়িত্ব দিতে চান। একেবারে নতুন ছকে এগোতে চাইছেন নেত্রী। এতদিন শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শিলিগুড়ির মেয়র দলের দীর্ঘদিনের নেতা গৌতম দেবের ওপরই ভরসা করে এসেছেন নেত্রী। এখনও নেত্রী সেই ভরসা অটুট রেখেও দলের স্বার্থে আরও একজন কাউকে চাইছেন। এই নিয়ে নেত্রীর সঙ্গে একবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকেরও প্রশাসনিক আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

নজরে

- উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি
- এছাড়া, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলের অগ্রগতির কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান নেত্রীর
- তাই সমতলের জন্য রাজ্য স্তরের কাউকে মমতা চাইছেন বলে সূত্রের খবর
- যাঁর ওপর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দলের দায়িত্ব দিয়ে তিনি কিছুটা নিশ্চিত হতে পারেন

ভাঙা পড়তে পারে

প্রথম পাতার পর

এছাড়া দুই পাশে বড় নর্দমা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এনএইচ-৯) দেবব্রত ঠাকুর বলেন, 'পুরোটাই এখনও পর্যন্ত প্রস্তাব। এই প্রস্তাব দিল্লিতে পাঠানো হবে।'

আংশিক ভাঙা পড়তে পারে ময়নাগুড়ি শহরের ঐতিহ্য ১১৫ বছরের পুরোনো ব্রিটিশ আমলে তৈরি রাধিকা লাইব্রেরি। তাছাড়া ভাঙার তালিকায় থাকতে পারে নতুন বাজার বাস টার্মিনাসের মার্কেট কমপ্লেক্সের একাংশ। রয়েছে পাশাপাশি পুরোনো এবং নতুন বাজারের অসংখ্য দোকানপাট। গুমটি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিমলেন্দু চৌধুরী বলেন, 'এই নকশা অনুযায়ী রাস্তা সম্প্রসারণ করা হলে ৫৫০ থেকে ৬০০ দোকানপাট অর্থাৎ দুটি বাজারের একাংশ ভাঙা পড়বে। সবাইকে কীভাবে পুনর্বাসন দেবে প্রশাসন, সেটাও ভাববার বিষয়।' ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'পুরো বাজারটাই ভাঙা পড়বে বলে আশঙ্কা করছি আমরা।' নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, 'আতঙ্কে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। যদিও নতুন বাজার মার্কেট কমপ্লেক্সের ওপরের অংশ দোকান নির্মাণের সুযোগ রয়েছে। প্রশাসনকে এই বিষয়ে জানানোও হয়েছে।'

সড়ক সম্প্রসারণ ও উচ্ছেদ নিয়ে সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও গুঞ্জন। গুমটি ব্যবসায়ী পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শশধর রায় বলেন, '৩৩ বছর ধরে সরকারি কর ফাঁকি দিয়ে ফুটপাথে ব্যবসা করছি। লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে সংসার প্রতিপালন সহ ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছি। এখানে উন্নয়নের স্বার্থে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে তা দেব। উন্নয়নের পক্ষে আমিও। আবার কোথাও গিয়ে বসব। নতুন করে জায়গা খুঁজে নিতে হবে।' নতুন বাজার বাস টার্মিনাসের মার্কেট কমপ্লেক্সের ব্যবসায়ী নূপুর দত্ত বলেন, 'সবকিছু শুনে মাথায় হাত পড়েছে। পরিস্থিতি যা তাতে কমপ্লেক্সের সামনের দিক ভাঙা পড়লে আমার দোকান সহ বহু দোকানপাট ভাঙতে হবে।'

ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার কার্যনির্বাহী সভাপতি অমল রায় বলেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বহু মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে আছে। সকলের সঙ্গে বসে সার্বিক আলোচনাসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। উন্নয়নের নামে হঠকারী কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়াই সমীচীন।'

করলা সেতুতে অ্যাপ্রোচ রোড

প্রথম পাতার পর

যে সকল বাড়ি একাংশ ভাঙা পড়বে তাদের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। অন্যদিকে, সমাজপাড়ার দিকেও নদীর পাশে একটি বস্তি রয়েছে। যেখানে প্রায় ২০ থেকে ২৫টি পরিবার বহু বছর ধরে বসবাস করে আসছে। সেতু সংযোগকারী রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে তাদের উচ্ছেদ করে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে পুরসভা বলেও সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলো আর বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বছরের পর বছর ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেতুটি। অন্যদিকে, শহরের লোকসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে যানবাহন। দিনে দিনে যানজটে জেরবার শহরের পরিস্থিতি। এবার যানজট রুখতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। দিনবাজার সেতুর ওপর চাপ কমাতে পুরসভা অসম্পূর্ণ সেতুর কাজ নিজেরাই রাস্তা তৈরি করে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমাজপাড়ার সেতুটি চালু হলে জেলা হাসপাতালের দিকে যেতে আর দিনবাজার সেতুর ওপর ভিড়ের মুখে পড়তে হবে না সাধারণ মানুষকে।

ধর্ষণের চেষ্টা, পলাতক বৃদ্ধ

মানিকগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : ১২ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী দাদুর (৬৪) বিরুদ্ধে। সোমবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বৃহস্পতিবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। শুক্রবার ওই নাবালিকাকে নিয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন পরিবারের সদস্যরা। এরপর ওই নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। তবে পলাতক বৃদ্ধ।

জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে ওই নাবালিকা অসুস্থ ঠাকুমার সঙ্গে বাড়িতেই ছিল। অভিযুক্ত পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় কলাপাতা নিতে ওই বাড়িতে যায়। সুযোগ বুঝে ঘরের ভেতর নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিশোরীর চিৎকারে সবাই এগিয়ে এলে ওই বৃদ্ধ পালিয়ে যায়।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী রঞ্জিতকুমার রায় জানান, প্রথমে নাবালিকার পরিবার বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা করে। এরপর এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য পার্বতী রায়, আশাকর্মী কল্যাণী সরকার, মহিলা সমিতির তরফে শম্পা রায় এবং গ্রামবাসীরা পরিবারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁরা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিলে পুলিশে জানানো হয়েছে।

শুক্রবার দুরামারি গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলে আলোচনা সভা।

স্কুল বাঁচাতে আলোচনা সভা

গয়েরকাটা, ১০ জানুয়ারি : বানারহাট ব্লকের পিছিয়ে পড়া ছোট্ট একটি গ্রাম দুরামারি। যেখানে নারীশিক্ষার একটিমাত্র অবলম্বন দুরামারি গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুল। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাহত হচ্ছে পঠনপাঠন। বর্তমানে স্কুলটি একজন শিক্ষিকা ও একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়ে কোনওরকমে চলছে। এবারের উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগে আরামবাগ থেকে এক শিক্ষিকার জয়েন করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তিনি আর আসেননি। এই পরিস্থিতিতে ক্লাস চালানো মুশকিল। স্কুল পরিচালনা নিয়ে শুক্রবার স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে একটি আলোচনা সভা হয়। সেখানে ধূপগুড়ি অবর মণ্ডল পরিদর্শক রাজদীপ সরকার সহ স্কুলের টিআইসি রিনা সিংহ, বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অরবিন্দ রায় সরকার সহ অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। সমস্যা সমাধানে পাশের দুরামারি চন্দ্রকান্ত হাইস্কুল থেকে একজন শিক্ষক দিয়ে ক্লাস চালানোর প্রাথমিক চিন্তাভাবনা করা হয়। এই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিযুক্ত করার জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে আবেদন জানানো হবে।

২০১০ সালে স্কুলটির সূচনা লগ্নে ৪০০ ছাত্রী ছিল এবং ৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা সহ প্রায় ৮ জন স্টাফ ছিলেন। বর্তমানে স্কুলটি শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে প্রায় বন্ধের মুখে! এই অবস্থা দেখে দুরামারির শিক্ষানুরাগীরা প্রথমে গয়েরকাটার ধূপগুড়ি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে যোগাযোগ করেছিলেন। এছাড়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ জেলা প্রশাসনের অন্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরই সভার আয়োজন করেন রাজদীপ সরকার। তিনি বলেন, 'স্কুলটিকে চালানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। সেগুলির বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি আমরা।'

সীমান্তে বেড়া

প্রথম পাতার পর

প্রথম দিকে বেড়া দেওয়ার কাজে বিজিবি বাধা দিলেও পরে তারা পিছু হটে। তবে বিকেলের দিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই বাংলাদেশের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে জড়ো হন আরও প্রচুর মানুষ। যদিও বিএসএফের কড়া নিরাপত্তায় সীমান্তে ঘেঁষতে পারেননি তাঁরা। অস্থায়ী বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে সীমান্তে যাতে বড়সড়ো বিশৃঙ্খলা না হয় সেজন্য বিএসএফ ও বিজিবি আধিকারিকরা তিনবিঘা করিডরে সন্ধ্যার দিকে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকের বিষয়ে বিএসএফ ও বিজিবি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও সীমান্তে যাতে শান্তি বজায় থাকে তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক বলেন, 'সীমান্তে বিএসএফ আজকে কোনও বেড়া দেয়নি। গ্রামবাসী নিজেদের উদ্যোগে ফসল বাঁচাতে বেড়া দিয়েছে। বিজিবি এবং বাংলাদেশিরা বাধা দিতে চাইলেও আমরা গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি। ঘটনার উপর কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে।'

বেড়া দিতে বাংলাদেশিরা বাধা দেওয়ায় গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, নিজের জমিতে যা খুশি করব, কেউ আটকাতে পারবে না। ঘিযুরাম রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'প্রত্যেক কৃষকই ফসল বাঁচাতে নিজেদের সীমান্তে বেড়া দেন। আমরাও দিয়েছি। বাকি আরও যতটুকু রয়েছে সেখানেও দেব। আমরা বিএসএফ বা বিজিবি কারও কথা শুনব না।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা অনুপ রায় বলেন, 'দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা বাংলাদেশি ছিটমহল। এখানকার বাসিন্দাদের জন্য আমরা তিনবিঘা করিডর দিয়েছি। সেজন্য তাঁরা বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে পারেন। তাই এখানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন নয়, বিএসএফ-বিজিবি'র চুক্তি অনুযায়ী জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া হওয়ার কথা। তাই বিজিবি বা বাংলাদেশিরা বাধা দিলে আমরা তিনবিঘা করিডর অবরুদ্ধ করে দেব।'

পাচারের চেষ্টা বানচাল

বৈষ্ণবনগর ও হবিবপুর, ১০ জানুয়ারি : সীমান্তে অশান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না। বুধ-বৃহস্পতিবার অশান্তির পরেও শুক্রবার শুরু হলো না কাঁটাতার তৈরির কাজ। বিএসএফ ও বিজিবির মিটিংয়ের পরেও কেন তার বাঁধার কাজ শুরু হলো না, এদিকে, বৈষ্ণবনগর সীমান্তে এই অশান্তির মধ্যেই বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ সীমান্তে কাঁটাতার কেটে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল পাচারকারীরা। কিন্তু বিএসএফের চেষ্টায় সেই কাজ সফল হয়নি। উদ্ধার হয় গবাদিপশু ও ধারাল অস্ত্র।

বৈষ্ণবনগর থেকে মণ্ডায় হয়ে কুম্ভীরা বাঁধ দিয়ে যেতে যেতে দুধারে সর্ষের খেত। এসব দৃশ্য পেরিয়ে শুকদেবপুর শব্দলপুর এলাকা। এখানেই মরাগঙ্গার কিছু অংশে কাঁটাতারে বেড়া নেই। সেনিয়েই দুই দেশের স্নায়ুচাপ বেড়েছে। শব্দলপুর ঢুকতেই সুবল মণ্ডলের দোকানে চা খাচ্ছিলেন সোমনাথ মণ্ডল, রাজেশ মণ্ডলরা।

শুকদেবপুরে থমকে কাজ

সোমনাথ একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক। কথায় কথায় জানালেন, 'কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রামের প্রায় ২০ জন বাসিন্দাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কর্মী হিসেবে তাঁরা যখন সেখানে কাজ করছিলেন, বাংলাদেশের সেনা সেই সময় তাঁদের বাধা দেয়, হুমকি দেওয়া হয়।' স্থানীয় শ্রমিক যারা কাজে গিয়েছিলেন, তাঁদের একজন সুজয় মণ্ডল। বললেন, 'বিজিবি আমাদের বলে কাজ বন্ধ করো, নইলে গুলি মারতে বাধ্য হব।'

বিএসএফ-এর দাবি, বিএসএফ ও বিজিবির চার বার মিটিং হয়েছে। বিজিবির কড়া আপত্তির জেরে তাঁরা এই কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। বৈষ্ণবনগর থানার বাখরাবাদের শুকদেবপুর-শব্দলপুর গ্রাম। সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম বাসিন্দারা রয়েছেন, তাঁরা পর্যন্ত সেখান থেকে চিৎকার করছিলেন বিজিবিকে সমর্থন করেছিলেন। কোনওভাবে সীমানা তৈরি করা যাতে না যায়, তার জন্য তারা সোমবার থেকেই ইন্ধন জোগাচ্ছেন। গতকাল কাজ হয়নি। এদিনও তৎপরতা দেখা যায়নি।

ভুবনেশ্বরের ডান্স ফেস্টিভালে পম্পি

নাগরাকাটা, ১০ জানুয়ারি : ওডিশা সরকারের আমন্ত্রণে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ভারতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ওডিশি নৃত্য পরিবেশন করলেন জলপাইগুড়ির শিল্পী ডঃ পম্পি পাল। গত ৭ জানুয়ারি থেকে ওই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছে।

চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত মুক্তেশ্বর ডান্স ফেস্টিভালে তিনি ওডিশি নৃত্য পরিবেশন করেন গত ৮ জানুয়ারি। অনুষ্ঠানটি হয় ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে। উদ্যোক্তা সে রাজ্যের ওডিশা সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি এবং ওডিয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। পম্পির পরিবেশনা ছিল সংস্কৃত ভাষার 'শিব তাণ্ডবা স্ত্রোত্রম' ও বিশিষ্ট কবি উপেন্দ্র ভঞ্জার ওডিশি ভাষায় একটি

সাহিত্য সৃষ্টির ওপর। ওই নাচটি রামায়ণে বর্ণিত রাম-সীতার বিয়ের অনুষ্ঠানের একটি অংশ। দুটি নাচই প্রশংসা কুড়োয় দর্শক মহলে।

হীরক জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

বেলাকোবা, ১০ জানুয়ারি : বেলাকোবা অঞ্চলের রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হল শুক্রবার। তিনদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় ও সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয়কুমার রায়। সেইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (শিক্ষা বিষয়) রবিনা ছেত্রী, বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা রায় এবং সাংসদ জয়ন্ত রায়।

বক্তব্য রাখেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক সরকার। শুধু তাই নয়, পড়ুয়ারা দুঃস্থদের সাহায্য করে। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রদর্শনীতে অংশ নেয় স্কুলের পড়ুয়ারা।

আপাতত নিষিদ্ধ বক্সায় রাত্রিবাস

প্রথম পাতার পর

জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনালের ২০২২ সালের রায়ের বৈধতা নিয়ে এদিন আদালতে প্রশ্ন ওঠে। তাই এ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পরবর্তী শুনানির দিন পেশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। আদালতে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ দত্ত। তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

সুভাষকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আপনি একসময় এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এখন ওই বনাঞ্চলকে বাঁচানোর সদিচ্ছা দেখতে পাচ্ছি না। এটা আপনার ভাবমূর্তির সঙ্গে মেলে না।' সুভাষ বলেন, 'ওই এলাকায় ভিভিআইপিদের জন্য গেস্টহাউস আদালতের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়। ওই এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ নদী রয়েছে। সংরক্ষিত ওই এলাকায় এই ধরনের কাজকর্মে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।'

রাজ্যের তরফে অবশ্য যুক্তি দেওয়া হয়, বনাঞ্চলের একদিক ব্যবহৃত হলেও সংরক্ষিত এলাকা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি। হোমস্টে, রিসর্ট মালিকদের আইনজীবীরা দাবি করেন, পরিবেশ আদালতের গঠিত কমিটি যথাযথ নিয়ম মেনে তৈরি করা হয়নি। মালিকদের পক্ষে আইনজীবী মহম্মদ শামিম এবং বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যরা বলেন, 'ওই কমিটির গঠন অসাংবিধানিক। হোমস্টে বন্ধ করে দেওয়া ঠিক হবে না।' পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রধান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য পরে বলেন, 'আমরা আদালতে জানিয়েছি, হোমস্টে বনের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক নয়। রেভেনিউ ভিলেজের মধ্যেই হোমস্টেগুলো রয়েছে। পর্যটনের স্বার্থে হোমস্টের প্রয়োজন রয়েছে।'

জাতীয় সড়কে দাঁতালের দৌরাত্ম্য

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : তার মুড কখন কেমন বোঝা যাচ্ছে না। কখনও সে শান্ত, কখনও আবার অশান্ত। একদিন রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকছে। পরেই আবার চলন্ত বাইক বা গাড়িকে তাড়া করছে। দিনকয়েক ধরে লাটাগুড়ি এবং গরুমারা জঙ্গলের মাঝে দাঁতাল হাতিটি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার একাধিকবার জাতীয় সড়কে উঠে পড়ে দাঁতালটি। প্রত্যেকবার সেটিকে জঙ্গলে পাঠান বন দপ্তরের পাশাপাশি 'ট্যুরিস্ট বন্ধু'র বিশেষ দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা।

লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশে রয়েছে লাটাগুড়ি এবং গরুমারার জঙ্গল। জঙ্গলের এই পথে মাঝেমধ্যে হাতির পালকে চলাচল করতে দেখা

জাতীয় সড়কে এই দাঁতালই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যায়। গত সপ্তাহখানেক ধরে জাতীয় সড়কের এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে একটি দাঁতাল হাতিকে। 'মুডি' বুনোটির কখন কী মনে হয়, বোঝা দায়। কখনও সেটি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকছে রাস্তার ওপর। কখনও আবার গাড়ি বা বাইক দেখে তেড়ে যাচ্ছে।

গত মঙ্গলবার বিকেলে মহাকালধামের কিছুটা দূরে হাতিটি রাস্তায় চলাচল করা একটি বাইকের দিকে তেড়ে যায়। বাইক আরোহী বাইক ফেলে কোনওরকম পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। হাতিটি অবশ্য তাঁর বাইকে আঘাত করে।

শুক্রবারও একাধিকবার হাতিটি জাতীয় সড়কের ওপর উঠে পড়ে। এদিন সকালে প্রথম কলাখাওয়া নজরমিনারের গেটের ঠিক পাশে জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড়িয়েছিল। রাস্তার ওপর হাতি দেখতে পর্যটকরা গাড়ি দাঁড় করান। ভিড় জমান আশপাশের এলাকার বাসিন্দারাও।

অনেককেই দেখা গেল হাতির ছবি তুলতে। খবর পেয়ে পুলিশের ট্যুরিস্ট বন্ধুর দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সাইরেন বাজিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়। লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বললেন, 'হাতিটির ওপর নজরদারি চালানোর জন্য বনকর্মীরা লাগাতার টহল দিচ্ছেন। হাতিটির আশপাশে কেউ যেন না যান, সেজন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়েছে।'

ছোট্ট তারা

জলপাইগুড়ির উকিলপাড়ার ৭ বছর বয়সি রিতিকা সরকার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দ ওপেন জেলা যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৫-এ পঞ্চম হয়েছে।

বকেয়া বেতন পরিশোধ

মাল পুরসভার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় খুশি অস্থায়ী কর্মী ও শ্রমিকরা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১০ জানুয়ারি : পুরসভা অচল করে দীর্ঘ তিনদিনের আন্দোলনের পর দু'মাসের বকেয়া বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুরসভা। সেই প্রতিশ্রুতি মতোই শুক্রবার পুরসভার তহবিল থেকে অস্থায়ী কর্মী এবং শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হল।

মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে উৎপল ভাদুড়ির অব্যাহতির ইচ্ছা প্রকাশ করার খবরে প্রশ্ন উঠেছিল পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে। তবে শুক্রবার সকালেই অস্থায়ী কর্মী এবং শ্রমিকদের এক মাসের বকেয়া বেতন তাঁদের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা করা হল। ২৫ জানুয়ারির বেতনও সময়ের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মাল পুরসভা।

এদিন প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার বকেয়া বেতন ব্যাংকে জমা করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ পুরকর্মীর বক্তব্য, শুক্রবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বেতন ঢোকেনি। অস্থায়ী কর্মী মানস দেব বলেন, 'শুনেছি পুরসভা বেতনের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা করেছে। তবে এখনও কোনও এসএমএস আসেনি, আশা করছি সেটা চলে আসবে।' একই কথা জানিয়েছেন আরেক অস্থায়ী কর্মী মলয় বক্সীও।

যদিও ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'শুক্রবার এক মাসের বকেয়া বেতন পুরসভা থেকে দেওয়া হয়েছে। শনিবার প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পৌঁছে যাবে আশা করছি। পরবর্তী বেতন সময়মতো দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

স্পেশাল অডিট টিমের অডিট চলছে মাল পুরসভায়। শনিবার পর্যন্ত সেই অডিটের কাজ চলার সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা নিয়ে বেশ জল্পনা চলছিল পুরসভার কর্মী মহলে। অনেকেই মনে করেছিলেন অডিটের মধ্যে কোনও রকম আর্থিক লেনদেন করবে না পুরসভা। কিন্তু সব জল্পনা কাটিয়ে অবশেষে বেতন সমস্যার সমাধান করা হল।

অস্থায়ী কর্মীদের তিন মাসের এবং শ্রমিকদের দু'মাসের বেতন বকেয়া ছিল। বিগত দুই বছর ধরে এমন পরিস্থিতিতে চলছে মাল পুরসভা। তারপর চেয়ারম্যান বনাম ভাইস চেয়ারম্যানের ঠান্ডা লড়াইয়ে বিপর্যয় নেমেছে পুরসভায়। বৃহস্পতিবারের বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠকে বেশ কিছু কঠিন পদক্ষেপ করার চিন্তাভাবনা ছিল পুর প্রশাসনের। কিন্তু সেই বৈঠক বাতিল করা হয়েছে। একাধিক সিদ্ধান্ত এখনও না নেওয়া গেলেও অন্তত্পক্ষে বকেয়া বেতন পরিশোধ করল মাল পুরসভা।

পুরসভার এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে বিরোধীরাও। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'পুরসভার এই প্রতিশ্রুতি রক্ষাকে শুভনন্দন। আশা করছি এর পর থেকে মাসের প্রথমেই বেতন দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তর কথায়, বেতন বকেয়া পুরসভার দীর্ঘদিনের রোগ। এর স্থায়ী সমাধান করুক তৃণমূল শাসিত পুর বোর্ড।

অর্থপ্রাপ্তি

- শুক্রবার সকালে অস্থায়ী কর্মী এবং শ্রমিকদের এক মাসের বকেয়া বেতন অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়
- ২৫ জানুয়ারির বেতনও সময়ের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস
- পুরসভার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে বিরোধীরাও

পার্কিং জোনের এলাকা চিহ্নিতকরণে জলপাইগুড়ি পুর প্রশাসন ও পুলিশ।

পার্কিং নিয়ে হিমসিম পুরসভা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : পেইড পার্কিং জোনের জায়গা চিহ্নিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। সেই কাজ করতে গিয়ে বেদখল হয়ে থাকা রাস্তাই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল পুরসভার কাছে। শহরের যে রাস্তার একাংশকে পার্কিং জোনের জন্য চিহ্নিত করতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ, সেইসব জায়গা ইতিমধ্যে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের দখলে। কাজেই রাস্তা ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে দখলমুক্ত না হলে পেইড পার্কিং জোন তৈরি করা যে কোনও অবস্থাতেই সম্ভব নয় তা অনেকটাই স্পষ্ট হয় শুক্রবার পুরসভা এবং পুলিশের যৌথ সমীক্ষা থেকে।

যেসব ব্যবসায়ী ফুটপাথ এবং রাস্তার একাংশ দখল করে ব্যবসা করে আসছেন তাঁদের ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়ে সরে যেতে নির্দেশ দিল পুর কর্তৃপক্ষ। অন্যথায় দোকানের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হবে বলেও কড়া বার্তা দিল পুরসভা। এদিন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শহরকে যানজটমুক্ত করতে আমরা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় পেইড পার্কিং জোন চালু করব। তারই জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু জায়গা চিহ্নিত করে আমরা পেইড পার্কিং জোনের বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছি। যাঁরা রাস্তা এবং ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন তাঁদের অন্যত্র সরে যেতে বলা হয়েছে।'

সোমবার পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করে পুরসভা জানিয়ে দেয়, নতুন করে পার্কিং জোনের জায়গা চিহ্নিত করা হবে। এদিন ফের পুলিশকে সঙ্গে করেই থানা মোড়ের আগের দিনের চিহ্নিত করা জায়গা থেকে শুরু হয় সমীক্ষার কাজ। যে জায়গাকে পেইড পার্কিং জোন তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল এদিন সেই জায়গাকেও যৌথ সমীক্ষায় তালিকাভুক্ত করা হয়। ফলে সংকীর্ণ রাস্তায় পার্কিং জোন তৈরি নিয়ে বিতর্ক জিইয়ে রাখল পুর কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে সমাজপাড়া মোড় এলাকায় পার্কিং জোনের জায়গা চিহ্নিত করতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় পুর কর্তৃপক্ষকে। তবে সমাজপাড়া মোড় থেকে যে রাস্তা রবীন্দ্র ভবনের দিকে চলে গিয়েছে সেই রাস্তার একাংশকে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য চিহ্নিত করা হয়। সেইসঙ্গে সমাজপাড়া মোড়ের ব্যাংকের সামনের রাস্তার একপাশকে বাইক এবং সাইকেল পার্কিংয়ের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

একইভাবে মার্চেন্ট রোডের একাংশকে বাইক পার্কিংয়ের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। যানজট কমাতে মার্চেন্ট রোডকে একমুখী রাস্তা করা হতে পারে বলেও এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে। তবে কবে থেকে পেইড পার্কিং জোন চালু হবে তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানায়নি পুরসভা।

চিহ্নিতকরণ

- সমাজপাড়া মোড় থেকে যে রাস্তা রবীন্দ্র ভবনের দিকে গিয়েছে সেই রাস্তার একাংশে গাড়ি পার্কিং
- সমাজপাড়া মোড়ের ব্যাংকের সামনের রাস্তার একপাশে বাইক এবং সাইকেল পার্কিং
- মার্চেন্ট রোডের একাংশে বাইক পার্কিং
- যানজট কমাতে মার্চেন্ট রোডকে একমুখী রাস্তা করা হতে পারে
- মাড়োয়ারিপট্টির বেশ কিছু রাস্তায় গাড়ি এবং বাইক পার্কিং

সঞ্জয়ের তৈরি ক্রীড়াবিদরাই ডুয়ার্সের রত্ন

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১০ জানুয়ারি : রাঁচিতে অনুষ্ঠিত ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে আবার জয়জয়কার ডুয়ার্সের। বড়দিঘি হাইস্কুলের ছাত্র মনোজ রায় অনূর্ধ্ব-১৯ শটপাট প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পেয়ে তৃতীয় হয়েছে। এই জয়ের পর মনোজ ট্রেনে নিউ মালে পৌঁছানোর পর স্থানীয় বাসিন্দা এবং তাঁর স্কুলের শিক্ষকরা তাঁকে বরণ করে বাড়ি নিয়ে যান।

পশ্চিম ডুয়ার্সের খেলার মাঠে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনতে এবং ডুয়ার্সের নাম চারদিকে ছড়িয়ে দিতে 'দ্রোণাচার্য' সঞ্জয় সোমের নাম উঠে এল আবার। কিন্তু এত আনন্দের মাঝেও প্রিয় সঞ্জয় স্যারের অনুপস্থিতি যেন সবাই অনুভব করলেন। গত বছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে। ব্রোঞ্জজয়ী মনোজের কথায়, 'স্যারের কথা নতুন কিছু করে বলার নেই। স্যর আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।' সঞ্জয়ের সতীর্থ অখিলচন্দ্র বর্মন বললেন, 'ওর চেষ্টা, ত্যাগ, তিতিক্ষার ফসল হিসেবে ডুয়ার্সের প্রান্তিক অঞ্চল থেকে বারবার রত্ন উঠে আসছে।'

নিউ মাল জংশনে মনোজ।

হতদরিদ্র পরিবারের মনোজের ছোট থেকেই খেলার প্রতি ভালোবাসা নজর কেড়েছিল সঞ্জয়ের। আর্থিক অনটনের মাঝে মনোজের বড় হওয়া সঞ্জয় স্যারের হাত ধরেই। প্রথমে নিজের স্কুল, পরবর্তীতে জেলা স্তর, রাজ্য স্তর কাটিয়ে জাতীয় স্তরে ডুয়ার্সকে তুলে ধরল মনোজ। তাই মনোজের জয় সেলিব্রেট করতে এবং সঞ্জয়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে মাল পুরসভাও কিছু করার কথা ভাবছে।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'অবশ্যই শহরের প্রতি সঞ্জয়ের উৎসর্গিত কাজগুলো ভোলার নয়। পুরসভার অস্থিরতার পরিবেশ কেটে গেলে সব প্রশিক্ষককে নিয়ে আলোচনায় বসা হবে। কোনও মাঠে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় কি না সেটা নিয়ে চিন্তা করছি। আর মনোজের জন্য রইল হৃদয় থেকে ভালোবাসা।'

সঞ্জয়ের তৈরি ছাত্রদের দেশ জয়ের খবরে উচ্ছ্বসিত মাল শহরের ক্রীড়া মহল। তবে সঞ্জয়ের না থাকাটা অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করছে তারা। খো খো প্রশিক্ষক পীযূষ সরকারের কথায়, 'বিভিন্ন মহলে বলে চেষ্টা করছি যাতে সঞ্জয়বাবুর ফেলে যাওয়া কাজগুলো সঠিক পথে এগোয়।' পীযূষবাবুর কথায় সায় জানিয়েছেন সিএবি'র নির্বাচিত ক্রিকেট প্রশিক্ষক বাপ্পা লায়েকও।

রাজবাড়িদিঘি পার্কে জলের সমস্যা যে-কে-সেই

'নিজেরাই জল নিয়ে আসি'

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি পার্ক সহ দিঘি সংলগ্ন এলাকা ইতিমধ্যে সাজতে শুরু করেছে। বসে গিয়েছে 'আই লাভ জলপাইগুড়ি' লেখা সাইনেজও। কিন্তু পার্ক চত্বরের দীর্ঘদিনের জলের সমস্যার সমাধান আজও অধরাই।

সূত্রের খবর, একটি পাম্প নিজেদের উদ্যোগে সারিয়ে নিয়েছে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা। চারটি পাম্পের মধ্যে তিনটির এখনও কোনও সুরাহা হয়নি। প্রতিদিন ওই পার্কে ছোট-বড় অনেকেই নিজেদের সময় কাটাতে আসেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে যদি জলের প্রয়োজন হয় তাহলে দিঘির জল কিংবা গেটের সামনে আসা ছাড়া উপায় নেই।

রাজবাড়িদিঘি পার্ক

এদিকে, পাম্প খারাপ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন দপ্তরকে জানালেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে অবশ্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন দপ্তরের সিইও অর্চনা পান্ধারিনাথ ওয়াংখেড়ে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'দ্রুত পাম্পের সমস্যার বিষয়টি দেখা হচ্ছে। আমার জানা ছিল না যে, তিনটি পাম্পে সমস্যা রয়েছে।'

রাজবাড়ি পার্কে খেলতে খেলতে কোনও শিশু যদি পড়ে গিয়ে চোট পায় কিংবা কেউ যদি অসুস্থ বোধ করেন তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে চোখে-মুখে জল দেওয়ার উপায় নেই। যেখানে পার্কে ঢুকতে সবাইকেই টিকিট কাটতে হয়, সেখানে ভেতরে জলের ব্যবস্থা কেন থাকবে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসীর একাংশ।

পার্কে পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসা ময়নাগুড়ির বাসিন্দা তাপস শিকদার বললেন, 'এই জায়গাটির সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে জেলাবাসীর। পার্কে প্রয়োজনীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই ভাবতেই পারছি না। আজ থেকে এক-দেড় বছর আগে এসেও দেখেছিলাম একই পরিস্থিতি। সেই সমস্যার সিকিভাগও সমাধান হল না।'

পাশাপাশি রাজবাড়িদিঘি পার্কে প্রচুর গাছ রয়েছে। সবসময় জল টেনে গাছে জল দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে গাছগুলো নষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের উদ্যোগে একটি পাম্প সারাই করেছে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থা। সেইসঙ্গে নিজেদের উদ্যোগে পানীয় জলের ড্রাম রাখছে তারা।

প্রতিদিন পার্ক চত্বরে হাঁটতে আসা মিঠুন পালের কথায়, 'আমাদের গ্রুপের সকলেই বয়স্ক। আমরা নিজেদের উদ্যোগে জল নিয়ে আসি। কারও হার্টের সমস্যা, কারও পায়ে ব্যথা। যদি কোনও রকম সমস্যা হয়, মনে হয় এখানেই মরে যাব। জলও পাব না। এই পার্কটি দেড়-দু'কিমি হবে। শেষপ্রান্তে গিয়ে সমস্যা হলে প্রবেশপথে এসে জল পাওয়া যাবে, বিষয়টি কেমন অদ্ভুত না? দ্রুত ব্যবস্থা নিলে সকলেই উপকৃত হতেন।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	- ২
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ২
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ১
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৩
ও নেগেটিভ	- ০

ধূপগুড়িতে দোকানে চুরি

ধূপগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার গভীর রাতে ধূপগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে বিডিও রোড সংলগ্ন এক নির্মাণসামগ্রীর দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। দোকানের মালিক ভাস্কর দে জানান, রাত প্রায় ১২টার পর দোকানের টিনের চাল কেটে ভিতরে ঢুকে নগদ প্রায় ১৫ হাজার টাকা চুরি করা হয়েছে। এলাকায় কোনও পথবাতি না থাকায় চুরি করতে আরও সুবিধা হয়েছে বলেই তাঁর অভিযোগ। এদিন সকালে ঘটনা জানাজানি হতেই অভিযোগ পেয়ে ধূপগুড়ি থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কলেজে স্পেস অন হুইলস

ধূপগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে শুক্রবার ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরোর তরফে আয়োজিত হয় এক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী। স্পেস অন হুইলস-এর এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এদিন হাজির ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ নীলাংশুশেখর দাস, পরিচালন সমিতির সদস্য সাদিক আলি প্রমুখ। কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়া ছাড়াও আগ্রহী সাধারণ মানুষ ইসরোর এই প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এবিষয়ে অধ্যক্ষ জানান, স্পেস অন হুইলসের মূল উদ্দেশ্য, মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। উন্নতমানের মহাকাশ প্রদর্শনী এবং মডেল সহ মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু তথ্য মানুষের কাছে তুলে ধরাই এর লক্ষ্য।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

মালবাজার, ১০ জানুয়ারি : মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের তিনদিনের ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতা শেষ হল শুক্রবার। এদিন কলেজের প্রেক্ষাগৃহে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। গানে সোনালি সরকার, বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অমল মণ্ডল, নৃত্যে পল্লব বর্মন প্রথম হয়েছেন। দলগত বিভাগে কুইজে প্রথম হয়েছে অভিজিৎকুমার গুপ্তা, আকৃতি ছেত্রী এবং নেহা রাই। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আরাধনা রজক, অভিজিৎকুমার গুপ্তা, প্রিয়াংকা ছেত্রী ও অক্ষয়দীপ পাল প্রথম।

এবিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কার্তিকচন্দ্র দেব বলেন, 'তিনদিনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সফলভাবে শেষ হল। বিজয়ীদের আমার শুভেচ্ছা জানাই।'

রংদার রোববার

কুয়াশা আঁচল খোলো

পৌষ শেষ হয়ে আসছে। রোদমাখা সেই দিন ফিরে আর আসবে কি কখনও- পথেঘাটে বেজে ওঠে সেই জনপ্রিয় গান। এখন সকাল, বিকেল, সন্ধে জমে ওঠে কুয়াশার জঙ্গল। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ঢেকে যায় সেই মায়ামাখা জঙ্গলে। পুরো এলাকাই যেন পাহাড়ের আবহাওয়ার মতো। এবারের প্রচ্ছদে আলোচনা সেই মায়ামাখা পরিবেশ নিয়ে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : বিজয় দে, কৌশিক জোয়ারদার ও রেহান কৌশিক

গল্প : সুস্মিতা সোম

ট্রাভেল ব্লগ: সৌভিক রায়

বাংলাদেশ নিয়ে কবিতাগুচ্ছ : সেবন্তী ঘোষ

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

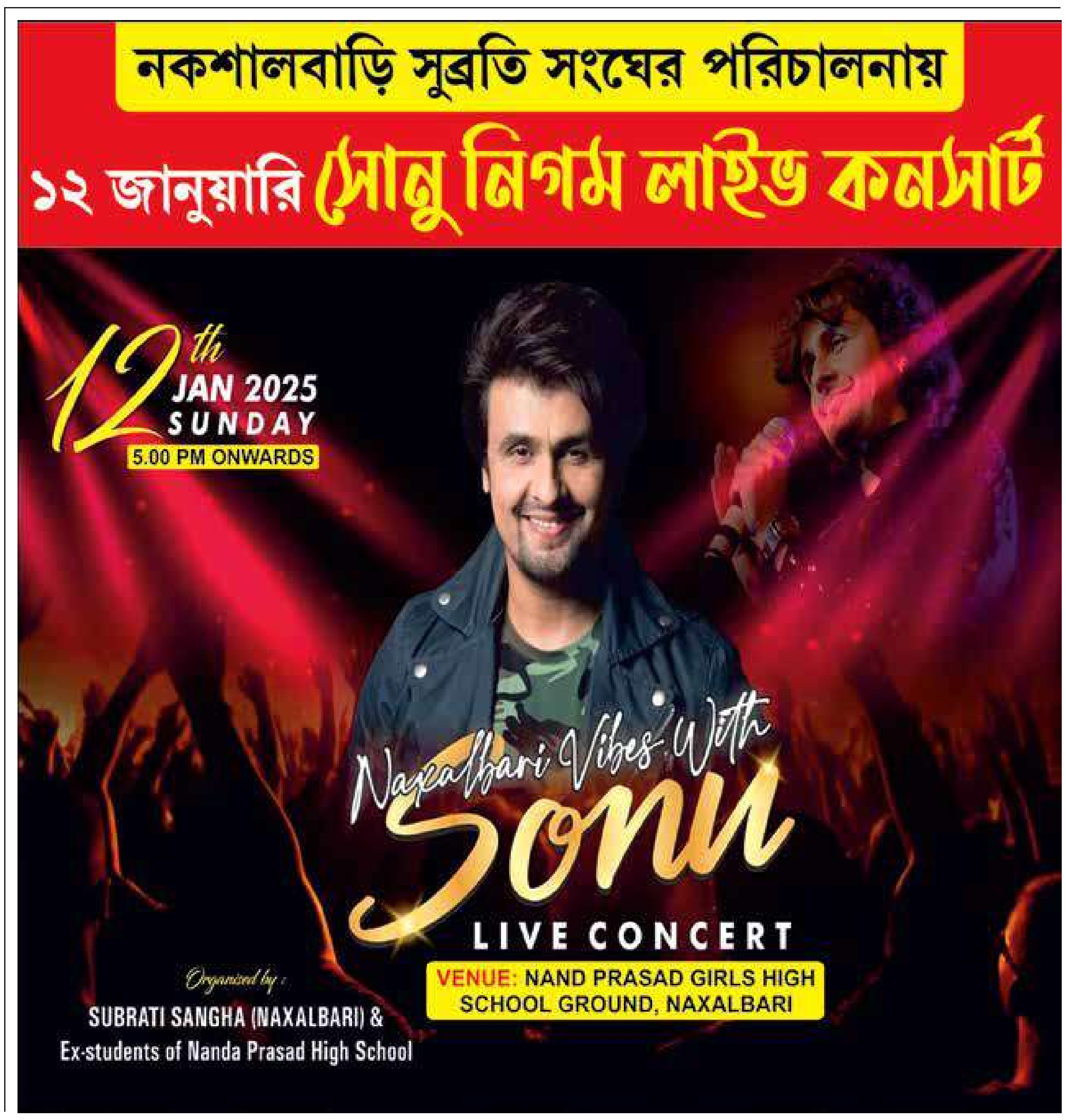

ডার্বি ঘিরে নিরুত্তাপ শহরে হোটেলের খোঁজ

গুয়াহাটির হোটেলে জেসন কামিংসের সঙ্গে রসিকতায় দিমিত্রিস পেত্রাতোস। ছবি : সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি : এত নিরুত্তাপ ডার্বি কে কবে দেখেছে?

আইএসএল দূরের কথা, অন্য কোনও শহরের অন্য কোনও টুর্নামেন্টেও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মুখোমুখি হলে যে হইচই ব্যাপার শুরু হয়ে যায়, তার ছিটেফোঁটাও নেই এদিন গুয়াহাটিতে। বা বলা ভালো, ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামের আশপাশ জুড়ে শনিবারের আসন্ন ডার্বির কোনও চিহ্নমাত্র নেই। এদিনের নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই বেশি রাতে স্টেডিয়ামের দখল পাওয়ার কথা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। তারপর রাতভর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিজেদের হোম ম্যাচের মতো করে তাদের সাজিয়ে নিতে হবে এই স্টেডিয়ামকে। এদিন অফলাইন টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হয়নি মোহনবাগানের পক্ষে। কারণ নর্থইস্টের হোম ম্যাচ ছিল বলে স্টেডিয়ামের বক্স অফিস তাদের হাতে ছিল। ফলে শনিবার সকাল থেকেই একমাত্র অফলাইন টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হবে।

তবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আসতে শুরু করেছেন। পল্টন বাজার এলাকায় হোটেলের খোঁজ চলছে, এমন খবরই দিচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন। একজন বলছিলেন, 'ম্যাচটার জন্য শিলং ও শিলচর থেকে কতজন বাঙালি আসেন সেটাই দেখার। নাহলে মাঠ ভরানোর দায়িত্ব আপনাদের ওখানকার সমর্থকদেরই নিতে হবে। এখানে মানুষ নর্থইস্ট ছাড়া আর কাউকে নিয়ে আগ্রহী নয়।' অর্থাৎ দুই দল মিলিয়ে অন্তত হাজার দশেক সমর্থক না এলে বিবর্ণ লাগতে পারে লিগের সেরা ম্যাচের গ্যালারি।

ফিট হয়ে ওঠা গ্রেগ স্টুয়ার্ট তৈরি হচ্ছেন মাঝমাঠের দখল তুলে নিতে। ছবি : ডি মণ্ডল

দলের সঙ্গে গুয়াহাটি এলেন না আনোয়ার

পালতোলা নৌকোর দৌড় থামাতে চায় মশাল-বাহিনী

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি : অনুশীলন, পালটা গোয়েন্দাগিরি থেকে চোট-আঘাত, দলের পরিস্থিতি, ম্যাচ-ভেনু নিয়ে লুকোচুরি ও চাপানউতোর। কর্পোরেট কোচ-ফুটবলার-কর্তারা যে কীভাবে সেই সত্তরের দশকের বড় ম্যাচের মানসিকতা ও আবহে ফিরে গেলেন, বোঝা দায়!

পৌষ সংক্রান্তির জন্য শীত আবার জাঁকিয়ে বসার ইঙ্গিত দিলেও ডার্বি ঘিরে হঠাৎই উত্তাপ, শহর কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে সটান গুয়াহাটি পর্যন্ত। ডুরান্ড কাপ, সুপার কাপ কী বিলুপ্তপ্রায় রোভার্স কাপ বা ফেডারেশন কাপের মতো আরও কিছু টুর্নামেন্টে কলকাতার বাইরে একে অপরের মুখোমুখি লড়াইয়ে নামার মতো উদাহরণ অজস্র আছে। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল, একে অপরের বিপক্ষে একমাত্র করোনার সময় দুই বছর ছাড়া আর হয়নি। আই লিগের সময়ে এরকম পরিস্থিতিতে দিন-তারিখ বদলে যেত কিন্তু ভেনু বদলের কোনও উদাহরণ মনে করা যাচ্ছে না। আর আইএসএলে প্রথম দুই মরশুম কোভিডের জন্য সব দলকেই একটাই জায়গায় খেলতে হয়েছে। ফলে ওটাকে ব্যতিক্রমীই ধরা উচিত। বরং 'আইএসএলের প্রচুর টাকা, ওরা যা ইচ্ছা তাই পারের মতো ভাবনা থেকে হঠাৎই বাস্তবের মাটিতে ধপাস করে পড়ে লিগের সবথেকে গ্ল্যামারাস লিগের দখল পেয়ে গেল গুয়াহাটির মতো একটা শহর। সৌজন্যে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ও রাজ্য সরকার। অসম-প্রশাসনও কম যায় না। কয়েকদিন ধরে খেলিয়ে শেষপর্যন্ত দিন দুয়েক আগে অনুমোদন দেওয়াতেই সেটা পরিষ্কার।

এসব নিয়ে কোচদের বসে থাকলে তো চলে না। ১১ তারিখ ম্যাচটা খেলতেই হবে, এই বার্তায় অন্তত দিন দশেক আগে ডামাডোল পরিস্থিতি তৈরি হওয়া মাত্রই তাঁদের দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাই হোন কী অস্কার ব্রুজোঁ, দুই স্প্যানিশই নিজের নিজের লড়াইয়ের অস্ত্রে শান দিয়েছেন। অস্ত্রের ধার কার কেমন হল, সেই পরীক্ষায় নামার আগেই অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে ইস্টবেঙ্গলের ঔজ্জ্বল্য খানিক কমই লাগছে। এমনিতেই আইএসএলে হেড টু হেডের তুলনা টানলে কিঞ্চিত লজ্জিতই হতে হয় লাল-হলুদ সমর্থকদের। প্রায় প্রতি ম্যাচের আগেই যা কোচেরা বলেন ব্রুজোঁর মুখেও সেই কথাই, 'আমার কোচিং জীবনের অন্যতম কঠিন ম্যাচ। শনিবার ওদের থামাতে যা যা করা দরকার, সবই করব এবং আশা করি, ম্যাচের পর সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটবে।' মুখে এই বিনা যুদ্ধে সুচগ্রমেদিনী না ছাড়ার কথা বললেও তিনিও জানেন, তাঁর ঢালতরোয়ালের জোর বড়ই কম। দলে একাধিক চোট তাঁকে আরও বেশি করে সমস্যায় ফেলেছে। সাউল ক্রেসপো-মাদি তালাল, মহম্মদ রাকিপরা তো নেই। এমনকি এদিনের অনুশীলনে হঠাৎই অনুপস্থিত আনোয়ার আলির মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার, সঙ্গে প্রভাত লাকড়াও। কোচ গম্ভীরমুখে জানালেন, 'আনোয়ার-প্রভাত লাকড়া দলের সঙ্গে যাচ্ছে না।' তাঁর বক্তব্য নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা তৈরি হল এতে। কতটা সত্যি বললেন আর কতটা প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় রাখতে কথায় জল মেশালেন পরিষ্কার নয়। তবে যদি সত্যি হয় তাহলে ডিফেন্সের সঙ্গে মাঝমাঠ নিয়েও চাপ বাড়ল। সে মাঝমাঠে যতই সৌভিক চক্রবর্তী ফিট হয়ে ফিরুন না কেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের যতই অনিরুদ্ধ থাপা না থাকুন, মোলিনার দলের ভয়ংকর অ্যাটাক লাইনকে আনোয়ারবিহীন হেক্টর ইউস্তে-হিজাজি মাহের জুটি কীভাবে সামলান সেই কথা ভেবেই মাথার চুল ছিঁড়তে পারেন সমর্থকরা। সামনে অবশ্য এই ম্যাচে শুরু থেকে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে নামিয়ে একটা ফাটকা খেলতে পারেন তিনি। মোলিনা আবার আগেই বলে নিলেন, 'ওদের অনুশীলনে কোনও গুপ্তচর লাগাইনি কারণ প্রতিপক্ষকে নয়, আমার ভাবনায় থাকে আমার দল।' এরপর বিশ্লেষণে যান, 'লিগের কোন পজিশনে দলটা আছে সেটা বড় কথা নয়। ডার্বি সবসময়ই ডার্বি। এর গুরুত্বই আলাদা। তাছাড়া আগের ডার্বিতে অস্কার তখন সবে এসেছে। তারপর চার মাস কেটে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল এখন ওর পরিকল্পনামাফিক খেলার জন্য তৈরি বলেই আমার মত। তবে প্রতিপক্ষের লড়াইয়ের জবাব আশা করি আমার ছেলেরা দিতে পারবে।'

তাঁর প্রথম একাদশে পরিবর্তন হলে একমাত্র জেসন কামিংসের জায়গায় গ্রেগ স্টুয়ার্ট শুরু করতে পারেন। চোট পাওয়া থাপার জায়গায় সাহাল আব্দুল সামাদ ও দীপক টাংরি আছেন খেলার জন্য। কিন্তু কে খেলবেন বা দুজনেই খেলবেন কিনা, সেটা অবশ্যই নির্ভর করছে সামনে জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে কে, তার উপর। দিমিত্রিস পেত্রাতোস পরেই নামবেন, এটা নিশ্চিত। ইস্টবেঙ্গলের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ মোহনবাগানের শেষদিকে তরতাজা স্টুয়ার্ট-দিমিদের মতো মানের ফুটবলারকে আটকানো। সেটা পারলে গুয়াহাটির মতো বাঙাল অধ্যুষিত অঞ্চলে মশাল জ্বলতে পারে শনি-রাতে। নাহলে ব্রহ্মপুত্রেও সেই পালতোলা নৌকোই চলবে।

আইএসএলে আজ

বেঙ্গালুরু এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
সময় : বিকাল ৫টা, **স্থান :** বেঙ্গালুরু
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** গুয়াহাটি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

বেড়ে চলা চোট-আঘাত মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁর।

তাস আমাদের হাতেও লুকানো আছে : জেমি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি : খোশমেজাজে কিন্তু অসম্ভব ফোকাসড।

শনিবারের ডার্বি খেলতে নামার আগে জেমি ম্যাকলারেনকে দেখে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। চাপ আছে বলে যেমন মনে হল না, তেমনি এরকম একটা ম্যাচে তাঁর মতো তারকার গোল পাওয়াটা যে জরুরি এটা বুঝেই লক্ষ্যে স্থির। প্রথম ডার্বিতে নেমেই গোল পাওয়ার পর তাঁকে ঘিরে সমর্থকদের ভালোবাসা, পাগলামি, নির্ভরতা তৈরি হওয়া নিশ্চিতভাবেই ভোলেননি। তাই জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না, 'আমি এডিনবরা বা মেলবোর্ন ডার্বি খেলেছি ও গোল করেছি। কিন্তু কলকাতা ডার্বিই সেরা।' কেন, তার ব্যাখ্যাও দিলেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট জার্সির, এই সবুজ-মেরুন রঙের একটা অন্য ওজন আছে। প্রতি সপ্তাহেই প্রতিটি দল আমাদের হারাতে চায়, এটা অনুভব করতে পারি। তাই আমাদের আরও আরও পরিশ্রম করে যেতে হয় নিজেদের সেরার জায়গায় রাখতে।' আর সেই জন্যই সমর্থকদের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছেন ম্যাকলারেন, 'আমরা সত্যিই ওই বিশাল জনতার সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। ভারতীয় ফুটবলের সেরা ম্যাচ, আমার তো মনে হয় এশিয়ারও। জানি না, কতজন গুয়াহাটিতে যেতে পারবেন। আশা করব, ভালো দর্শক থাকবে মাঠে। কারণ ডার্বি সবার কাছেই বিশেষ একটা ম্যাচ। আশা করছি, ম্যাচটা ভালো হবে। সমর্থকদের জয় উপহার দিতে চাই।'

সবুজ-মেরুন সমর্থকরা অবশ্য এখনও তাঁর পারফরমেন্সে পুরোপুরি খুশি নন। গোল করছেন বটে কিন্তু মেলবোর্ন সিটি এফসি-র বিধ্বংসী মেজাজে তাঁকে এখনও দেখা যায়নি। ডার্বিতে কি খোলস ছেড়ে বেরোবেন সমর্থকদের প্রিয় ম্যাকা? অজি স্ট্রাইকারের জবাব, 'দেখুন এই লিগ কিন্তু মোটেই সহজ নয়। আমি এখনও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে এই ম্যাচ জেতার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী। কারণ আমরা এখন জয়ের ধারাবাহিকতা রেখে যাচ্ছি। কলকাতার বাইরে ডার্বি খেলা, আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। জানি ওরা আমাদের থামাতে চাইবে। কিন্তু আমাদের হাতের নীচে আরও কিছু তাস লুকোনো আছে।' নিশ্চিতভাবেই এই হুংকারটা ভালোভাবে নেবেন না লাল-হলুদ কোচ-ফুটবলার-কর্তা-সমর্থকরা। কিন্তু দিমিত্রিস পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্টদের ফিট হয়ে ফেরা যে তাঁদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে একথা জানাতে দ্বিধা নেই ম্যাকলারেনের, 'চোট সারিয়ে দলে ফিরছে একাধিক ফুটবলার। এতে আমাদের শক্তি বাড়বে।'

নজরে পরিসংখ্যান

আইএসএল-এর শেষ সাতটি ডার্বির মধ্যে যে ছয়টি ম্যাচ শনিবার হয়েছে তার পাঁচটিতেই জিতেছে মোহনবাগান। ড্র একটি, ইস্টবেঙ্গল জয়হীন।

এবারের আইএসএল-এ ডার্বি সমেত শনিবার হওয়া প্রথম তিন ম্যাচে হেরে ফিরতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। আবার ১৪ ম্যাচে পাওয়া ১৪ পয়েন্টের আটটি তারা তুলে নেয় শনিবারের ম্যাচ থেকেই।

গুয়াহাটিতে তৃতীয় কলকাতা ডার্বি হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে বরদলুই ট্রফির ফাইনালে প্রথম সাক্ষাৎকারে মোহনবাগান জয় পায় ২-১ গোলে। ২০০৯ সালে ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনালে হওয়া দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ২-০ গোলে জিতেছে ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএল-এ নয়টি কলকাতা ডার্বির মধ্যে আটটিতে মোহনবাগান জিতেছে। একটি ড্র হয়।

সবমিলিয়ে ৩৮৫টি কলকাতা ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ১৩৩টি। মোহনবাগানের জয়ের সংখ্যা ১৩০। ড্র হয়েছে ১২২টি।

তথ্য : হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বড় ম্যাচে অস্কারের চিন্তা বাড়াচ্ছে রক্ষণ

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল বড় ম্যাচের আসর বসছে কলকাতা থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে। তার ওপর শেষ দুই ম্যাচে লাল-হলুদ যেভাবে পয়েন্ট খুইয়েছে তাতে তাদের সমর্থকরাও বোধহয় কিছুটা মুষড়ে পড়েছে। তাই মহারণের আগে কলকাতায় দল যখন চূড়ান্ত মহড়া সারল, তখন ফুটবলারদের শুভেচ্ছা জানাতে এলেন হাতেগোনা জনা সাতেক সমর্থক।

শনিবারের বড় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের নতুন করে হারানোর কিছু নেই। মাঝে টানা দুই ম্যাচ জিতলেও ফের তাল কেটেছে। সেইসঙ্গে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে চোট-আঘাত সমস্যা। এর মধ্যেও শিবিরের মেজাজটা ঠিক রাখতে চেষ্টায় ত্রুটি রাখছেন না অস্কার ব্রুজোঁ। তবুও চিন্তা যে থেকেই যাচ্ছে। সবুজ-মেরুনের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে অস্কারের সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা রক্ষণ। বিশেষ করে আনোয়ার আলির না থাকাটাকে চাইলেও কোনওভাবেই এড়িয়ে যেতে পারছেন না তিনি। শুক্রবার চূড়ান্ত পর্বের মহড়াতেও হেক্টর ইউস্তে, হিজাজি মাহের, লালচুংনুঙ্গাদের দিকে বাড়তি নজর দেন স্প্যানিশ কোচ। আসলে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে রক্ষণের ভুলেই যে গোল হজম করতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। ডার্বিতেও তার পুনরাবৃত্তি হোক, তা একেবারেই চাইছেন না লাল-হলুদ কোচ। তবে দলের চাপে থাকাটাকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'চাপ থাকাটা আমারা উপভোগই করি।' এই মরশুমে পরিসংখ্যান ঘাঁটলেও দেখা যাবে একাধিক ম্যাচে পিছিয়ে পড়ার পরও প্রত্যাবর্তন করেছে ইস্টবেঙ্গল। শনিবারও কি তেমন কিছু হবে? সেটা অবশ্য সময়ই বলবে।

তবে গত ডার্বির তুলনায় দলের পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো বলেই মনে করছেন অস্কার। বললেন, 'আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে আমাদের জেতার সম্ভাবনা কম ছিল। সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেক ভালো। চোট-আঘাতের জন্য কয়েকজন ফুটবলাররের অভাব বোধ করলেও দলে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।' যদিও লাল-হলুদের সিংহভাগ ফুটবলারই বলছেন এই ডার্বিটা কঠিন হবে। হিজাজি এককথায় মেনে নিলেন ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে এটাই তাঁর অন্যতম কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। নন্দকুমার শেখর বলে গেলেন, 'ডার্বি মানেই কঠিন। এই ম্যাচটাও তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে গুয়াহাটি আমার খুব পছন্দের ভেনু। অনেক গোল আছে ওই মাঠে। এবারও সুযোগ পেলে গোল করতে চাই।' ক্লেইটন সিলভার গলায় অন্য সুর। তিনি বেশ খোশমেজাজেই আছেন। এদিন মাঠ ছাড়ার সময় বললেন, 'ডার্বি অন্যরকম ম্যাচ হলেও বাড়তি চাপ নিচ্ছি না।' তবে কলকাতার বাইরে বড় ম্যাচ, মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। এদিকে এদিন অনুশীলনের শুরুতে সাউল ক্রেসপোর সঙ্গে আলাদা করে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় অস্কারকে। যদিও এই ডার্বিতে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনুশীলনে নাওরেম মহেশ সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

> আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে আমাদের জেতার সম্ভাবনা কম ছিল। সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেক ভালো। চোট-আঘাতের জন্য কয়েকজন ফুটবলাররের অভাব বোধ করলেও দলে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন হেক্টর ইউস্তে। ছবি : ডি মণ্ডল

আত্মবিশ্বাসী কিন্তু সতর্ক মোলিনা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন সবে শেষ হয়েছে। সেইসময় হাজির বেশ কিছু মোহনবাগান সমর্থক। ডার্বির আগে দলের কোচ সহ প্রতিটি খেলোয়াড়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শুভকামনা জানালেন তাঁরা। খেলোয়াড়রাও হাসিমুখে তাঁদেরকে জয়ের বিষয়ে একপ্রকার আশ্বস্ত করে গেলেন।

শনিবারের মহারণের আগে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসরা একপ্রকার চাপমুক্ত রয়েছেন। যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে হাসিখুশি মেজাজেই দেখা গেল তাঁদের। আসলে ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শির্ষে রয়েছে বাগান। তার ওপর দলের একাধিক খেলোয়াড় গোলের মধ্যে রয়েছেন। তাই ডার্বির আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী বাগান ফুটবলাররা। তারপরও কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। বলেছেন, 'এই ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ৯০ মিনিট সেরা ফুটবল খেলতে হবে, এটাই শেষ কথা। এর বাইরে কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।'

> এখন আমাদের লক্ষ্য শুধু ডার্বি ম্যাচ। বাকি ম্যাচ নিয়ে ভাবতে নারাজ। শুধু এটা বলতে পারি, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে প্রতিটি ম্যাচ জিততে হবে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ডার্বি কলকাতায় হচ্ছে না। আয়োজকরা গুয়াহাটিতে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচটা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ফলে অধিকাংশ সমর্থকই ডার্বি দেখতে যেতে পারছেন না। কলকাতা ডার্বিতে গ্যালারির যা উত্তাপ, সেটা গুয়াহাটিতে পাবেন না বাগান ফুটবলাররা। তবে সেইসব কিছুকে সরিয়ে 'বাঙালির চির আবেগের মহারণ'-এ নিজেদের বিজয় পতাকা ওড়াতে বদ্ধপরিকর জেমি ম্যাকলারেন, দিমিরা। তাই শেষবেলার অনুশীলনে নিজেদের নিংড়ে দিলেন তাঁরা। এমনকি অনুশীলন শেষে হাসিমুখে গাড়িতে উঠলেও মনঃসংযোগ ধরে রাখতে সেভাবে কেউ কোনও কথা বললেন না। কোচ মোলিনাও মেনে নিয়েছেন, এই ডার্বি অন্যরকম হতে চলেছে। তিনি বলেছেন, 'কলকাতায় না হওয়ায় এই ডার্বি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে চলেছে। আমাদের বেশিরভাগ সমর্থককে গুয়াহাটিতে পাব না। তবে আমরা চেষ্টা করব ম্যাচ জিতে সকল সমর্থকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে।'

ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে কিন্তু হাসিমুখেই দেখা গেল মোহনবাগান কোচ মোলিনাকে। মুখে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ রয়েছে। দল রীতিমতো ছন্দে রয়েছে। ডার্বি জিতলে লিগ শিল্ড জেতার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে মোহনবাগান। তবে এখনই চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভাবতে নারাজ বাগান কোচ মোলিনা। পরিষ্কার বলেই দিলেন, 'এখন আমাদের লক্ষ্য শুধু ডার্বি ম্যাচ। বাকি ম্যাচ নিয়ে ভাবতে নারাজ। শুধু এটা বলতে পারি, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে প্রতিটি ম্যাচ জিততে হবে।' এখন দেখার, শনিবার ডার্বিতে মোহনবাগান নিজেদের জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারে কি না।

গুয়াহাটির জ্যাম পার করে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে হোটেলে পৌঁছেই ডিনার টেবিলে চলে যান কামিংসরা। রাতের খাওয়া লিস্টন বলে যান, 'আনোয়ারের দুর্ভাগ্যজনক। আশা করি ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'

জাদেজা অলরাউন্ডার ফিল্ডার, বললেন রোডস

শুভময় সান্যাল ও ভাস্কর সাহা

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : কালো জ্যাকেট ও জলপাই রংয়ের প্যান্ট পরে দুলকি চালে জন্টি রোডসের প্রবেশটাই নস্টালজিয়া উসকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মনে হবে ১৯৯২ সালের মতোই তিনি কলার উঁচু করে এখনই পয়েন্টে ফিল্ডিং গেল। যে তালিকায় রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি থেকে জসপ্রীত বুমরাহর নাম রয়েছে। সেরা প্রশংসাটা অবশ্য বরাদ্দ থাকল রবীন্দ্র জাদেজার জন্য। একইসঙ্গে প্রথমবার শিলিগুড়ি এসে জানিয়ে দিলেন দার্জিলিং চায়ে চুমুক দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

অপেক্ষায় রয়েছেন দার্জিলিং চায়ে চুমুক দেওয়ার

করতে দাঁড়িয়ে পড়বেন। সঙ্গে বাড়তি পাওনা হিসেবে রয়েছে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর শেষে দুই হাত জড়ো করে নমস্কার। লম্বা সময় ভারতে থাকার প্রভাব বোধহয়!

জন্টিও বললেন, 'বছরে ছয় মাস ভারতে থাকছি, বাকিটা দক্ষিণ আফ্রিকাতে। বলতে পারেন অর্ধেক ভারতীয় হয়ে গিয়েছি আমি।' তাই হয়তো ভারতীয় ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের সম্পর্কে তাঁর মুখে বিস্তর প্রশংসা শোনা

নিজের সঙ্গে তুলনা

■ টি২০ ফরম্যাটের আবির্ভাবের পর আমাদের সময়ের চেয়ে ক্রিকেট অনেক বদলে গিয়েছে। এখন এক-দুইজন নয়, গোটা দলের ফিল্ডিংয়ের মান অনেক বেড়ে গিয়েছে। কোনও দলে এখন এমন কাউকে পাবেন না মাঠে যাকে লুকিয়ে রাখতে হয়।

অলরাউন্ডার ফিল্ডার

■ নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপস অসাধারণ ফিল্ডার। তবে আমি সুরেশ রায়নার ফিল্ডিংয়ের ফ্যান। এখন অবশ্য ও অবসর নিয়ে ফেলেছে। জাদেজা মাঠের যে কোনও জায়গাতেই সমান দক্ষতায় ফিল্ডিং করতে পারে। গালি-পয়েন্ট-ডিপের সঙ্গে বাউন্ডারি লাইনেও ওর তৎপরতা অবাক করার মতো। আমি ওকে ফিল্ডিংয়ে অলরাউন্ডার বলব।

বিরাট অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে ভারতীয় দলের ফিটনেসের মান অনেকটা উন্নত হয়েছে। তাই বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে প্রথম দশ ক্যাচের তালিকা করেও সেরা বাছতে ভোট নিতে হয়। এখন বাউন্ডারি লাইনে লাফিয়ে যেভাবে ক্যাচ নেওয়া হয়, সেটা আমার সময় ভাবতেও পারতাম না।

রোহিত-বিরাটে আস্থা

■ নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়া সিরিজটাও বিরাট-রোহিতের জন্য খারাপ গিয়েছে। তার মানে এই নয় ওরা ফুরিয়ে গিয়েছে। জীবনের মতো ক্রিকেটেও উত্থান-পতন আছে। দুইজনকেই আমি কিংবদন্তির তালিকায় রাখব। বিশ্বাস করি, খুব শীঘ্রই ওদের থেকে বড় ইনিংস দেখতে পারব।

ডিপিএস শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে জন্টি রোডস। শুক্রবার।

গৌতম গম্ভীরের কথায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। যে কোনও কারণেই হোক শেষপর্যন্ত তা গ্রাহ্য হয়নি। তবে এজন্য আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। ভবিষ্যতে প্রস্তাব পেলে সানন্দে গ্রহণ করব।
জন্টি রোডস

দক্ষিণ আফ্রিকার সোনালি প্রজন্ম

■ টি২০ বিশ্বকাপে রানার্স হওয়ার পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছানোয় আপনাদের হয়তো এমনটা মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি এভাবে দেখি না। ২ বছর আগেও আমরা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৬-৭ নম্বরে ছিলাম। তখনও কিন্তু দলে অনেক ভালো ক্রিকেটার ছিল। আসলে এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

ক্রোনিয়ে না বাভুমা

■ (হেসে) বাভুমার নেতৃত্ব আমি দেখিনি। টিভিতে দেখে সব কিছু বোঝা যায় না। নির্বাসনের অন্ধকার সময় পেরিয়ে হ্যানসি ক্রোনিয়ের অধিনায়কত্বে আমরা সামনে হাঁটা শুরু করেছিলাম। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তোলার জন্য বাভুমাকে অভিনন্দন।

প্রত্যাখানেও নেই ক্ষোভ

■ গৌতম গম্ভীরের কথায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। যে কোনও কারণেই হোক শেষপর্যন্ত তা গ্রাহ্য হয়নি। তবে এজন্য আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। ভবিষ্যতে প্রস্তাব পেলে সানন্দে গ্রহণ করব। আইপিএলের হাত ধরে যেভাবে ভারত দারুণ সব প্রতিভা বেরোচ্ছে তারপর কে না আর ওদের সঙ্গে কাজ করতে চাইবে?

ডিপিএসের ক্রিকেট

■ খুব সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে ছোট ছোট ছেলেরা। শুরুতেই এত দর্শকের সামনে খেলা ওদের বড় মঞ্চের জন্য তৈরি করে দেবে। কয়েকটি ছেলেকে তো আমার বেশ ভালো লাগল।

ওয়াংখেড়ের পঞ্চাশ বছর

তারকামেলায় শচীন-সানির সঙ্গে রোহিত

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। ঐতিহাসিক মুহূর্তকে রঙিন করে রাখতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা (এমসিএ)। সংবর্ধনা দেওয়া হবে মুম্বই ক্রিকেটের একঝাঁক কিংবদন্তিকে। তারকাদের যে মেলায় সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে থাকছেন রোহিত শর্মাও।

মুম্বই রাজ্য দলের খেলোয়াড় থেকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হওয়ার সংখ্যাটা বেশ লম্বা। ওয়াংখেড়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে জীবিত যে প্রাক্তন অধিনায়কদের মধ্যে শচীন, গাভাসকার, রোহিত ছাড়াও থাকবেন দিলীপ বেঙ্গসরকার, রবি শাস্ত্রী, আজিঙ্কা রাহানে, সূর্যকুমার যাদব। মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ডায়না এডুলজিকেও সংবর্ধনা জানাবে এমসিএ।

৫০ বছর আগে ১৯ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ ঘটে ওয়াংখেড়ের। ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামকে সরিয়ে ক্রমশ মুম্বই ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। একঝাঁক স্মরণীয় মুহূর্তের পাশাপাশি ২০১১ সালের বিশ্বজয়ের স্মৃতি জড়িয়ে এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে। ১২ তারিখ থেকে অনুষ্ঠানের সূচনা। গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন ১৯ জানুয়ারি। শচীনদের সঙ্গে যেখানে সংবর্ধনা জানানো হবে ওয়াংখেড়েতে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণির ম্যাচের অংশগ্রহণ করা মুম্বই দলের খেলোয়াড়দেরও।

রোনাল্ডোর নজিরে জয় নাসেরের

রিয়াধ, ১০ জানুয়ারি : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল আখদৌদের বিরুদ্ধে গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে একটানা ২৪ বছর গোল করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি।

২০০২ সালের অক্টোবর মাসে স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে কেরিয়ারের প্রথম গোলের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে প্রতিবছর গোল করেছেন চল্লিশ ছুঁতে চলা এই 'তরুণ'। বৃহস্পতিবার আল আখদৌদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসের। দলের আফ্রিকান তারকা সাদিও মানে ২৯ ও ৮৮ মিনিটে দুইটি গোল করেন। ৪২ মিনিটে রোনাল্ডো পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেন। আখদৌদের গোলটি সেভিয়ার গডউইনের। রোনাল্ডোর মোট গোলসংখ্যা ৯১৭টি। হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে আর মাত্র ৮৩টি গোল দরকার।

আন্তঃক্লাব অ্যাথলেটিক্স

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুই দিনের আন্তঃক্লাব অ্যাথলেটিক্স মিট জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে শনিবার শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় পাঁচশোর বেশি অ্যাথলিট অংশ নেবেন।

রবি-বিদায়ে বিতর্ক দেখছেন যোশি

হিন্দি রাষ্ট্রীয় ভাষা নয় দেশের : অশ্বীন

চেন্নাই, ১০ জানুয়ারি : হিন্দি কি ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা? নাকি সরকারি ভাষা মাত্র? প্রশ্নগুলি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর নতুন নয়। এবার সেই ভাষা বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। জানিয়েছেন, হিন্দি মোটেই দেশের রাষ্ট্রভাষা নয়। সরকারি ভাষা মাত্র।

কলেজের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এই কথা বলেন সদ্য অবসর নেওয়া অফস্পিন তারকা। অশ্বীনের যে ভিডিও নিয়ে রীতিমতো হইচই। হিন্দি ভাষাকে হেয় করার জন্য যেমন সমালোচনাও হচ্ছে, তেমনই অনেকে সমর্থন করে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

তামিলনাড়ুর একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন অশ্বীন। সেখানেই ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভাষা প্রসঙ্গ সামনে আসে। যেখানে অশ্বীন জিজ্ঞাসা করেন, কারও কি ইংলিশ ও তামিল ভাষায় প্রশ্ন করতে সমস্যা আছে?

> সবাই সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ঋষভের রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের কথা ভুলে শুধু দ্বিতীয় ইনিংসের কথা বলেছে, যা ঠিক নয়। বোঝা উচিত, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করার ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে। আমার মতে, এই ব্যাপারে ঋষভ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরাও।
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

অশ্বীন জানতে চান, কারা কারা ইংরেজিতে স্বাচ্ছন্দ্য। সমস্বরে যার উত্তর দেয় ছাত্ররা। ফের জিজ্ঞাসা করেন তামিল ভাষা? সেখানেও সমস্বরে সায় দেয় ছাত্ররা। তখন একজন ছাত্র জানতে চায় হিন্দিতে? জবাবে অশ্বীন বলেন, 'মনে হয়, এর উত্তর ইতিমধ্যেই আমি দিয়ে দিয়েছি। হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা নয়, সরকারি ভাষা।' যা তামিল বনাম হিন্দি ভাষা নিয়ে চলে আসা বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়েছে।

নিজের শিক্ষাগত কেরিয়ার নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করেন। ছাত্রদের হাল না ছাড়ার পরামর্শ দেন। শেখার প্রচেষ্টা, নিজেকে আরও ধারালো করে তোলার প্রক্রিয়া সবসময় সচল রাখতে হয়। পরিস্থিতি যেমনই হোক পরিশ্রমে ঘাটতি রাখলে চলবে না।

ঋষভ পন্থকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অশ্বীন। অস্ট্রেলিয়া সফরে বেহিসেবি শটে বারবার উইকেট দেওয়া নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার। রক্ষণ নিয়ে দুর্বলতার কথা অনেকে তুলে ধরেছেন। যদিও অশ্বীনের দাবি, বিশ্বের অন্যতম সেরা রক্ষণের অধিকারী ঋষভ।

অশ্বীনের যুক্তি, 'সিডনি টেস্টে দুই ইনিংসে দুইরকম ব্যাটিং দেখেছি ঋষভের থেকে। ওর শরীরের প্রতিটি জায়গায় বলের আঘাত লেগেছে। ৪০ করেছিল। সম্ভবত ঋষভের সবচেয়ে শান্ত ইনিংস। একই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে বিস্ফোরক হাফ সেঞ্চুরি। যা নিয়ে প্রচুর প্রশংসা হয়েছে। সবাই প্রথম ইনিংসে ঋষভের রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের কথা ভুলে শুধু দ্বিতীয় ইনিংসের কথা বলেছে, যা ঠিক নয়। বোঝা উচিত, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করার ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে। আমার মতে, এই ব্যাপারে ঋষভ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরাও। যা মোটেই সহজ নয়। নেটে ওকে বল করেছি। কিছুতে আউট করা যেত না। না খোঁচা, না লেগবিফোর। ওকে একাধিকবার যা বলেওছি।'

এদিকে, অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে অশ্বীনের হঠাৎ অবসরের নেপথ্যে বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনীল যোশি। প্রাক্তন স্পিন তারকা বলেছেন, 'আমি অবাক হয়েছিলাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মধ্যে কী এমন ঘটেছিল যা নিয়ে এত রাখঢাক। অশ্বীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চায় না। আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি। ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখানো উচিত। কিন্তু রাতারাতি যা ঘটেছে, তা সামনে আসা দরকার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত যা সামনে আনা।'

ভারতীয় বোলিংয়ে কোনও ভারতীয় পেসারকে না দেখেও অবাক প্রাক্তন স্পিনার। যশ দয়াল, খলিল আহমেদরা ছিলেন। কিন্তু ওদের কেউ সুযোগ পায়নি। একজন বাঁহাতি পেসারের মধ্যে একজন খেললে পেস বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়ত, দল লাভবান হত, দাবি যোশির।

তামিলনাড়ুর এক কলেজের অনুষ্ঠানে রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

পাকিস্তানে আইসিসি-র দল

ইসলামাবাদ, ১০ জানুয়ারি : গত তিন মাসে এই নিয়ে চতুর্থবার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পাকিস্তানে পর্যবেক্ষকদল পাঠাল আইসিসি। লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, তিনটি স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ নিয়ে আশঙ্কার মেঘ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কাজের গতিপ্রকৃতি দেখতেই আইসিসি-র প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে।

'হল অফ ফেমে' ইনজি-মিসবা

গত তিন মাসে এই নিয়ে চতুর্থবার।

এদিন করাচি স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ ঘুরে দেখে প্রতিনিধিদল। স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশ খতিয়ে দেখে। দেখেন করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের মূল বিল্ডিংও। বাদ যায়নি মিডিয়া সেন্টার, মিডিয়া গ্যালারি সহ কনফারেন্স হল। ছবিও তোলেন বিভিন্ন অংশের।

কয়েকদিন আগে স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিরূপ সমালোচনা হয়। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্টেডিয়ামের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও অর্ধেক কাজও নাকি হয়ে ওঠেনি। বিকল্প ভাবনায় পাকিস্তান থেকে পুরো টুর্নামেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরানোর কথাও শোনা যাচ্ছে।

পিসিবি যদিও ফের সেই আশঙ্কা নস্যাৎ করে দিয়েছে। দাবি করা হয়েছে, কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ১২ ফেব্রুয়ারির আগে তিন স্টেডিয়ামের দায়িত্ব আইসিসির হাতে তুলে দিতে কোনও সমস্যা হবে না। ১৯ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী ম্যাচের আগে পুরোদস্তুর তৈরি হয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঢাকে কাঠি পড়বে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক পালটা দাবি করেছেন, সংবাদমাধ্যমে সত্যতা যাচাই না করেই বিভিন্ন খবর রটানো হচ্ছে। পিসিবি, আইসিসি, টুর্নামেন্টের সহযোগী পার্টনার, সমর্থকদের সংশয়ে ফেলতে এই ধরনের চেষ্টা। এর প্রভাব পড়ছে টিকিট বিক্রি, টুর্নামেন্টের মার্কেটিংয়েও।

এদিকে, পিসিবি-র 'হল অফ ফেম' জায়গা পেলেন ইনজামাম-উল-হক, মিসবা-উল-হকরা। দুই তারকা ছাড়া তালিকার নতুন সদস্য হলেন মুস্তাক মহম্মদ, সঈদ আনোয়ার। ইনজিরা যুক্ত হবেন ইমরান খান, জাভেদ মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিস, জাহির আব্বাস, ইউনিস খান, হানিফ মহম্মদ, আব্দুল কাদিরদের এলিট তালিকায়।

এদিকে, ইংল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলার আর্জি জানাল সেদেশের সরকার। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী গেটন ম্যাকেঞ্জি এই আর্জি করেছেন। আফগানিস্তানের শাসক এখন তালিবান। সে দেশের মেয়েদের উপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা এনেছে তারা। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মেয়েদের ক্রিকেট খেলতে না দেওয়া। যা মেনে নিতে পারছে না বিভিন্ন দেশ। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারব না যে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে কি না। কিন্তু আমি যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, তা হলে খেলতে নিষেধ করতাম।'

বুধবারও লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ইটের টুকরো, বালি-পাথর ও নির্মাণ সামগ্রী।

জাড্ডুর পোস্টে অবসর জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের সাদা জার্সি। পিছনে লেখা নাম।

সেই জার্সির ছবি দিয়ে ছোট্ট একটা পোস্ট। রবীন্দ্র জাদেজার সেই পোস্টকে কেন্দ্র করেই সমাজমাধ্যমে হইচই। জাড্ডু কি এবার ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন?

জবাব জানা নেই কারও। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে দেশে ফেরার পর জাদেজার এমন পোস্টকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পর জাড্ডুও এবার ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন। চর্চা ক্রমশ বাড়ছে। জাদেজার পোস্টে অনেকেই তাঁকে অবসরের আগাম অভিনন্দনও জানিয়েছেন। যদিও সেই সবের পালটা কোনও জবাব দেননি তিনি। ফলে জাদেজার অবসর জল্পনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

টেস্ট জার্সি দিয়ে রবীন্দ্র জাদেজার এই পোস্টেই জল্পনা তৈরি হয়েছে।

থাকতে পারেন এসজিএমে

জয় শা-কে সংবর্ধনা দিচ্ছে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : টিম ইন্ডিয়ার মতোই ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনেও পালাবদল চলছে। গত ১ ডিসেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব পদ ছেড়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে বসেছেন জয় শা।

ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখে জয়কে বিশেষ সংবর্ধনা দিতে চলেছে বিসিসিআই। রবিবার বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভা। মুম্বইয়ে এই সভাতেই জয়ের উত্তরসূরি হিসেবে বোর্ড সচিবের পূর্ণ দায়িত্বে আসতে চলেছেন অসমের দেবজিৎ সইকিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদে ছত্তিশগড়ের প্রভতেজ সিং ভাটিয়া দায়িত্ব পাচ্ছেন। বিশেষ সাধারণ সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় থাকতে চলেছেন বলে খবর। পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য জয়কে বিশেষ সংবর্ধনাও দিচ্ছে বোর্ড। জানা গিয়েছে, এসজিএমের আগে জয়কে সংবর্ধিত করবেন বিসিসিআইয়ের বর্তমান শীর্ষ কর্তারা। যেখানে বিসিসিআইয়ের সব পদাধিকারীর পাশে বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সদস্যরাও থাকতে পারেন বলে খবর। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বোর্ডের এক কর্তা বলছিলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে জয়ের বিশাল অবদান রয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই জয়কে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। জয়কে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে এসজিএমে হাজির থাকার আহ্বানও জানানো হয়েছে।'

জয় শেষ পর্যন্ত এসজিএমের আসরে হাজির থাকবেন কিনা, রবিবারই স্পষ্ট হবে। তার আগে বিসিসিআইয়ের অন্দরে নতুন দায়িত্বে আসতে চলা সচিব-কোষাধ্যক্ষকে নিয়ে রয়েছে উৎসবের মেজাজ। আগামী নয় মাসের জন্য বোর্ডের সচিব-কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব সামলাবেন দেবজিৎ-প্রভতেজরা।

বেঙ্গালুরুকে নিয়ে সতর্ক মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : শেষ দুইটি ম্যাচে ড্র। তলানিতে থাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও ফিরেছে। শেষ ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে লড়াই করে পয়েন্ট এনেছে আন্দ্রেই চেরনিশভের ছেলেরা। শনিবার সামনে বেঙ্গালুরু এফসি। শেষ ম্যাচে পরাজিত হয়েছেন সুনীল ছেত্রীরা। তবে তাদের গুরুত্ব দিচ্ছেন মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। বলেছেন, 'বেঙ্গালুরু খুব ভালো দল। বেশ কয়েকজন জাতীয় দলের ফুটবলার রয়েছে। ওরা ঘরের মাঠে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারিয়ে ছিল। তাই শেষ ম্যাচ হেরে গেলেও ওদের হালকাভাবে নিলে চলবে না। কারণ পরের ম্যাচে বেঙ্গালুরু আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করবে।'

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে মহমেডান রক্ষণ দুর্দান্ত খেলেছিল। তবে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা সেভাবে ছন্দে নেই। তাই গোলের সমস্যা মেটাতে নবাগত স্ট্রাইকার মনবীর সিংকেও বেঙ্গালুরু নিয়ে গিয়েছেন কোচ চেরনিশভ। হয়ত সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁর সাদা-কালো জার্সিতে অভিষেক হতে পারে। তবে সন্তোষজয়ী বাংলা দলের তারকা স্ট্রাইকার রবি হাঁসদাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁকে আরও সময় দিতে চান চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'রবি এখনও সেভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। ও খুব ভালো খেলোয়াড়। সন্তোষ ট্রফিতে অনেক গোল করেছে। তবে সন্তোষ ট্রফি ও আইএসএলের মানের বিশাল ফারাক রয়েছে। দলের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে রবির এখনও সময় লাগবে।'

> রবি এখনও সেভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। ও খুব ভালো খেলোয়াড়। সন্তোষ ট্রফিতে অনেক গোল করেছে। তবে সন্তোষ ট্রফি ও আইএসএলের মানের বিশাল ফারাক রয়েছে। দলের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে রবির এখনও সময় লাগবে।
> **আন্দ্রেই চেরনিশভ**

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে দলে ফিরছেন উজবেক মিডিও মিরজালোল কাশিমভ। আরেক ডিফেন্ডার গৌরব বোরাও অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই অনেকটা স্বস্তিতে রয়েছেন চেরনিশভ। তবে চোটের জন্য এই ম্যাচে সামাদ আলি মল্লিককে পাবে না মহমেডান। তাঁর পরিবর্তে আদিঙ্গা খেলবেন।

এদিকে রক্ষণ শক্ত করতে করতে বাংলার সন্তোষজয়ী দলের সদস্য জুয়েল আহমেদ মজুমদারকে সই করিয়েছে মহমেডান। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে, স্ট্রাইকার সমস্যা মেটাতে অস্ট্রিয়ান ফুটবলার মার্ক আন্দ্রে শমারবকের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে সাদা-কালো শিবির।

ওম্বাডসম্যানের পদত্যাগ, হইচই সিএবি-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : এক ব্যক্তি, এক পদ। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় আগেই ছিল। অথচ, সেই রায় উপেক্ষা করে বাংলা ক্রিকেট সংস্থায় ওম্বাডসম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তিনি জড়িত রয়েছেন। তাঁকে নিয়ে শেষ কয়েকদিনে বিস্তর অভিযোগ জমা হয়েছিল সিএবি-তে। মূল অভিযোগ ছিল স্বার্থ সংঘাতের। চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত গতরাতে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বাংলা ক্রিকেট সংস্থার ওম্বাডসম্যান। তাঁর ইস্তফার খবর সামনে আসার পরই হইচই শুরু হয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে। প্রশ্ন উঠেছে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এত বড় ভুল কীভাবে করেছিলেন। যার স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি। সিএবি-র সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব নরেশ ওঝারা এই ব্যাপারে মন্তব্যে নারাজ। মনে করা হচ্ছে, এমন ঘটনার মাধ্যমে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরের কোন্দল নতুনভাবে সামনে এল। আগামী ২২ জানুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের আগে সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা নতুন কাউকে ওম্বাডসম্যানের দায়িত্ব দেন কিনা, সেটাই দেখার।

সুপার কাপ ফাইনালে এল ক্লাসিকো

জেড্ডা, ১০ জানুয়ারি : গত অক্টোবরে লা লিগার এল ক্লাসিকোয় হারতে হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদকে। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনাকে হারিয়ে তার বদলা নেওয়ার সুযোগ কার্লো আন্সেলোত্তির রিয়ালের সামনে।

আগের রাতেই অ্যাথলেটিক বিলবাওকে হারিয়ে মরুশহরে এল ক্লাসিকোর মঞ্চ তৈরির প্রাথমিক কাজটা সেরে রেখেছিল বার্সা। বৃহস্পতিবার রাতে মায়োরকাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সুপার কাপ ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে লাগাতার আক্রমণ করে গেলেও গোলমুখ খুলতে পারেনি রিয়াল। প্রতিপক্ষ রক্ষণের সামনে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন জুডে বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপেরা। দ্বিতীয়ার্ধেও আন্সেলোত্তির দলের সমান দাপট বজায় ছিল। ফলস্বরূপ ৬৩ মিনিটে প্রথম গোলটি তুলে নেন বেলিংহাম। ৯০ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচের ফল ছিল ১-০। তবে যোগ করা সময়ের শুরুতেই আত্মঘাতী গোল করে বসেন মায়োরকার মার্টিন ভালজেন্ট। ৯৫ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন রডরিগো।

এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার সুপার কাপ ফাইনালে মুখোমুখি বার্সেলোনা-রিয়াল। এল ক্লাসিকো প্রসঙ্গে রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ক্লাসিকো নিয়ে অনুমান করা কঠিন। শেষ দুইবার ফাইনালের মধ্যে একবার ওরা আমাদের হারিয়েছে, একবার আমরা হারিয়েছি বার্সাকে। এবারও ম্যাচটা উপভোগ্য হবে বলেই আমার ধারণা।'

গোলের পর রিয়ালের জুডে বেলিংহাম।

খাবারে বিষ মেশানোর অভিযোগ জকোভিচের

কোচ অ্যান্ডি মারের সঙ্গে নোভাক জকোভিচ। শুক্রবার মেলবোর্নে।

মেলবোর্ন, ১০ জানুয়ারি : রবিবার শুরু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। নোভাক জকোভিচ-অ্যান্ডি মারে জুটিরও নতুন পথ চলা শুরু। একদিকে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে বাকিদের ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ জোকারের সামনে, অন্যদিকে কোচ মারের কাছেও নতুন চ্যালেঞ্জ। তবে মেলবোর্ন পার্কে অভিযান শুরুর আগে পুরোনো বিতর্ক আরও একবার উসকে দিলেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা।

কোভিডের টিকা না নেওয়ায় ২০২২ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি জকোভিচকে। এমনকি ভিসা বাতিল করে তাঁকে অস্ট্রেলিয়া থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল। সেসময়ই তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার মতো মারাত্মক ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ জোকারের। সার্বিয়ান টেনিস তারকা বলেছেন, ‘ওই ঘটনার পর আমার কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সার্বিয়ায় ফিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোয় শরীরে সিসা এবং পারদের নমুনা মেলে। তখনই বুঝতে পারি খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল।’ তবে এবার সবকিছু দূরে সরিয়ে রেখে কোর্টেই ফোকাস করতে চান জকোভিচ।

২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক যেসব কোচের হাত ধরে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম মারিয়ান ভাজদা, বরিস বেকার, গোরান ইভানিসেভিচ। আর সেই ইভানিসেভিচকে সরিয়েই এবার মারেকে কোচ হিসাবে নিয়োগ করেছেন নোভাক। তাই মারের কাছেও নতুন চ্যালেঞ্জ। বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আমি কখনও জিততে পারিনি। বলা ভালো জকোভিচ আমাকে জিততে দেয়নি। এবার সেই অপ্রাপ্তিটা পূরণ করতে চাই।’ আসলে মেলবোর্ন পার্কে পাঁচবার ফাইনাল খেললেও একবারও খেতাব ছুঁতে পারেননি ব্রিটিশ তারকা। এবার কোচ হিসাবেই সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চান।

> ওই ঘটনার পর আমার কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সার্বিয়ায় ফিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোয় শরীরে সিসা এবং পারদের নমুনা মেলে। তখনই বুঝতে পারি খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল।
>
> **নোভাক জকোভিচ**
> (২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়া ওপেন খেলতে এসে বিতাড়িত হওয়া প্রসঙ্গে)

এদিকে, গত মার্চে দুইবার ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার। তাঁর শরীরে ওয়াডার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা একটি ড্রাগের নমুনা পাওয়া যায়। তবুও সিনারকে নির্বাসিত করেনি বিশ্ব টেনিস সংস্থা। তাই নিয়ে কয়েকমাস আগে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। সেই সিনারের ফোকাস এখন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। ডোপিং বিতর্ক প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘এ বিষয়ে আপনারা যতটুকু জানেন, আমিও তাই জানি। এটা ভুলে গিয়েছি বললে মিথ্যা বলা হবে, তবে এটা আর মাথায় রাখতে চাই না।’

Notice Inviting E-Tender

E-Tender is hereby invited by the undersigned for work to be implemented within the jurisdiction of Indong Matiali Gram Panchayat. For more details visit **www.wbprd.nic.in** or **www.wbtenders.gov.in**. Web portals REF e-NIT No. 004 (2nd All)/2024-25. Last date of online BID Submission is 24.01.2025 at 18:00 hrs.

Sd/- Pradhan
Indong-Matiali Gram Panchayat
Block.:- Matiali, Dist. Jalpaiguri

মালয়েশিয়ায় সেমিফাইনালে সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ

কুয়ালালামপুর, ১০ জানুয়ারি : মালয়েশিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে সেমিফাইনালে উঠলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। গতবারের রানার্স সাত-চি জুটি এদিন ৪৯ মিনিটে উড়িয়ে দেন মালয়েশিয়ার ইয়ু সিন অঙ্গ-ই ই তিও-কে। ভারতীয়দের পক্ষে ম্যাচের স্কোর ২৬-২৪, ২১-১৫। শনিবার সেমিফাইনালে সাত-চিদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ার ওন হো কিম-সিয়ুঙ্গ জায়ে সিও।

বৃন্দাবনে পরিবার নিয়ে কীর্তন শুনলেন বিরাট কোহলি। বিরাটকে পুরোহিত প্রেমানন্দজি মহারাজ পরামর্শ দিয়েছেন, অনুশীলনে কোনও খামতি না রাখার। অনুষ্কাকে দেখা যায় তাঁর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করতে।

ফাইনালে এসটি ব্রাদার্স

ম্যাচের সেরা সুরচন্দ্র সিং।

ওদলাবাড়ি, ১০ জানুয়ারি : নেতাজি সুভাষ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও মোহন স্পোর্টিং ক্লাবের রিনা ঘোষ, পরশরাম আগরওয়াল ও সুদাম মণ্ডল নৈশ ফুটবলে ফাইনালে উঠল রাঙামাটির এসটি ব্রাদার্স। প্রথম সেমিফাইনালে ৫-৩ গোলে নেপালের ঝাপা এফসি-কে হারিয়েছে। বিধানপল্লি মাঠে ম্যাচের সেরা সুরচন্দ্র সিং হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল স্বর্ণদীপ সাংমার। ঝাপার গোলস্কোরার প্রদীপ বুদ্ধকোটি, শ্যাম মুর্মু এবং গিলসান খান্ডাবা। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে দার্জিলিং ইউনাইটেড এফসি ও কলকাতার পানিয়ারা ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব।

ছবি : অনুপ সাহা

সেমিতে সিরাজ

বড়দিঘি, ১০ জানুয়ারি : আনন্দ সংঘ ক্লাবের আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল সিরাজ ইলেভেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৬ রানে তেসিমলা নাইট রাইডার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে সিরাজ ১২৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মহম্মদ গোলাপ ৫৪ রান করেন। মহম্মদ রাসেল পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে তেসিমলা ১১৭ রানে থেমে যায়। মহম্মদ জেম ৪৬ রান করেন। গোলাপ পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জয়ী নেতাজি

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ২ রানে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। নেতাজি প্রথমে ১৩০ রানে অল আউট হয়। অভিষেক মজুমদার ৩৯ রান করেন। প্রসেনজিৎ সরকার ৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে মিলন ১২৮ রানে গুটিয়ে যায়। সুরজিৎ রায় ৩৬ রান করেন। আশ্রয় ঝা ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জিতল মিলন

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার মিলন সংঘ ৬৯ রানে এসপি রায় কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে মিলন সংঘ ১৫৯ রান তোলে। সুতীর্থ ঘোষ ৪১ ও বায়রন রায় ৩২ রান করেন। আসিফ আলি আহমেদ ৩৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে এসপি রায় ৯০ রানে গুটিয়ে যায়। অর্কপ্রভ সাহা ৩৭ এবং সাত্যকি দত্ত ১৭ রান করেন। আশরাফুল আলি ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সুরেন্দ্র আগরওয়াল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ম্যাক উইলিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : ১৯তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল। শুক্রবার ফাইনালে ঘরের মাঠে ডিপিএস শিলিগুড়ি ৮ রানে তাদের কাছে হেরে যায়। টসে জিতে ম্যাক উইলিয়াম ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৬ রান করে। তুহিন সাহা ৪৫ বলে রেখে এসেছে ৬৮ রান। অঙ্কিত আনন্দ ৪২ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে ডিপিএস ২০ ওভারে ৪ উইকেটে আটকে যায় ১৫৮ রানে। শুভম দাস ২৫ রানে নেয় ২ উইকেট। ফাইনালের সেরা অভনীশ আগরওয়াল ৫১ বলে ৮৩ রান করেছে। প্রতিযোগিতার সেরা ক্যাচের জন্য পুরস্কৃত করা হয় ডিপিএস শিলিগুড়ির দিশাঙ্ক জৈনকে। ডিপিএস ফুলবাড়ির সান আলম প্রতিযোগিতার সেরা ফিল্ডার। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের জন্য শুভম প্রতিযোগিতার সেরা ঘোষিত হয়েছে। দুন হেরিটেজ স্কুল পেয়েছে ফেয়ার প্লে ট্রফি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন জন্টি রোডস।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্র আগরওয়ালের স্মৃতিতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শতাধিক লোক রক্ত দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শারদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা অনীশা শর্মা, ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা মনোয়ারা বি আহমেদ প্রমুখ।

ট্রফি নিয়ে জন্টি রোডসের সঙ্গে ফোটোসেশনে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল।